সপ্তম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

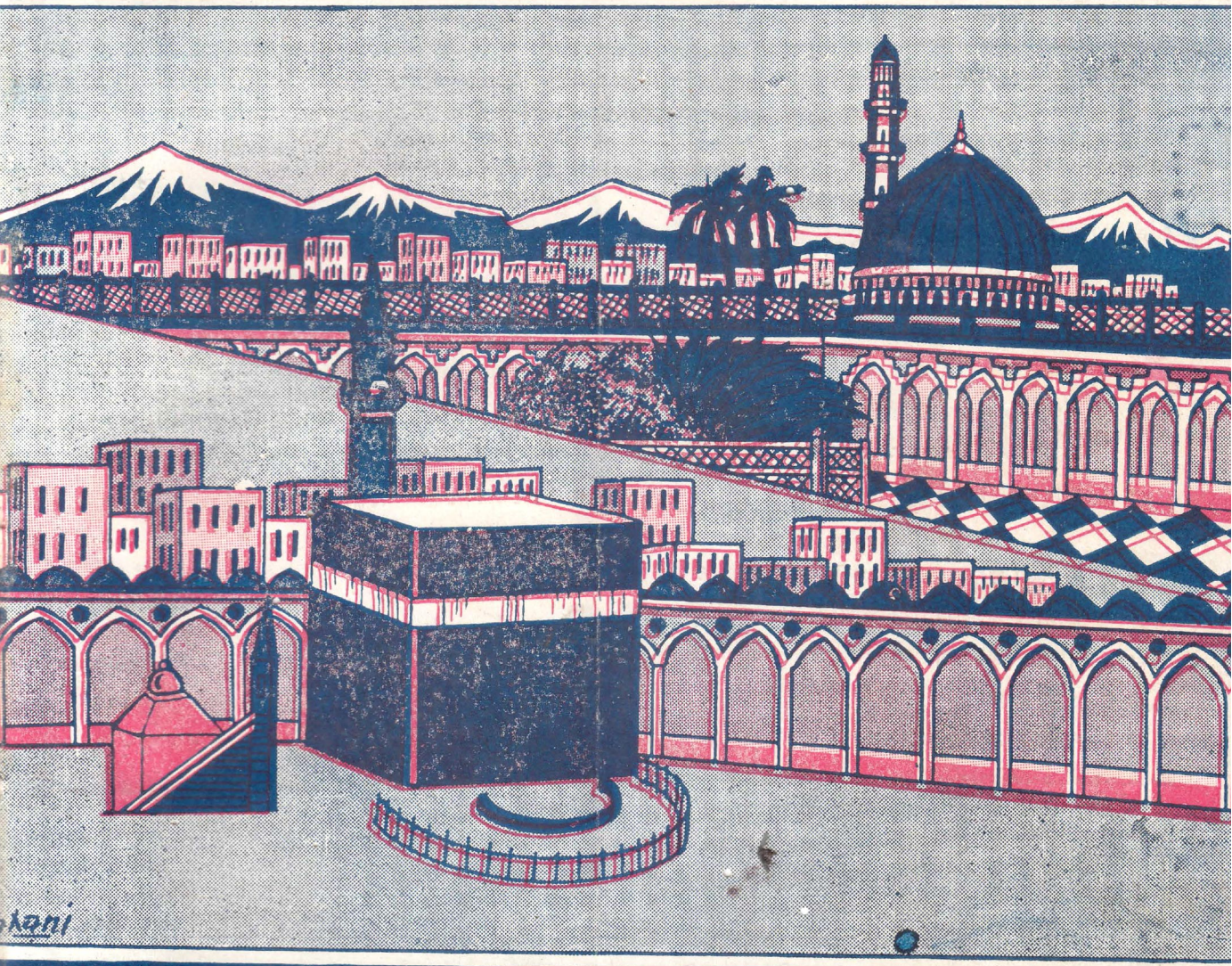

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৩য় সংখা

ফাল্‌গুন ১৩৬৩ —— ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

বিষয়সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	তফছীর-ছুরত-আলফাতিহা		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	১০৫
২।	আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি		... ...	১১৬
৩।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	আহমদ আলী	১২১
৪।	বিজ্ঞানের জয়যাত্রার আধুনিকতম রূপ	(বিজ্ঞান)	মোহাম্মদ আকরম আলী বি,এ, (অনার্স)	১২৫
৫।	আধুনিক সভ্যতার তত্ত্বকথা	(প্রবন্ধ)	হাছান আলী এম, এ, বি, এল, (প্রাক্তন মন্ত্রী)	১২৭
৬।	রহমতুল্-লিল-আলামীন,	"	সৈয়দ রশীদুল হাছান(অবসর প্রাপ্ত সেশনস্ জজ)	১৩১
৭।	আরাবী শিক্ষা	(শিক্ষা)	মূল : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী অনুবাদঃ মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী	১৩৪
৮।	দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্ট	(বিতর্ক ও বিচার)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	১৩৭
৯।	জামাতে ইছলামীতে আমার যাওয়া অসম্ভব কেন ?		... ...	১৪৩
১০।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	১৪৯
১১।	প্রাপ্তি স্বীকার		মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী	১৫৪
১১।	পূর্বপাক জমঈতে আহলে হাদীছের কয়েকটি প্রশ্ন		প্রেসিডেন্ট	১৫৬

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভ ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক—আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

সপ্তম বর্ষ	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; রজব ১৩৭৬ হিঃ ফাল্গুন ১৩৬৩ বংগাব্দ	তৃতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল :— ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল-ফাতিহার তফছীর

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৪৩)

(ক) ছিরাতে মুছ্তকীমের উপরে আল্লাহ বিরাজমান

ছূরত হূদে কথিত হইয়াছে ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী নাই, যাহার কপোলদেশ আল্লাহ ধারণ করিয়া রাখেন নাই। বস্তুতঃ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ! আমার প্রতিপালক প্রভু 'ছিরাতে মুছ্তকীমে'র উপর বিরাজমান—৫৬ আয়ত। আর ছূরত আন্নহলে বলা হইয়াছে, আল্লাহ দুই প্রকার মানুষের : وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ - هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؟ উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন বোবা, কোন কিছুতেই সক্ষম নয়, সে সব সময় তাহার পূজারীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, যে মুখেই তাহাকে স্থাপন করে সে কোন কল্যাণই সাধন করেনা। সে ব্যক্তি কি এমন জনের সমকক্ষ হইতে পারে, যিনি ন্যায়পরায়ণতার সহিত আদেশ দিয়া থাকেন এবং তিনি 'ছিরাতে মুছ্তকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত : ৭৬ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছুরত হূদের আয়তটি দ্ব্যর্থহীন। অর্থাৎ আল্লাহ 'ছিরাতে মুছ্তাকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। আর প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার অপেক্ষা সরল ও সমতল, সুদৃঢ় ও সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার ক্ষমতা আর কাহার থাকিতে পারে? তাঁহার সমুদয় উক্তি পরম সত্য, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সঠিক ও ন্যায়ানুমোদিত। কোরআনে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে ইহা-রই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে—"দেখুন, আপনার রব্বের বাণী সত্যতা ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلاً — পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে"—আল্‌আন্‌আম. ১১৫। তাঁহার সমুদয় কার্য কল্যাণময়, সুনিপুণ, করুণা ব্যঞ্জক ও ন্যায়-সংগত। তাঁহার কোন কার্যে ও কথায় অশুভ ও অন্যায়ের প্রবেশাধিকার নাই, কারণ 'ছিরাতে মুছ্তকীম' হইতে অকল্যাণ ও অন্যায় বহিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং যিনি স্বয়ং 'ছিরাতে মুছ্কীমে'র উপর সুপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার কার্যে ও উক্তিতে অন্যায় ও অমংগলের অনুপ্রবেশের সুযোগ কোথায়? যে ব্যক্তি 'ছিরাতে মুছ্তকীম' হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারই বাক্যে ও কর্মে অন্যায় অসংলগ্নতা ও অকল্যাণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রার্থনা করিতেন: প্রভুহে, আপনার সমীপে উপস্থিত! সমুদয় সমৃদ্ধি আপনারই لبيک وسعديک والخير کله بيديک و الشر ليس اليک সমুদয় কল্যাণ কেবল আপনারই হস্তে। অশুভের আপনার নিকট স্থান নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সমুদয় নামই সুন্দর, তাঁহার সমুদয় গুণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত, তাঁহার সকল কার্য-কলাপ প্রজ্ঞাময়, তাঁহার সমুদয় উক্তি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁহার নামে, তাঁহার গুণে, তাঁহার কার্যে, তাঁহার বাক্যে অকল্যাণের স্থান নাই। ইহাই হইতেছে কোর-আনের এই উক্তির তাৎপর্য যে, নিশ্চয় আমার প্রভু ان ربى على صراط مستقيم 'ছিরাতে মুছতকীমে'র উপর অধিষ্ঠিত। আয়তের পূর্ববর্তী অংশটিও মনোযোগ সাপেক্ষ। আমি আল্লাহর উপরেই নির্ভর করিলাম, তিনি انى توكلت على الله ربى وربكم আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব—। অর্থাৎ তিনি যখন আমার রব্ব, তখন তিনি আমাকে অসহায় ও পরিত্যক্ত করিবেননা। তিনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। আর যখন তিনি তোমাদেরও রব্ব, তখন তিনি তোমাদিগকে আমার উপর প্রভাবান্বিত ও আমাকে তোমাদের কুক্ষিগত হইতে দিবেন না কারণ তোমাদের কপোলদেশ তাঁহা-রই মুঠার মধ্যে, তোমরা তাঁহার অভিপ্রায় ছাড়া আর কিছুই করিতে সমর্থ নও এবং তাঁহার সমুদয় আদেশ ও অভিপ্রায় 'ছিরাতে মুছ্তাকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় পরায়ণতা ও প্রজ্ঞাশীলতা তাঁহার কর্মের বৈশিষ্ট্য। আর যদি তিনি তোমাদিগকে আমার উপর ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, তাহাহইলে ইহাও তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজ্ঞা-শীলতারই পরিচায়ক হইবে, কারণ তিনি অত্যাচারী নন এবং তিনি কোন অনর্থক কার্য করেননা, তিনি 'ছিরাতে মুছ্তকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠ।

আর ছূরত-আন্‌নহলের যে আয়তে দ্বিবিধ মানুষের তুলনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা লইয়া বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। এক দল বলিতেছেন যে, বোবা লোকটি হইতেছে প্রতিমা! বোবা, বধির, বিচার বুদ্ধি-রহিত, সবসময়ে প্রতিমা পূজকের উপর নির্ভরশীল! তাহাকে বহন করা, যথাস্থানে স্থাপন করা, বিসর্জন দেওয়া, তাহার ভোগ, সেবা ইত্যাদি সকল বিষয়েই সে প্রতিমাপূজকের মুখাপেক্ষী, সে কেমন করিয়া সর্ব-ভূতেষু, সর্বসন্তাপহারী, ও বিশ্বপালক হইতে পারে? তাহার পূজা আর আল্লাহর ইবাদত কি কখনও তুল্য হইবার যোগ্য? যে আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও তওহীদের-আদেশ দান কারী, শক্তিমান, সাহায্যনিরপেক্ষ, বাক-শক্তি সম্পন্ন এবং যিনি তাঁহার কর্মে, উক্তিতে "ছিরাতে-মুছ্তকীমে"র উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উক্তি সত্য, কল্যাণময়, উপদেশব্যঞ্জক এবং সঠিক পথের দিশারী তাঁহার কর্ম ন্যায়সংগত, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, করুণাপূর্ণ এবং মঙ্গলময়। এই অর্থই সর্বাপেক্ষা সঠিক।

কিন্তু বিখ্যাত ভাষ্যকার কলবী বলেন "ছিরাতে মুছ্ত-কীমের উপর" একথার অর্থ হইতেছে, আল্লাহ তোমা-দিগকে 'ছিরাতে মুছ্তকীমে'র উপর পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আল্লাহ ছিরাতে মুছ্তকীমের উপর স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই কি তিনি আমাদিগকে উক্ত পথে পরি-চালিত করিতেছেননা? বস্তুতঃ স্বয়ং কার্যে ও উক্তিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপর বিরাজমান রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাঁহার কার্য ও উক্তি দ্বারা আমাদিগকেও উক্ত পথে পরিচালিত করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ন্যায়পরায়ণতার সহিত আদেশ দিয়া থাকেন এবং তিনি 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলিব, এ-কথা সত্য আর ইহা স্বয়ং আল্লাহর ছিরাতে মুছ্‌তকীমের উপর বিরাজমান হওয়ার পরিপন্থী নয়। আল্লাহ ছিরাতে মুছ্‌তকীমের উপর প্রতিষ্ঠ এবং তাঁহার রছুল (দঃ)ও উহার উপর প্রতিষ্ঠ। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়সংগত আদেশ ব্যতীত অন্য আদেশ প্রদান করেননা। কিন্তু প্রথম অর্থ অনুসারে উদাহরণর প্রথম পক্ষ হইতেছে কাফের দলের উপাস্য প্রতিমা এবং দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছেন মুছলিম দলের উপাস্য আল্লাহ! আর দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছেন রছুলুল্লাহ (দঃ) আর তিনি মুমিন দলের উপাস্য নহেন। সুতরাং সুসংগতির দিক দিয়া প্রথম অর্থই সমধিক উৎকৃষ্ট!

আতীইয়াহ হযরত ইবনে আব্বাছের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ হইতেছে কাফের আর দ্বিতীয় পক্ষ মুমিন। আতা বিনে আবি রিবাহ বলেন, বোবা হইতেছে উবাই বিনে খলফ আর ন্যায়পরায়ণতার সহিত আদেশকারী হইতেছেন, হাম্‌যা, উছ্‌মান বিনে আফ্‌ফান ও উছ্‌মান বিনে মযউন! আমার বিবেচনায় কোন ব্যাখ্যাই পরস্পর-বিরোধী নয়। কারণ যেরূপ সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠ আল্লাহ, তেমনি রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় অনুসরণকারীগণও 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে কাফের দলের উপাস্য বিগ্রহ, পুরোহিত, পূজারী ও তাহাদের অনুসারী সকলেই প্রথম দলের অন্তর্গত ও দ্বিতীয়দলের প্রতিপক্ষ, 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' হইতে ভ্রষ্ট।

আল্লাহর ছিরাতে-মুছ্‌তকীমের উপর বিরাজিত থাকার অন্যবিধ প্রয়োগ,

কোরআনে ছূরত-আল্‌হিজ্‌রে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, এই পথ আমার قال: هذا صراط على مستقيم উপর সরল ও সুদৃঢ়—মুছ্‌তকীম—৪১ আয়ত। "আল্লাহর উপর" বাক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিদ্বানগণ নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হাছান বছ্‌রী বলিয়াছেন' এস্থলে 'আলা' শব্দের অর্থ হইতেছে 'ইলা'। অর্থাৎ আমার দাসত্ব ও উপাসনাই আমার দিকে বা কাছে পৌছার একমাত্র সরল ও সুদৃঢ় পথ! আরাবীতে এক অব্যয় পদের স্থানে অর্থের সুসংগতির দিক দিয়া অন্য অব্যয়পদের প্রয়োগ প্রচলিত আছে। মুজাহিদ বলিয়াছেন, সত্য আল্লাহর الحق يرجع الى الله و عليه কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয় طريقه' لا يعرج على شئى এবং তাঁহার উপরেই উহার পথ, অন্য কোন বস্তুর উপর উহা উত্থিত হয়না।

তাৎপর্যের দিক দিয়া হাছান বছ্‌রী ও মুজাহিদের উক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু কেহ কেহ উক্ত আয়তের এরূপ অর্থও করিয়াছেন যে, 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র পরিচয়, ব্যাখ্যা قيل على فيه للوجوب اى এবং উক্ত পথের সন্ধান على بيانه و تعريفه দেওয়া আল্লাহর জন্য و لا دلالة عليه - ওয়াজিব। অর্থাৎ আয়তের অন্তর্গত 'আলা' ওজুবের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার নযীর স্বরূপ ছূরত আন্‌নহলের নিম্নোক্ত আয়তটি উধৃত করা যাইতে পারে—وَ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এবং আল্লাহর উপরেই সরল পথ পৌছিয়া থাকে—৯ আয়ত। যেপথ কাছিদ (قاصد)তাহাই হইতেছে মুছ্‌তকীম, কছ্‌দের অর্থ মধ্যভাগ, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আর এই পথ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দেয়।

আর 'ইলা'র পরিবর্তে 'আলা' অব্যয় পদ ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে আর একটি চমৎকার ইংগিত রহিয়াছে, যে জন ছিরাতে মুছ্‌তকীমের উপর প্রতিষ্ঠ হইবে, সে অনিবার্য ভাবে সত্য ও সঠিক পথের উপরেই প্রতিষ্ঠ হইবে। আল্লাহ বিশ্বাসপরায়ন সমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা তাহাদের প্রভুর নির্দেশিত اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ - হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠ—আল-বাকারা, ৫ আয়ত। আর তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، اِنَّكَ নির্ভর করুন, বস্তুতঃ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ -

www.ahlehadeethbd.org

আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন, আন্-নমল, ৭৯ আয়ত। অতএব আল্লাহ যেরূপ সত্য, তাঁহার পথ ও দীনও সেইরূপ সত্য এবং যে জন আল্লাহর পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠ,সেসত্যও হিদায়তের উপরওপ্রতিষ্ঠ। এক্ষণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, 'আলা' অব্যয়পদের সাহায্যে যে অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, 'ইলা' অব্যয়ের সাহায্যে তাহা প্রতিপন্ন হয়না। এই তাৎপর্য বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে হৃদয়ংগম করা আবশ্যক।

কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠ হওয়ার তাৎপর্যে অধিকার ও উন্নয়নের ভাব নিহিত থাকে। আল্লাহর সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠ থাকার অর্থে উক্ত পথে তাঁহার অধিকার ও উন্নয়ন সাব্যস্ত হইতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ একাধারে যেরূপ সঠিক পথে দৃঢ়, তেমনি তিনি উক্ত পথে সমুন্নত ও উহার অধিপতি। কুফর, সন্দেহ ও গোমরাহীর উপর কেহ সমুন্নত হয়না, উহাতে নিপতিত হয়। হিদায়তে যেরূপ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ভাব আছে, গোমরাহীতে আছে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত পতনও নিমজ্জনের ভাব। তাই আমরা কোরআনে সন্দেহদগ্ধ ও মিথ্যুকদের বেলায় দেখিতেপাই, তাহাদের অবস্থা ও পরিণতিক 'আ'লা'র পরিবর্তে 'ফি' অব্যয় পদ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ছুরত আত্তওবায় অবিশ্বাসী দল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহারা সন্দে- فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ হের 'ভিতর' দোদুল্যমান রহিয়াছে-৪৪আয়ত। ছুরত আল্ আন্আমে উক্ত হইয়াছে, যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ! করিয়াছে, তাহারা বধির ও বোবা, অন্ধকারে 'নিমজ্জিত'— ৩৯ আয়ত। ছুরত আলমুমিনুনে কথিত হইয়াছে, অতএব হে রছুল (দঃ) আপনি উহা- فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ দের বিভ্রান্তির 'ভিতর' নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ছাড়িয়া দিন—৫৪ আয়ত। ছুরত হুদে বলা হইয়াছে, এবং وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ বস্তুতঃ তাহারা উক্ত বিষয়ে দ্বিধার 'ভিতর' রহিয়াছে সন্দেহদগ্ধ— ১১০ আয়ত।

এক্ষণে নিম্নোক্ত আয়তটির প্রয়োগ পদ্ধতি সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করা উচিত, ছুরত-ছাবায় আল্লাহর নির্দেশ হইতেছে—দেখ, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى আমরা না তোমরা কে أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ! হিদায়তের 'উপর' রহিয়াছি অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তির 'মধ্যে' ?—২৪ আয়ত।

একই স্থানে হিদায়তের সংযোগকে 'আলা' (উপর) আর গোমরাহীর সংযোগকে 'ফি' (ভিতর) অব্যয় পদ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলকথা, সত্য ও সঠিক পথ, যাহা 'ছিরাতে মুছতাকীম' নামে কথিত, উর্ধগামী এবং উহা তাহার মহান প্রভুর দিকে উত্থিত হইয়াথাকে এবং অসত্য ও বিভ্রান্তির পথ সতত নিম্নমুখী, উহার পথিককে অবনতি ও নীচতার গহ্বরে নামাইয়া দেয়।

শয়খুলইছলাম ইবনেতয়মিয়া হুদ, আন্নহল ও আল্হিজ্রের আয়ত ত্রয় সম্পর্কে মুজাহিদ ও হাছান-বছরীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াছেন।

২। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আরাধনাই 'ছিরাতে মুছ্তকীম'

আল্লাহকে একমাত্র রব্ব মান্য করা এবং শুধু তাঁহার ইবাদত অর্থাৎ দাসত্ব ও উপাসনা করার পদ্ধতিকে কোরআনে 'ছিরাতে মুছতাকীম' বলা হইয়াছে। ছুরত-আলে ইমরানে হযরত ঈছা মছীহের বাচনিক বলান হইয়াছে--বস্তুতঃ আমার ও তোমাদের প্রভু হই- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ তেছেন একমাত্র আল্লাহ্! অতএব শুধু তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই 'ছিরাতে মুছতকীম'! পুনশ্চ ছুরত মরইয়মের ৩৬ আয়তে হযরত ঈছার 'ঈশ্বর-পুত্র' হওয়ার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া উক্ত আয়তেরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ছুরত-ইয়াছীনে বলা হইয়াছে, আর দেখ, শুধু আমারই وَأَنِ اعْبُدُونِي، هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ! ইবাদত করিতে থাক, ইহাই 'ছিরাতে মুছ্তকীম'— ৬১ আয়ত। ছুরত-আয্যুখ্রুফে পর পর দুই আয়তে এই নির্দেশই প্রদত্ত হইয়াছে। ৬১ আয়তে হযরত ঈছার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিমুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়ার পর আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, এবং وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ তোমরা শুধু আমারই

www.ahlehadeethbd.org

অনুসরণ কর, ইহাই 'ছিরাতে মুছতকীম'। ৬৪ আয়তে এই কথা বলিষ্ঠ ও স্পষ্টতর ভাষায় কথিত হইয়াছে, আর দেখ, বস্তুতঃ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আল্লাহই আমার প্রভু এবং তোমাদেরও, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই 'ছিরাতে মুছতাকীম'!

৩। আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করার পথ 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম'

ছূরত আলে-ইমরানে আদেশ করা হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ধারণ করিয়া থাকে! তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'ছিরাতে মুছতাকীমে'র সন্ধান দেওয়া হইয়াছে—১০১ আয়ত।

ইহার তাৎপর্য এই যে, কল্পনা-বিলাস, যুক্তি ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান লাভ করা সুদূরপরাহত। 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' আল্লাহর নিজস্ব সরল, সুদৃঢ় ও সঠিক পথ, এই পথ মানুষকে তাঁহার নিকটেই উত্থিত ও সমুন্নত করে, সুতরাং কল্পনা ও প্রবৃত্তি বিলাসের অনুগামী হইয়া এই পথে বিচরণ করার অধিকার লাভ করা যায়না, এই পথে চলিবার অধিকার পাইতে হইলে সর্বতোভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এবং সকল দিক দিয়া রিক্ত ও মুক্ত হইয়া কেবল তাঁহাকেই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। আর আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করার তাৎপর্য পূর্বেই কোরআন কর্তৃক ব্যক্ত করা হইয়াছে— আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মান্য করিয়া তাঁহার দাসত্ব ও আরাধনায় আত্মনিয়োগ করা। এ-গুলি সমস্তই 'ছিরাতে মুছতকীমে'র অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

৪। যে সঠিক হিদায়তের আল্লাহ সন্ধান দেন, তাহাই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম'

এপর্যন্ত 'ছিরাতে মুছতকীমে'র যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই উহার সামগ্রিক ব্যাখ্যা নয়। 'ছিরাতে মুছতকীমে'র আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পথের সন্ধানলাভ ও উহার পথিক হইবার অধিকার সর্বতোভাবে আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। দৈহিক বা অধ্যাত্ম শক্তির সাহায্যে অথবা অন্য কাহারও সহায়তায় এ-পথের সন্ধান মিলেনা আর উহাতে চলিবার সুযোগও পাওয়া যায়না। আল্লাহ শান্তি-নিকেতনের দিকেই وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ — আহ্বান করিয়া থাকেন আর 'ছিরাতে-মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান যাহাকে ইচ্ছা, শুধু তাহাকেই প্রদান করেন— ইউনুছ, ২৫ আয়ত। ছূরত আল্‌আন্‌আমে বিশদতর ভাবে কথিত হইয়াছে—আমরা কোরআনে কোন বিষয়ই অপর্য্যাপ্ত مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ রাখিনাই, অতঃপর ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ — সকলেই তাহাদের وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ — প্রতি পালকের নিকট সমাবেশিত হইবে। যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা বধির ও বোবা, প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন আর যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' ধরাইয়া-দেন—৩৮৪৩৯ আয়ত।

ইছ্‌লামবিরোধীরা বিশেষতঃ পাদ্রী মহোদয়রা ছূরত আল্‌ফাতিহার অন্তর্গত ছিরাতে মুছ্‌তকীমের যাচ্ঞা সম্পর্কিত আয়তটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, হিদায়ত লাভ করার পর সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহর কাছে মুছলমানদের পুনঃ পুনঃ এ আকুল মিনতি কেন? তবে কি তাহারা এখনও সঠিক পথের সন্ধান পায়নাই? আমরা বিনয়াবনত ভাবে নিবেদন করিব যে, সৌভাগ্য বশতঃইছ্‌লামে ত্রিত্ববাদ *Trinity* ও প্রায়শ্চিত্তবাদের *Atonement* অন্ধবিশ্বাস 'ছিরাতে মুছতকীম' রূপে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেনাই। আপত্তি উত্থাপনকারীরা যদি অনুগ্রহ করিয়া 'ছিরাতে মুছতকীম' সম্বন্ধে শুধু স্বয়ং কোরআনের প্রয়োগগুলি অনুধাবন করার কষ্ট স্বীকার করিতেন, তাহাহইলে তাঁহারা এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করিতেননা। তাঁহাদের জানিয়া রাখা আব-

www.ahlehadeethbd.org

শুক যে, শুধু সঠিক পথের সন্ধান অবগত হওয়াই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সঠিক পথে চলার সুযোগ লাভ না করা এবং পথের বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান জানিতে পারার স্বার্থকতা কি? আমরা সকল সমাজের এরূপ শত সহস্র লোকের কথা অবগত আছি, যাহারা সত্য ও সঠিক যাহা, তাহা অবগত হওয়া সত্ত্বেও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সত্য পথে আরোহণ করার জন্য বিশ্বপতি রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ইংগিত ও সাহায্য আবশ্যক। আর পথে আরোহণ করিলেই কি পথের শেষ হইয়া যায়? পথের সন্ধান পাইয়া ও পথে আরোহণ করিয়াও মানুষ পথহারা বা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি বিরল? পৃথিবীর ধর্মীয় সমাজগুলি মৌলিক ভাবে কি সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিয়াছিলনা? তবে কেন পৃথিবীতে নিরীশ্বরবাদী ও বহুঈশ্বরবাদীদের সমকক্ষতাতেও তাঁহারা অজস্র দলেও পথেও মতে বিভক্ত? প্রকৃতপক্ষে সত্য পথের পরিচয়, উহাতে আরোহণ এবং উক্ত পথে চলিয়া মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা অর্জন সমস্তই বিশ্বপালক আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার অধিকারভুক্ত, তিনিই একমাত্র সিদ্ধিদাতা এবং তিনিই যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সত্য, সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন এই পথে চলার জন্য আর পথের সাথী হইবার জন্য যাহারা বিশ্বাধিপতি ও বিশ্বনিয়ন্তার সাহায্য ও সাহচর্য প্রতি মুহূর্তে যাচ্ঞা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে, তাহারা দাম্ভিক ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহর নির্দেশ যে, আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ যাহাদের প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের পরবর্তীগণ পরস্পরের প্রতি ঔদ্ধত্য সহকারে ঐশীধর্মে অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছিল, আর তাহারা ধর্মে যে সকল বিরোধ ঘটাইয়াছিল, আল্লাহ বিশ্বাসপরায়ণদিগকে তদীয় অনুমতি ক্রমে তাহার সত্যকার সন্ধান প্রদান করেন এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র হিদায়ত করিয়া থাকেন,—আলবাকারা, ২১৩ আয়ত।

وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ، وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

কোরআনের এই নির্দেশ প্রতিপন্ন করিতেছে যে, 'ওয়াহী'র সহায়তা ব্যতীত নিছক যুক্তিবাদ মানুষকে বিভেদ ও মতানৈক্যের পথেই পরিচালিত করার সহায়ক হইয়া থাকে এবং প্রকৃত, সঠিক ও বাস্তব পথের সন্ধান লাভ ও উক্ত পথে চলিবার শক্তি আল্লাহর সাহায্য সাপেক্ষ।

৫। সোজাভাবে চলার পথ 'ছিরাতে মুছতকীম',

দক্ষিণে বামে লক্ষ্য না করিয়া যে ব্যক্তি ক্রুর ভংগীতে চলে, 'ছিরাতে মুছতকীম' তাহার পথ নয়। কোরআনে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আচ্ছা বলদেখি, যে-ব্যক্তি মুখ উবুড় করিয়া পথ চলে, সে কি উত্তম পথচারি, না যে-ব্যক্তি সোজাভাবে চলে সেই ব্যক্তি সরল ও সঠিক পথের অধিকারী?—আলমুল্ক, ২২ আয়ত।

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؟

এই আয়তের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু পথ সরল ও সুদৃঢ় হওয়াই 'ছিরাতে মুছতকীমে' চলার পক্ষে যথেষ্ট নয়, উক্ত পথে চলিতে হইলে পথিককেও স্বীয় গতি সরল ও দৃঢ় করিতে হইবে। পথ যতই সুন্দর, সরল ও সমতল হউকনা কেন, পথিক যদি অন্ধ ও দিগ্বিদিক দিশাহারা হইয়া পথ চলে, তাহাহইলে তাহার পক্ষে হোঁচট খাওয়া ও পথ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া পথের নিম্নকার গভীর খাতে নিমজ্জিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সুতরাং 'ছিরাতে মুছতকীমে' চলিয়া অভিষ্টস্থলে পৌছিতে হইলে অন্তরলোক ও দেহলোকের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সতত সজাগ ও কর্মচঞ্চল রাখা আবশ্যক।

৬। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণের অনুসৃত পথের নাম 'ছিরাতেমুছতকীম'

ছুরত আল্আন্আমের ৮৪ আয়ত হইতে ৮৮ আয়ত পর্যন্ত কতিপয় প্রসিদ্ধ নবী ও রছুলগণের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। 'শির্ক' ও 'তওহীদে'র আদর্শগত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা যে অব্যর্থ ও

www.ahlehadeethbd.org

অপরাজেয় বিশ্বাসের বলে, তাহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন : আমাদের এই অকাট্য প্রমাণের সন্ধান আমরা ইব্‌রাহীম (দঃ) কে দান করিয়াছিলাম, যাহা তিনি তাঁহার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমরা যাহার জন্ম ইচ্ছা করি, তাহার আসনকে সমুন্নত করিয়া থাকি, বস্তুতঃ হে রছুল (দঃ) আপনার প্রভু প্রজ্ঞাশীল, মহা বিদ্বান। আর ইব্‌রাহীমের জন্য তাহার বংশধর রূপে আমরা ইছ্‌হাক

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ!

ও ইয়াকুবকে দান করিয়াছিলাম, সকলকেই আমরা হিদায়তের সন্ধান দিয়াছিলাম এবং ইতিপূর্বে (অর্থাৎ ইবরাহীমের পূর্বে) আমরা হযরত নূহকেও হিদায়তের সন্ধান দিয়াছিলাম আর ইব্‌রাহীমের গোত্রে দাউদ, ছুলায়মান, আইয়ূব, ইউছুফ এবং মূছা ও হারূণ ছিলেন, এই ভাবেই সদাচারশীলদিগকে আমরা পুরস্কৃত করিয়া থাকি। আর যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌ইয়া ও ইছা ও ইল্‌য়াছ সকলেই সাধুসজ্জনগণের অন্তরভুক্ত ছিলেন আর ইছ্‌মাঈল, আলইয়াছা, ইউনুছ ও লুতও, তাঁহাদের সকলকেই আমরা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষ, বংশধর ও জাতির মধ্যেও অনেককে, আর আমি তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সন্ধান দিয়াছিলাম।

উল্লিখিত আয়তগুলিতে হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের গোষ্ঠির আঠার জন নবীর নাম পৃথক পৃথক ভাবে এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে যাঁহারা নবী ছিলেন, সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদের উল্লেখ দান করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোরআনে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা সকলেই 'ছিরাতে মুছতকীমে'র অনুসারী ছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বপতি আল্লাহ তাঁহাদিগকে এই পথে চলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

৭। হযরত ইবরাহীমের অবলম্বিত জীবন-পথের নাম 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম'।

বর্তমান জগতে এ-কথা সর্বজন বিদিত যে 'ঐশীগ্রন্থ' এবং 'পুনরুত্থান, এই দ্বিবিধ বিষয়ে যে-সকল জাতি ও ধর্মীয় সমাজ আস্থাসম্পন্ন, হয্‌রত ইব্‌রাহীম তাঁহাদের সকলেরই আদিপুরুষ। এই ইবরাহীম খলীলের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে কোরআনের সাক্ষ্য হইতেছে—বস্তুতঃ ইবরাহীম (দঃ) মানব সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত, সকল পথ পরিহার করিয়া আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনকারী এবং তিনি বহুঈশ্বরবাদীদের দলভুক্ত ছিলেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ সমুহের জন্য কৃতজ্ঞ! আল্লাহ তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'ছিরাতেমুছতকীমে'র সন্ধান দিয়াছিলেন—আন্‌নহল, ১২০-১২১ আয়ত।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এই ইবরাহীম তাঁহার পিতাকে উল্লিখিত সরল পথে চলার জন্যই আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, পিতঃ, আপনি এরূপ বস্তুর পূজা করেন কেন, যাহা শুনিতেও পায়না, দেখিতেও সমর্থ হয়না? আর যাহা আপনার কোন অভাবই পূরণ করিতে পারেনা? পিতঃ আমি এরূপ এক সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার অধিকারী হইয়াছি, আপনি যাহার অধিকারী নন। অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করিব। পিতঃ, আপনি শয়তানের পূজা করিবেননা—মর্‌ইয়ম, ৪২-৪৫ আয়ত।

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا؟ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ، فَاتَّبِعْنِي، أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

হযরত ইবরাহীমের জীবনী ও তাঁহার প্রচারিত

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী উল্লিখিত আয়ত সমূহে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সারমর্ম হইতেছে যে,—

(ক) ইবরাহীম 'ছিরাতে মুছতকীমে'র অনুসারী ছিলেন।

(খ) উক্ত পথ অবলম্বন করার তাৎপর্য হইতেছে —সমুদয় বিকল্প পথ পরিহার পূর্বক এক নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা সহকারে এক মাত্র আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া।

(গ) বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহর হিদায়তের সংগে সংগে দর্শন ও শ্রবণের ইন্দ্রিয় দুইটির সদ্ব্যবহারও অপরিহার্য এবং আল্লাহর প্রদত্ত ও প্রদর্শিত হিদায়তই সরল ও সত্য পথের প্রকৃতদিশারী, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই জ্ঞান অর্জনের সহায়ক কিন্তু ঐশী-হিদায়ত বিবর্জিত শুধু শ্রবণ ও দর্শন-লব্ধ জ্ঞান বাস্তব ও যথার্থ নয়। জড়োপাসনা 'ছিরাতে মুছতকীমে'র বিপরীত আচরণ, বধির ও বোবার উপাসনা তত্ত্বজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান উভয়েরই পরিপন্থী, উহা শয়তানের উপাসনার নামান্তর। 'ছিরাতে মুছতকীমে'র বুনিয়াদী বিষয়বস্তু হইতেছে জড়োপাসনা ও বহু ঈশ্বরবাদের অস্বীকৃতি এবং কায়, মন ও বাক্য দ্বারা 'তওহীদে'র প্রতিষ্ঠা!

৮। মূছা, হারূণ যে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাও ছিরাতে মুছতকীম

হযরত মূছা ও তদীয় ভ্রাতা ও অনুচর হযরত হারূনের অবস্থাও অভিন্ন। ইহারাই বাইবেলীয় ধর্মের প্রধানতম পুরুষ, ইহাদেরই প্রচারিত ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা কল্পে হযরত ঈছার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই মূছা ও হারূণ সম্বন্ধে আল্লাহর ঘোষণা যে, আমরা নিশ্চয় মূছা ও হারূণের প্রতি কৃপা করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের দুই জন ও তাঁহাদের স্বগোত্রদিগকে আমরা নিদারুণ সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের সহায়তা করিয়াছিলাম, যাহার ফলে তাহারা জয়যুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের উভয়কে সবিস্তার বর্ণিত গ্রন্থ সমর্পণ করিয়াছিলাম এবং উভয়কে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সন্ধান দিয়াছিলাম—আছ্ছাফ্ফাত, ১১৪—১১৮ আয়ত।

وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ وَ نَجَّيْنٰهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ وَ نَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ وَ اٰتَيْنَا هُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ - وَ هَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

৯। রছূলুল্লাহ (দঃ)কেও আল্লাহ 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সন্ধান দিয়াছিলেন,

যে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র উপর বিশ্বপতি আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠ, যে পথ তাঁহার মনোনীত ও নির্বাচিত, যে-পথকে তিনি 'স্বীয় পথ' বলিয়া অভিহিত এবং যাহার সন্ধান তিনি হযরত নূহ হইতে হযরত ঈছা পর্যন্ত সমুদয় নবী ও রছূল (দঃ)কে প্রদান করিয়াছিলেন, রছূলগণের সম্রাট ও তাঁহাদের সমাপ্তকারী হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ)কেও আল্লাহ সেই 'ছিরাতে মুছতকীমে'রই সন্ধান দিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে আল্লাহ তাঁহাকে ঘোষণা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, আপনি বলুন, বস্তুতঃ আমার রব্বই আমাকে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সন্ধান দিয়াছেন। সুদৃঢ় জীবন-ব্যবস্থা, সকলদিক পরিহারকারী এক পথের পথিক ইবরাহীমের অবলম্বিত জীবনাদর্শ। তিনি বহু ঈশ্বরবাদী ছিলেননা। হে রছূল (দঃ), আপনি বলুন—আমার উপাসনা ও প্রার্থনা এবং উৎসর্গও কুরবানী এবং আমার জীবন মরণ সমস্তই শুধু বিশ্বপতি আল্লাহর জন্য, তাঁহার প্রভুত্বে ও দাসত্বে অন্য কেহই অংশী নয়—আমি এই পথ অবলম্বন করার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি সর্বপ্রথম মুছলমান—আল্আন্আম, ১৬২—১৬৪ আয়ত।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-

বর্ণিত আয়ত সমূহে কয়েকটি বিষয় স্বার্থহীন ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে:

প্রথম, সঠিক পথের সন্ধান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়, যিনি রব্ব, তিনিই হিদায়ত করিয়া থাকেন, কারণ হিদায়ত রবুবীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তৃতীয়, রছূলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ 'ছিরাতে মুছত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কীমে'র সন্ধান দিয়াছিলেন।

চতুর্থ, 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' হযরত ইবরাহীমের অনুসৃত জীবন-পথের নামান্তর।

পঞ্চম, 'তওহীদে'র আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই 'ছিরাতে-মুছ্‌তকীমে'র লক্ষ্য।

ষষ্ঠ, উপাসনা ও আরাধনা প্রভৃতির ন্যায় জীবন ও মৃত্যুকেও সামগ্রিক ভাবে আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করাই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র কার্যক্রম।

সপ্তম, 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে' যাহারা দৃঢ় এবং এই পথের অনুসারী শুধু তাহারাই মুছলিম। ছূরত আল্‌ফত্‌হে রছূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত কৃপারাজির উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, হে রছূল, আমরা আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় গৌরবে বিভূষিত করিলাম, যাহাতে আপনার অতীত ও পরবর্তী অপরাধ আল্লাহ্‌ বিমোচন করেন এবং আপনার উপর তাঁহার ন্যামৎ নিঃশেষিত করেন এবং আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করেন এবং আপনাকে আল্লাহ্‌ প্রচণ্ড শক্তি যোগাইয়া বলীয়ান করিয়া তোলেন। এই আয়তেও রছূলুল্লাহর (দঃ) 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান লাভের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

১০। রছূলুল্লাহ (দঃ) 'ছিরাতে'মুছ্‌তকীমে'ই অধিষ্ঠিত ছিলেন,

রছূলুল্লাহ (দঃ) 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র শুধু সন্ধানই লাভ করেননাই, তিনি আজীবন এই পথেই চলিয়াছেন এবং ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোরআনের অকুণ্ঠ সাক্ষ্য প্রনিধান যোগ্য: হে জগদ্‌গুরু মোহাম্মদ (দঃ), প্রজ্ঞাশীল কোরআনের শপথ! আপনি নিশ্চয় প্রেরিত মহাপুরুষগণের অন্যতম, আপনি 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপর অধিষ্ঠিত। ছূরত-আয যুখরুফে রছূলুল্লাহ (দঃ) কে এই বলিয়া আশ্বাসিত করা হইয়াছে যে, আপনার কাছে যাহা 'ওয়াহী' করা হইয়াছে, আপনি উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন, নিশ্চয় আপনি 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপরেই বিরাজিত রহিয়াছেন—৪৩ আয়ত।

يٰسٓ، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

১১। রছূলুল্লাহর (দঃ) একটি অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য,

হযরত নূহ হইতে হযরত ঈছা (দঃ) পর্যন্ত সমুদয় নবী ও রছূল 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান পাইয়াছিলেন, কোরআন এ কথা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু উক্ত পথে তাঁহাদের অধিষ্ঠিত ও সমুন্নত থাকার উল্লেখ কোরআনে নাই। স্বয়ং বিশ্বপতির 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র উপর বিরাজমান থাকা কোরআনের তিনটি ছূরতে উল্লিখিত রহিয়াছে এবং আমি তাহার বিশদ আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি, কিন্তু রছূলগণের মধ্যে এক মাত্র হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) সম্বন্ধে কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, তিনি 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র শুধু সন্ধানই লাভ করেন নাই, তিনি উক্ত পথে সমুন্নত হইয়াছিলেন ও উহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। "আলা" অব্যয় পদের সহিত 'ছিরাতে-মুছ্‌তকীমে'র সংযোগ একমাত্র রছূলুল্লাহর (দঃ) ক্ষেত্রেই কোরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১২। রছূলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতিকে ছিরাতে মুছ্‌তকীমে চলিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন,

রছূলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ যে 'ছিরাতেমুছ্‌তকীমের সন্ধান দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং যেরূপ উক্ত পথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, বিশ্ববাসীকেও তেমনি তিনি উক্ত পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে উক্ত পথেরই সন্ধান দিয়াছিলেন। এই কথাই নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে—এবং এই ভাবেই (অর্থাৎ পূর্ববর্তী রছূলগণকে যে ভাবে প্রত্যাদেশ দান করিয়াছিলাম) হে রছূল (দঃ), আমাদের রূহকে আমাদের আদেশ ক্রমে আপনার নিকটেও প্রত্যাদিষ্ট

و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا و انك

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছি। গ্রন্থ কি আর ঈমান কাহাকে বলে, আপনি জানিতেননা, কিন্তু আমরা তাহাকে লتهدى الى صراط مستقيم - صراط الله الذى له ما فى السموات و ما فى الارض ! الا الى الله تصير الامور - জ্যোতিতে পরিণত করিয়াছি, তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথের সন্ধান দিয়া থাকি এবং বস্তুতঃ আপনি 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'রই সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন—উহা আল্লাহরই পথ, উর্ধ্বজগত এবং ধরণীর সব কিছু তাঁহারই অধিকারভুক্ত, অবস্থিত হও, সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হইয়া থাকে—৫২ ও ৫৩ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে কতিপয় বিষয় প্রতিপন্ন হয়: প্রথমতঃ ঐশীবাণী পৃথিবীর সনাতন রীতি অনুসারে রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের কোন তত্ত্বই অবগত ছিলেননা। তৃতীয়, শুধু আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তিনি আলকোরআনের ধারক নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ঈমানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত বা সাধনালব্ধ বিষয়বস্তু ছিলনা। চতুর্থ আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে তিনি যে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র দিকেই তিনি মানব সমাজকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পঞ্চম, এই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' স্বয়ং বিশ্বপতির ও পথ এবং ঐ পথেই উর্ধ্বজগত ও ধরিত্রী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) আজীবন যে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'রই আহ্বান বা দা'ওয়াত বিশ্ববাসীকে প্রদান করিয়াছিলেন, কোরআন তাহার সাক্ষ্য স্পষ্টভাষায় প্রদান করিয়াছে। ছুরত আলমুমিনুনে উক্ত হইয়াছে, হে রছুল, আপনি নিশ্চয় তাহাদিগকে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র পথেই আহ্বান করিতেছেন—৭৩ আয়ত। وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

১৩। কোরআন যেপথে মানবসমাজকে আহ্বান করিয়াছে, তাহা 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম',

পূর্বেই সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মানব সমাজকে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'কোরআন' যে বিষয়ের আহ্বান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা কর্তব্য। এ-বিষয়ে ছুরত-আননিছায় অথও মনুষ্যসমাজকে সম্বোধন করিয়া বিঘোষিত হইয়াছে—হে মানব সমাজ, তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আগমন করিয়াছে এবং তোমাদের কাছে আমরা স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহারা আল্লাহর প্রতি يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا، فَاَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - আস্থাশীল হইয়াছে এবং উহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যই তাঁহার দয়া ও সমৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং তাহাদিগকে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান দান করিবেন—১৭৫ ও ১৭৬ আয়ত।

কোরআন যে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'রই দিশারী, উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে যেমন ইহা সাব্যস্ত হইতেছে তেমনি একথাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় জীবনাদর্শ ও কার্যক্রম দ্বারা মানব সমাজকে যে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র পথে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহা কোনদিক দিয়াই কোরআনের বিপরীত বা বিভিন্ন নয়। কোরআন ও রছুলুল্লাহর (দঃ) আহ্বান উভয় 'দা'ওয়াত'কেই আল্লাহ 'ছিরাতেমুছ্‌তকীম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব যাহারা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিতে চায় আর একটিকে অনুসরণীয় আর অপরটিকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অথও মনুষ্যসমাজকে সতর্ক বাণী শুনাইবার সংগে সংগে পৃথিবীর যে সকল সমাজ ঐশীগ্রন্থসমূহে বিশ্বাস পোষণ করার দাবী রাখে, তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং ছুরত-আলমায়দায় বলা হইয়াছে—অবশ্য তোমাদের কাছে সমুপস্থিত হইয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে জ্যোতি এবং বর্ণনাকারী গ্রন্থ। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করিয়া চলে, قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ، يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

www.ahlehadeethbd.org

এই গ্রন্থের সাহায্যে তাহাদিগকে তিনি 'শান্তি-পথে'র সন্ধান দিয়া থাকেন এবং স্বীয় অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া আলোক প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে 'ছিরাতে মুছ্‌তাকীমে'র সন্ধান দিয়া থাকেন—১৫ ও ১৬ আয়ত।

এই আয়ত দ্বারা যেরূপ কোরআনের সঠিক পথের দিশারী হওয়া প্রমাণিত হইতেছে, তেমনি আরও দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে—প্রথম, শুধু কোরআনের ভাষাগত অভিজ্ঞতা দ্বারা 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান লাভ করা সম্ভবপর নয়। প্রবৃত্তি ও কল্পনার অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আগ্রহশীল এবং উক্ত পথের অনুগামী না হওয়া পর্যন্ত কোরআন কাহারও পক্ষে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র পথ মুক্ত করিতে পারেনা। দ্বিতীয়, এই পথের হিদায়ত ও সন্ধানলাভ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ। বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অনুবাদক ও টিকাকারদের মধ্যে আমরা এরূপ বহু লোক দেখিতে পাই, যাহারা কোরআন ও কোরআনের ধারকের (দঃ) প্রতি আস্থাসম্পন্ন নহেন অথবা ইছলামী-জীবনব্যবস্থার তাঁহারা বিশেষ ধার ধারেননা, কোরআন তাঁহাদের মানসপটে তাহার রং ধরাইতে পারে-নাই, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ও কর্মজীবনে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়নাই। কোরআনের দাবীর সহিত তাহাদের অবস্থার এই বিসদৃশ ভাব অক্ষরপূজারী-দিগকে সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে কিন্তু কোরআন তাহার দাবীর পিছনে যে দুইটি শর্ত আরোপ করিয়াছে প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ 'কোরআন'কে জীবনপথের আলোক বর্তিকা স্বরূপ সম্বল ধরিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ধাবিত হইলে এবং যাচ্ঞা ও প্রার্থনা দ্বারা আল্লাহর অনুমতি লাভ করিতে পারিলে তবেই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পৃথিবীতে কেবল বিশ্বাসপরায়ণ-সমাজই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান লাভ করিয়াছে,

'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র ব্যাখ্যা ও পরিচয়লাভ করার পর এক্ষণে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সমাজের মধ্যে কাহারা সত্যকার-ভাবে এই সরল ও সঠিক পথের সন্ধানলাভ করিয়াছে? এ-বিষয়ে কোরআনের সাক্ষ্য অবধারণ করা হউক,—

ছুরত-আল্‌হজ্জে কথিত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের জন্য ছিরাতে-মুছ্‌তকীমের সন্ধানদাতা আর যাহারা কাফের তাহারা চিরকাল সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান থাকিবে—৪৫ আয়ত। ছুরত-আল্‌ফত্‌হে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—আল্লাহ তোমাদিগকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যাহা তোমরা লাভ করিবে এবং তিনি ইহা অনতিবিলম্বেই তোমাদিগকে দান করিলেন এবং তোমাদের উপর লোকদের আক্রমণের হস্ত সম্বরিত করিলেন, যাহাতে তোমরা বিশ্বাস-পরায়ণগণের পক্ষে নিদর্শন হও এবং তিনি তোমাদিগকে 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র সন্ধান দান করেন—২০ আয়ত।

উল্লিখিত আয়ত দুইটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিতেছে যে, একমাত্র বিশ্বাসপরায়ণ অর্থাৎ 'ঈমানদার'রাই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র হিদায়ত লাভ করার যোগ্য। কিন্তু এ স্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, ধর্মীয় উম্মত বা গোঠ বিশেষের নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'কারক'কে একটি নির্দিষ্ট 'কর্মে'র সহিত বিশেষিত করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা 'ঈমান আনিয়াছে' কেবল তাহাদের জন্যই 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' মুক্ত করা হইবে, কর্মবিহীন দল বিশেষের জন্য মুক্ত হইবেনা, সে-দল 'মুছ্‌লিম জাতি'রূপে আখ্যাত হইলেও নয়। 'ঈমান' দেহ ও মনের নির্দিষ্ট কর্মেরই নামান্তর, শুধু 'বিশ্বাসে'র অর্থেও উহা কর্ম, কারণ হৃদয়ের বিশিষ্ট আচরণের নামই ঈমান! 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম'কে চিনিবার আর উহাতে চলার পথে একটি প্রবল শক্তিশালী অন্তরায় রহিয়াছে। উক্ত অন্তরায়কে বিদূরিত না করা এবং উহার উপর জয়-

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি

(২)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্-কোরায়শী

(ঙ) বুখারী প্রভৃতি হযরত আবুবকরের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাগ-জাতীয় পশুর মধ্যে চারণভূমির পশুপালের জন্য যাকাত প্রদান করিতে হইবে। و فى صدقة الغنم فى سائمتها -
আবার আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকিম প্রভৃতি হযরত আবুবকর ও উমর ফারুকের বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) এ আদেশও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ছাগজাতীয় প্রত্যেক চল্লিশটি পশুর জন্য একটি করিয়া ছাগল যাকাত প্রদান করিতে হইবে। و فى الغنم فى كل اربعين شاة شاة -

বিদ্বানগণ উভয় হাদীছ লইয়া বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। একদল বলিতেছেন, সকল শ্রেণীর ছাগজাতীয় পশুর জন্য যাকাত ওয়াজিব। কেহ কেহ বলিতেছেন, কেবল চারণভূমির ছাগলের পালের জন্য যাকাত ওয়াজিব হইবে। আহ্‌লেহাদীছগণ বলেন, উভয় হাদীছের সমবায়ে কেবল চারণ ভূমির ছাগলে যাকাত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা বরং পশুর যাকাতের আদেশ সাধারণ আদেশের পর্যায়ভুক্ত এবং চারণভূমির পশুর আদেশ উক্ত সাধারণ আদেশের একাংশ মাত্র। উভয় হাদীছই বিশুদ্ধ, সুতরাং চারণ পশুর মত ব্যক্তিগত ছাগজাতীয় পশু ও চল্লিশ বা তদূর্ধ্ব হইলে, সেগুলির উপর যাকাত ফরয হইবে। তাঁহারা একটি হাদীছের জন্য অপর হাদীছ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

(চ) যে নারীকে মহর নির্ধারণের পূর্বে বিবাহ করিয়া স্পর্শিত হইবার পূর্বেই তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিধান এই যে, মহর প্রদান না করিলেও সাধ্যানুসারে স্ত্রীকে কিছু দিতে হইবে—আল্-বাকারা, ২৩৬ আয়ত। পুনশ্চ উক্ত ছুরতের ২৪১ আয়তে সমুদয় তালাক দেওয়া নারীকে উত্তমরূপে অর্থ প্রদান করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ আয়ত দুইটিকে পরস্পরের বিরোধী মনে করিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় আয়তটির আদেশ ব্যাপক ও সার্বজনীন এবং প্রথম আয়তটির আদেশ নির্দিষ্ট শ্রেণী-বিশেষের নারীদের প্রতি প্রযোজ্য। متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره - و للمطلقات متاع بالمعروف

---

১১৫ পৃষ্ঠার পর

যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সরল ও সঠিক পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, শয়তান অহংকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যখন আল্লাহর কাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া ছিল আর তাহার ফলে সে যখন বিতাড়িত হইয়াছিল, তখন সে স্বীয় দুষ্কৃতির শপথ করিয়া বলিয়াছিল, আপনার 'ছিরাতে মুছতকীম' হইতে মানবসন্তানদিগকে বিপথগামী করার সন্ধানে আমি সতত উপবিষ্ট থাকিব, অতঃপর তাহাদের সম্মুখ দিয়া, পিছন দিয়া, দক্ষিণ দিয়া ও বাম দিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইব এবং এই মনুষ্যপুত্রের অধিকাংশকেই আপনি শেষপর্যন্ত কৃতজ্ঞ পাইবেননা—আল্‌আ'রাফে, ১৬ ও ১৭ আয়ত। لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ -

এই যে শয়তানের দুর্ভেদ্য প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রজাল, যাহা সে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র মুখে সর্বদা প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছিন্ন করিয়া উক্ত সরল ও দৃঢ়পথে আরোহণ করা মুখের কথা নয়। ইহার জন্য চাই পর্বতের তুল্য সুদৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর সীমাহীন কৃপা। "ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাতাল মুছতকীম" আয়তে আল্লাহর নিকট 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সেই হিদায়তই যাচ্ঞা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ছ) এই রূপ কোরআনের ছূরত-আন্‌নহলে বলা হইয়াছে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণ ও সৌন্দর্য্যসম্পদের জন্য و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة - সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ছূরত-আলবাকারায় আদেশ করা হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠের সমুদয় হালাল ও বিশুদ্ধ كلوا مما فى الارض حلا لا طيبا - বস্তু ভক্ষণ করা। ছূরত-আল্‌আন্‌আমে কথিত হইয়াছে, যাহা তোমাদের অখাদ্য তাহা তোমাদিগকে و قد فصل لكم ماحرم عليكم সবিস্তার বলা হইয়াছে। ছূরত-আলবাকারার এক আয়তে আদেশ করা হইয়াছে, انما حرم عليكم الميتة والدم তোমাদের জন্য কেবল و لحم الخنزير و ما اهل মরা, রক্ত, শূকরের به لغير الله - মাংস ও আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশে যাহা উৎসৃষ্ট, তাহা হারাম। কিন্তু او دما مسفوحا - ছূরত-আল্‌আনআমে আছে যে, বিচ্ছুরিত রক্ত হারাম। কেহ কেহ রক্তের সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হইবার যে আয়ত, উহাকে আল্‌আন্‌আমের আয়তের বিপরীত মনে করিয়াছেন।

কিন্তু উল্লিখিত আয়ত বা পূর্ববর্তী হাদীছগুলির মধ্যে কি বৈপরীত্য রহিয়াছে? আসুন, নিরপেক্ষ মন লইয়া বিচার করা হউক।

সত্যকথা এইযে, উল্লিখিত আয়ত বা হাদীছগুলিতে এরূপ একটি আদেশও খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হইবেনা, যাহা সংশ্লিষ্ট অপর আয়ত বা হাদীছে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ব্যবসার পশুর যাকাত সম্পর্কিত হাদীছে গৃহপালিত পশুর যাকাত নিষিদ্ধ হয়নাই এবং গৃহপালিত পশুর যাকাতের আদেশও উক্ত হাদীছে নাই। সুতরাং চারণ-ভূমির পশুর যাকাতের হাদীছে গৃহপালিত পশুর যাকাতের নির্দেশ আবিষ্কার করার চেষ্টা অসংগত। ইহার জন্য অন্য হাদীছ অনুসন্ধান করা উচিত এবং এ-সম্পর্কে পৃথক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছেও।

অনস্পর্শিতা নারীর মহর সম্পর্কিত আয়তে স্পর্শিতা নারীর মহর প্রদান করার আদেশ বা নিষেধ কোনটারই উল্লেখ নাই। অতএব স্পর্শিতা নারীর ব্যবস্থা সম্পর্কে পৃথক আয়ত বা হাদীছ খুঁজিতে হইবে এবং পৃথক আয়তেই ইহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং আয়ত দুইটি পরস্পরের বিপরীত কল্পিত হইবে কেন?

ঘোড়ার ছওয়ারী সম্পর্কিত আয়তে উহার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বা অবৈধ হইবার অথবা ঘোড়ার গোশ্‌তের খাদ্য বা অখাদ্য হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই, সুতরাং ঘোড়ার ছওয়ারীর হাদীছ হইতে উহার গোশ্‌ত হালাল না হারাম তাহা প্রমাণিত করার চেষ্টা অবৈধ। ইহার জন্য স্বতন্ত্র আয়ত বা হাদীছ অনুসন্ধান করা অবশ্যক, সে-হাদীছ কখনও ছওয়ারীর আয়তের বিপরীত হইবেনা।

বিচ্ছুরিত রক্তের হুরমত সম্পর্কিত আয়তে এ-কথা বলা হয়নাই যে, অন্যবিধ রক্ত হালাল! সুতরাং যে আয়তে সমুদয় রক্তকে হারাম করা হইয়াছে, তাহা উহার বিপরীত বিবেচিত হইবেনা।

যে আয়তে জনক জননীর প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ রহিয়াছে তাহাতে অপরাপর ব্যক্তির সহিত অসদ্ব্যবহার করার অনুমতি নাই এবং উক্ত আয়তে উহার নিষিদ্ধতাও উল্লিখিত হয়নাই। অতএব অপরাপর ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জানিতে হইলে স্বতন্ত্র আদেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে এবং এ-বিষয় যে আয়ত বা হাদীছ পাওয়া গিয়াছে তাহা জনক জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশের প্রতিকূল নয়।

ফলতঃ কোরআন ও হাদীছের সমুদয় আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করিয়া চলা মুছলমানগণের অবশ্য-কর্তব্য এবং ইহাই অহ্‌লেহাদীছগণের পরিগৃহীত নীতি।

পঞ্চম শ্রেণীর বৈষম্যের উদাহরণ,

এক আয়তে বা হাদীছে যে বিষয়ের অনুমতি বা নিষেধ রহিয়াছে, অন্য আয়ত বা হাদীছে যদি অনুমতি-প্রদত্ত বিষয়ের নিষিদ্ধতা অথবা নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুমতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাহইলে এরূপ ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণ কোন্ রীতি অবলম্বন করিবেন, ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক।

ইহা সম্যকরূপে জানিতে হইলে পূর্বে আদেশ নিষেধ সম্পর্কে একটি নিয়ম জানিয়া রাখিতে হইবে। কোরআন

www.ahlehadeethbd.org

ও ছুন্নাহতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, গোড়াগুড়ি হইতে সমাজে একটা রীতি প্রচলিত ছিল, ওয়াহীর ভাষায় তাহাকেই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। সুতরাং যদি কোন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা-হইলে আদেশ দুইটির তারীখ অনুসন্ধান করার পরিবর্তে আহ্লেহাদীছগণ দেখিবেন যে, আদেশ ও নিষেধ বলবৎ করার প্রাক্কালে জনসাধারণ কোন্ নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিত? যে আদেশ উক্ত প্রচলিত নিয়মকে ভংগ করিয়াছে, আহ্লেহাদীছগণ তাহারই অনুসরণ করিবেন, প্রচলিত নিয়মের অনুকূল আদেশ তাঁহারা গ্রহণ করিবেননা। সাধারণ রীতি যে আয়ত বা হাদীছকে রহিত করিয়াছে উহাই প্রকৃত আদেশ, অন্যথায় ইহার কোন সার্থকতাই থাকেনা। ইহা কাল্পনিক 'মনছুখ' নয়, কারণ নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে, প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে আর যাহা নিশ্চিত তাহা অবশ্য প্রতিপালনীয়। এ-রূপ ধরণের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি:

(ক) যৌন মিলনে রেতস্খলন না হইলে গোছল ওয়াজিব হইবে কিনা? এ-সম্পর্কে দুই প্রকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গোছল ওয়াজিব হইবার আদেশটি যে রূপ নিশ্চিত, তেমনি উহাই প্রকৃত আদেশ। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোন গোছল ওয়াজিব হইতে পারেনা, উহা গোছল না করার স্বাভাবিক নিয়মকে নিশ্চিত ভাবে পরিবর্তি করিয়াছে অথচ গোছল না করার অনুমতি গোছল ওয়াজিব হইবার আদেশকে মনছুখ (রহিত) করিয়াছে কিনা, সে কথা যোর করিয়া বলার উপায় নাই। অতএব শুধু সন্দেহের জন্য নিশ্চিত আদেশ কোন ক্রমেই পরিত্যক্ত হইবেনা এবং যৌন মিলনে রেতস্খলন হউক কি না হউক, অবশ্যই গোছল করিতে হইবে।

(খ) এইরূপ দাঁড়াইয়া পানি পান করার নিষিদ্ধতার হাদীছ আর স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) দাঁড়াইয়া পানি পান করার হাদীছ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখিতেছি, দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া যদৃচ্ছভাবে পানি পান করাই সাধারণ নিয়ম, এক্ষণে দাঁড়াইয়া পানি পান না করার আদেশ এই সাধারণ নিয়মকে পরিবর্তিত করিয়াছে। অতএব নিষিদ্ধতার হাদীছই আনুসরণীয় হইবে, শুধু সন্দেহের বশীভূত হইয়া অথবা 'ইবাহতে আছলিয়া' অর্থাৎ 'মৌলিক বৈধতা' নীতির অনুসরণ করিয়া দাঁড়াইয়া পানি পান করার নিষিদ্ধতার হাদীছকে 'মনছুখ' বলা চলিবেনা।

ষষ্ঠ শ্রেণীর বৈষম্যের উদাহরণ

কোরআন বা হাদীছের কোন নির্দেশই মনছুখ বা রহিত হয় নাই, আহ্লেহাদীছগণ এরূপ কথা বলেননা। কিন্তু পরবর্তী বিদ্বানগণ যেভাবে 'নছখকে' সুলভ করিয়া লইয়াছেন, আহ্লেহাদীছগণ সে রীতি সমর্থন করেননা। দুইটি আয়ত বা হাদীছের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিলেই উহার একটি অবশ্যই রহিত হইয়াছে বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এইরূপ আশংকা করিয়া একটি নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করা অথবা সমন্বয় সাধনে (তত্‌বীক ও তওফীক) অকৃতকার্য হইয়া উভয় আয়ত বা হাদীছকে বাতিল করিয়া দেওয়ার কার্য আহ্লেহাদীছগণ পরম ধৃষ্টতা মনে করেন। কোন্ আদেশ মূল রীতির সহিত সমঞ্জস নছখের বেলায় তাঁহারা তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেননা। কিন্তু সকল অবস্থায় নছখের অকাট্য প্রমাণ চাই।

(ক) উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চম শ্রেণীর বর্ণিত 'মূলনীতি'র নিয়ম অনুসারে অগ্নিস্পর্শিত দ্রব্যের জন্য (مماست النار) আহ্লেহাদীছগণের পক্ষে ওযু করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা, কারণ অগ্নিপক্ক বা অপক্ক সকল প্রকার দ্রব্য ভোজনের পর ওযু না করাই সাধারণ রীতির অন্তর্ভুক্ত আর অগ্নিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণের পর ওযুর আদেশ উক্ত সাধারণ নিয়মে বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। অতএব ওযুর আদেশ অবশ্য প্রতিপালনীয় ছিল কিন্তু আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছের অনুসরণ করেননা। কারণ জাবির রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ওযু করা ও না করা كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ আচরণ ছিল— ترك الوضوء مماست النار অগ্নি স্পর্শিত বস্তুর জন্য ওযু না করা—নছায়ী।

নছখের এই অকাট্য প্রমাণ ওযুর অপরিহার্যতাকে রহিত করিয়া দিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(খ) এইরূপ আবুহোরায়রার হাদীছ—যেব্যক্তি যৌন মিলনের পর শুচি হওয়ার পূর্বেই প্রভাত করিল, তাহার ছিয়াম নষ্ট হইল, من ادركه الصبح جنبا، فقد افطر - সর্বকালীন পানাহার ও মৈথুনের প্রচলিত রীতিকে পরিবর্তিত করিলেও ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত নৈশ মৈথুন ও পানাহারের পরবর্তী অনুমতি দ্বারা নিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধতা রহিত হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোরআনে স্পষ্টতঃ বলা হইতেছে, অতঃপর এক্ষণে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বৈধভাবে সম্ভোগ কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা অবধারিত করিয়াছেন, তাহার অধিকারী হও এবং পানাহার করিতে থাক ঊষার আভাষ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত। فالان باشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - অতএব আবুহোরায়রার হাদীছ নিশ্চিতরূপে মনছুখ সাব্যস্ত হওয়ার পর উহার আদেশ পরিত্যক্ত হইবে।

(গ) জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করার জন্য ওযু আবশ্যক নয়, আবুদাউদ ও তিরমিযি প্রভৃতি এরূপ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু যুহরী উরওয়ার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) ওযুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করার পর ওযু না করাই সাধারণ নিয়ম এবং ওযুর আদেশ উক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং উহার সাহায্যে ওযু না করার অনুমতি রহিত হইয়াছে।

(ঘ) ইব্নেমছউদের হাদীছে রুকু অবস্থায় হস্তদ্বয় উভয় হাঁটুর মধ্যভাগে স্থাপন করার নির্দেশ রহিয়াছে আর আবুহোরায়রার হাদীছ দ্বারা উভয় হস্তে উভয় হাঁটু পৃথক পৃথক ভাবে ধারণ করার নির্দেশ প্রমাণিত হইতেছে। শুধু কাল্পনিক কারণে উভয় হাদীছের একটিকে গ্রহণ এবং অন্যটি বর্জন করা আহ্লেহাদীছগণ অসংগত মনে করেন। এ-বিষয়ে তাঁহারা উভয় হস্ত দ্বারা উভয় হাঁটু ধারণ করার হাদীছ অনুসরণ করিয়া থাকেন, কারণ ছঅদের হাদীছ দ্বারা হাঁটুর মধ্যেভাগে হস্তদ্বয় স্থাপন করার আদেশ রহিত হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে সাব্যস্ত হইতেছে। উক্ত হাদীছে উল্লিখিত আছে, আমরা উভয় হাঁটুর মধ্যভাগে উভয় হাত ঢুকাইয়া দিয়াই প্রথমে রুকু করিতাম কিন্তু অতঃপর আমরা এরূপ করিতে নিষিদ্ধ হইলাম এবং হাঁটু ধারণ করিয়া রুকু করিতে আদিষ্ট হইলাম। انا كنا نفعله، ثم نهينا عنه و امرنا بالركب -

সপ্তম শ্রেণীর বৈপরীত্যের উদাহরণ,

(ক) যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম, তাহাদের শ্রেণী সংখ্যা গণনা করার পর কোরআনে বলা হইয়াছে, বর্ণিত শ্রেণীর নারীগণ ব্যতীত অন্য সমুদয় নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। و احل لكم ما وراء ذلكم - অথচ বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্ত্রীর সংগে তাহার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। نهى النبى صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها و خالتها -

রছুলুল্লাহর (দঃ) উল্লিখিত নিষেধ যেহেতু কোরআনে উল্লিখিত নাই, তজ্জন্য উহাকে কোরআনের বিপরীত বা বিকল্প আদেশ ধারণা করা ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপ্রস্তাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্ত হাদীছে এবং উল্লিখিত আয়তে কোন বৈপরীত্য বা বিরোধ নাই, হাদীছ উক্ত আয়তের পরিশিষ্ট মাত্র। আহ্লেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) কোরআন ব্যাখ্যা করার অধিকার রহিয়াছে এবং সে ব্যাখ্যা অবশ্য গ্রাহ্য। সুতরাং কোরআনের উল্লিখিত আয়ত এবং বর্ণিত হাদীছ যুগপৎ ভাবে প্রতিপালনীয় হইবে।

(খ) এইরূপ ছুরত-আল্আন্আমে মরা, বিচ্ছুরিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসৃষ্ট বস্তুগুলি হারাম করা হইয়াছে। আর রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত আয়তের পরিশিষ্ট স্বরূপ গর্দভ, হিংস্র জন্তু ও নখরক্ত (ذوات الاخلاب) প্রাণীকেও হারাম করিয়াছেন —বুখারী, মুছলিম ও আবুদাউদ প্রভৃতি এই সকল প্রাণীর হারাম হওয়া সম্বন্ধে আবুছঅলবা, ইবনে আব্বাছ ও বরা বিনে আযিবের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,।

রছুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত নির্দেশগুলিকে কোর-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আনের বিপরীত মনে করা অসংগত এবং আহ্লেহাদীছ গণের নিকট কোরআনের সংগে উল্লিখিত হাদীছগুলিও যুগপৎভাবে অনুসরণীয় হইবে।

এমন কতকগুলি হাদীছ দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলিতে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক কোন কার্য বিভিন্নভাবে সম্পাদন করা প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ উক্ত হাদীছগুলির মধ্যে বৈপরীত্যের কল্পনা করিয়াছেন এবং কাল্পনিক কারণেই সেগুলির কোনটিকে গ্রহণ আর কোনটিকে বর্জন করিয়াছেন। আহ্লেহাদীছগণ বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত কোন হাদীছকেই অস্বীকার করেননা, তাঁহারা এরূপ ধরণের সমুদয় হাদীছকেই অনুসরণ যোগ্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) রছুলুল্লাহ (দঃ) ওযুর সময়ে কখনও সম্পূর্ণ মস্তকে, কখনও কপোল দেশে, কখনও পাগ্‌ড়ীর উপর মছ্‌হ্ করিয়াছেন। এই হাদীছগুলি মুছলিম ও আবুদাউদ প্রভৃতি মুগীরা ও আনছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। বিদ্বানগণের মধ্যে কেহ পাগড়ীর উপর, কেহ শুধু কপোল দেশের মছ্‌হ অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু আহ্লেহাদীছগণ উল্লিখিত ত্রিবিধ মছ্‌হের কোনটাই অস্বীকার করেননা বরং সমস্তই প্রতিপালনযোগ্য মনে করেন। অবশ্য মস্তকের সম্মুখ ভাগ হইতে মস্তকের পশ্চাদভাগ পর্যন্ত আর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে কপোলদেশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মস্তক মছ্‌হ করাকে তাঁহারা সর্বোত্তম বিবেচনা করিয়া থাকেন।

(খ) এইরূপ রছুলুল্লাহ (দঃ) কখনও একবার, কখনও দুইবার আর কখনও বা তিনবার মস্তকে মছ্‌হ করিয়াছেন। আহ্লেহাদীছগণ যাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) করিয়াছেন তাহার কোনটাই অস্বীকার করেননা এবং একবার হইতে তিনবার পর্যন্ত, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, মছ্‌হ করাকে তাঁহারা বৈধ মনে করেন।

(গ) বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি হজ্জের মওছমে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই মাথা মুড়াইয়াছি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন ক্ষতি নাই আর এক জন আসিয়া বলিল, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করিয়াছি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন ক্ষতিনাই। অন্যএক জন আসিয়া বলিল, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই 'তওয়াফে ইফাযা' সমাধা করিয়াছি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন ক্ষতি নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে সকল কার্যকে পূর্বে বা পরে সমাধা করার জন্য "ক্ষতিনাই" ارم ولا حرج ! বলিয়াছেন, আহ্লেহাদীছগণও উক্ত কার্যগুলি সেই ভাবে সমাধা করাকে ক্ষতিকারক মনে করেননা।

এই হাদীছগুলি কোন ক্রমেই পরস্পরের বিপরীত নয়। যেসকল বিষয় রছুলুল্লাহ (দঃ) জনগণকে সুবিধামত অগ্রপশ্চাৎ করার অনুমতি দিয়াছেন, উক্ত সুবিধা রহিত করার চেষ্টাকে আহ্লেহাদীছগণ অপচেষ্টা মনে করিয়া থাকেন।

উপসংহার

হাদীছ বিরোধীগণকে মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মূল হাদীছের প্রামাণিকতাকেই চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, হাদীছ নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র নয়। তাঁহারা কখনও প্রকাশ্যে কখনও প্রকারান্তরে স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতিও কটাক্ষ করিয়া থাকেন। এই নিবন্ধ উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের জন্য সংকলিত হয় নাই। যাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ও অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য মনে করেন এবং হাদীছের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সন্দিগ্ধ নন, অথচ গতানুগতিকতার জন্য হাদীছের সরাসরি ভাবে অনুসরণ করিয়া চলা সমীচীন মনে করেননা, তাঁহারা হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার কতকগুলি বাহানা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দলটি বলিয়া থাকেন, হাদীছসমূহে এরূপ বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতা রহিয়াছে যে, নির্বিবাদে ওগুলির অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। ইহাদেরই দাবীর যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই নিবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। আমরা এবং এই শেষোক্ত দলটি এবিষয়ে একমত যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর। সুতরাং আল্লাহর কোন আদেশ তদীয় রছুলের

(১৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

মূল—স্যার উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ— আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারত সীমান্তে একটি বিদ্রোহী ছাউনি

অতঃপর ১৮২২ অব্দে সৈয়দ আহমদ সদলবলে কলিকাতা বন্দরের পথে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে গমন করিলেন। (হজরত সৈয়দ সাহেব শহীদ ৭১০ জন অনুচর সঙ্গে করিয়া হজ্জ ব্রত পালনের জন্য গমন করিয়া ছিলেন, অনুবাদক) এইভাবে তিনি স্বীয় অতীত লুণ্ঠনকারী জীবনকে হজ্জের পবিত্র বেশে রূপান্তরিত করিয়া উহার পর বৎসর অক্টোবর মাসে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক বোম্বাই নগরে উপনীত হইলেন। এখানেও তিনি কলিকাতার ন্যায় বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন এবং তাঁহার প্রচার কার্য্যও সুষ্ঠুভাবে সাধন হইতে দেখা গেল। কিন্তু লুণ্ঠনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার পক্ষে বৃটিশ-শাসিত শান্তিপূর্ণ এলাকা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। (এস্থলে স্যার হাণ্টার হজরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর জেহাদ সংগঠনকে লুণ্ঠন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য লেখকদিগের স্বভাব দোষ—অনুবাদক) তিনি বোম্বাই হইতে স্বীয় জন্মভূমি রায়বেরিলীতে প্রত্যাবর্তন করার পর তথাকার স্বভাবতঃ বিদ্রোহ প্রবন লোকদিগকে মুরিদ করিলেন। (পরে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক নিযুক্ত কাজী মোহাম্মদ হোসেন তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ লোকদিগকে মুরিদ করিয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে রংরুট ও অর্থ প্রেরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) অতঃপর তিনি স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পেশোয়ারের সীমান্তে অবস্থিত সুদূর অসভ্য পার্বত্য উপজাতিদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং এই স্থান হইতে তিনি শিখ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের পতাকা উত্তোলন পূর্বক যুদ্ধের প্রচারণা আরম্ভ করিলেন।

ধর্ম ও যুদ্ধোন্মাদ গ্রস্ত পাঠান দিগের নিকট তাঁহার এই প্রচারণা অতিসহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করিল। উপজাতীয় পাঠানদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মোন্মাদ গ্রস্ত তাহারা ধর্মের নামে প্রতিবেশী হিন্দু ও শিখ দিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠনের সুযোগ উপস্থিত হইতে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। এমাম সাহেব (সৈয়দ সাহেব) তাহাদের অন্তরের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, এই জেহাদে যোগদান করিয়া যাহারা জয়ী হইবে তাহারা গাজীর গৌরবান্বিত পদাধিকারের সহিত গনিমতের মালের দ্বারা লাভবান হইবে আর যাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হইবে তাহারা শহীদের মহত্তর পদ লাভ পূর্বক জান্নাতবাসী হইবে। তিনি কাবুল ও কান্দাহার ভ্রমন করেন। বলা বাহুল্য তিনি যেখানেই পদার্পন করিয়াছেন সেই স্থানের জনগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এবং পরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে লোকসকল দলে-দলে তাঁহার মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। অতঃপর তিনি স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরস্পর বিবাদমান ও দ্বন্দ কলহে জর্জরিত উপজাতিদিগের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহাতে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সফলকাম হইলেন। (পরস্পর বিবাদমান ইউছফ জাই ও বাকের জাইদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করার পর তাহারা সৈয়দ সাহেবের যে কোন আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং পাঞ্চবখ্‌তারের নওয়াব ফতেহ খান ও ছওয়াতের নওয়াব তাঁহার প্রতি আনুগত্য জানাইয়া তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইলেন। রিয়াছতে আম্বের অধিপতিও তাঁহার দলে প্রবেশ করিলেন এবং টঙ্কের নওয়াবও মুজাহিদ দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ভাবে সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিতে রহিলেন) তিনি তাহাদিগের সম্মুখে কেবল যে, লুণ্ঠনের লোভ উপস্থিত করিলেন তাহা নহে, পরন্তু যে কথা বলিয়া তিনি তাহাদের ঈমানও মনকে ক্রয় করিলেন তাহা হইতেছে এই যে, "ইসলামকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাফেরের অত্যাচার হইতে মুক্ত করণোদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের শিখ এবং দুনিয়ার সমস্ত মুশ্‌রিকদিগকে নিপাতকরিবার জন্য তিনি খোদা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন"। তিনি শিখদিগের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির প্রতি পার্ব্বত্য দীনদার মুসলমান ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক রাজা রণজিত সিংহের মুসলিম-বিদ্বেষ পূর্ণ জলুম বাজির দৃষ্টান্ত সমূহ উপস্থিত পূর্বক পাঞ্জাবে কিরূপ নিষ্ঠুরতা সহকারে মুসলমানদিগের প্রতি নিপীড়ন চালান হইতেছে, কিরূপ অন্যায়ভাবে তাহাদের সহস্র সহস্র নর, নারী ও শিশুদিগকে নৃশংসভাবে হত্যাকরা হইতেছে এবং মসজিদসমূহের আজান বন্ধ ও গো কোরবাণী নিষিদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে চরমভাবে ঘৃণিত জীবন যাপনে বাধ্য করা হইয়াছে সেই সকল মর্ম্মান্তিক কাহিনীগুলি জলন্ত ভাষায় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সকলের অন্তরে জেহাদের উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। অতঃপর তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় খোদার নামে যে ঘোষণা প্রচার করেন তাহা এই :—

শিখগণ অনেক দিন হইতে লাহোর ও পাঞ্জাবের অন্যান্য এলাকার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। পুরুষ,নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষ সহস্র সহস্র নিরপরাধ মুসলমানদিগকে তাহারা নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছে এবং অবশিষ্ট দিগকে ঘৃণিত জীবন যাপনের জন্য বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা মসজিদ সমূহের আজান বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং গো কোরবানীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারিকরিয়াছে। এইভাবে শিখ দিগের অত্যাচার নিপীড়ন যখন মানুষের সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে সেই সময় ইসলাম ও মজলুম মুসলমানদিগের রক্ষার জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত সৈয়দ আহমদ স্বীয় কতিপয় চরিত্রনিষ্ঠ এবং ইসলামের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ অনুচরসহ পেশোয়ার ও কাবুলে উপনীত হইয়া তথাকার মুসলমানদিগের মধ্যে চেতনা আনয়ন পূর্বক তাহাদের অন্তরে সাহস ও ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন এবং খোদার শোকর যে, তাঁহার সেই আহ্বানে সহস্র সহস্র ইসলামের বীর সন্তান সাড়া দিয়া ধর্ম, ন্যায়, সত্য ও মানবতার জন্য জীবনোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। অতএব ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের আগামী ২১শে ডিসেম্বর হইতে অত্যাচারী শিখদিগের বিরুদ্ধে পবিত্র জেহাদ অভিযান শুরু হইবে। অতঃপর এমাম সাহেবের এই ঘোষণা তাঁহার নিযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের মারফত উত্তর ভারতের যে সমস্ত নগরে তাঁহার অসংখ্য মুরিদ বিদ্যমান ছিল সেই সকল নগরে প্রেরিত হইল। (অযোদ্ধা প্রদেশের একটি দূরস্থান হইতে প্রাপ্ত একখানি পুস্তিকা হইতে এই ঘোষণা সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তিকাখানির নাম হইতেছে তরগিবে জিহাদ। কনৌজের জনৈক মওলবী সাহেব কর্তৃক ইহা সম্পাদিত। ১৮৭৬ সালের সরকারী রোয়দাদ দ্রষ্টব্য)।

প্রস্তুতির পর তিনি (সৈয়দ আহমদ) শিখদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ ঘোষনা করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি কখনও জয়লাভ করিয়াছেন আবার কখনও রাজা রঞ্জিৎসিংহ জয়ী হইয়াছেন এবং উভয় পক্ষ হইতে ব্যাপক হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে মুসলমান মুজাহিদগণ ও শিখদিগের মধ্যে পারস্পরিক যে তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজও জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। রাজা রঞ্জিতসিংহের সৌভাগ্য যে নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ী বাহিনী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পর তাঁহার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট সৈনিক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুনিয়ার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তন্মধ্যস্থিত (Avitaluli) আভিটালুলী নামক জনৈক বিখ্যাত সৈনিককে তিনি লাভ করিয়া তাহারই নেতৃত্বে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গঠন পূর্বক স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত মজবুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ইতালীর সৈনিকের বীরত্ব-কাহিনী আজও পেশোয়ারের কৃষকদিগের মুখে কথিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। মুজাহিদগণ সুবিধা বুঝিবা মাত্র পর্বত হইতে অবতরণ পূর্বক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে আবার সশস্ত্র শিখগণ প্রতিআক্রমণ দ্বারা সেই ধর্ম-উন্মাদগ্রস্ত গাজিদিগকে তাহাদের আবাসস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছে। আবার কখনও বা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সমর্থহইয়াছে। সেই সকল আক্রমণ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিআক্রমণের নৃশংসতা এখনও "পাট্টাদারী" নামে প্রবাদ বাক্যের স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। নরহত্যার পুরস্কার স্বরূপ এই পাট্টাদারী প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং সীমান্তের এপারের হিন্দুগণ আজও গর্বের সহিত বলিয়া থাকে যে, "মহারাজা রঞ্জিত সিংহের ঘোষণা অনুযায়ী হোসেনখিল উপজাতীয় এক শতজনের হত্যার বিনিময়ে তাহারা এই সমস্ত গ্রাম জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছে।

এই আক্রমন ও প্রতিআক্রমণের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধে ইতালীয়ান সেনাপতি চালিত মহারাজার সুনিধ-ত্রিত সৈনিক বাহিনীকে অনেক সময় মুজাহিদ বাহিনী আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এমাম সাহেব স্বীয় উপজাতীয় বাহিনী লইয়া পরিখা বেষ্টিত এবং সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত শিখ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিলেন, তবুও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সহিত পশ্চাৎপদ হইতে হইল। কিন্তু তিনি স্বীয় বাহিনী সহ পশ্চাৎপদ হইলেও শিখ সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে সাহসী হননাই। সুতরাং সেই ধর্মোন্মাদগ্রস্ত মুজাহিদ বাহিনী নিরাপদে সিন্ধু-নদের অপর পারস্থিত তাহাদের পার্বত্য ছাউনীতে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর তিনি চাগা-ওনের বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। চাগাওনের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হও-য়ার ফলে মহারাজা রঞ্জিৎসিংহের মানসিকতার উপর এমাম সাহেবের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি আপাততঃ সম্মুখ যুদ্ধের চিন্তা মুলতুবি রাখিয়া কূট-নৈতিক চাল দ্বারা এমাম সাহেবের দলে ভাঙ্গন ধরাইবার চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহাতে তিনি সফলকামও হইলেন, যে সমস্ত উপজাতীয় বীর যোদ্ধা এমাম সাহেবের মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান পূর্বক তাঁহার দলের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল মহারাজা গোপনে অর্থ-লোভ দ্বারা তাহাদের অনেককেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং মুজাহিদ বাহিনীর আক্র-মণের মুখে পড়িয়া যখন সীমান্তস্থিত পেশোয়ার প্রদেশ আসন্ন পতনমুখীন হইয়াছিল সেই সময় মহারাজার সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পেশোয়ারের মুছলমান শাসনকর্তা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক এমাম সাহেবের খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করে। (ইহার নাম সোল-তান মোহাম্মদ খান, ইনি দ্বাদশ সহস্র দোররাণী সৈনিক লইয়া মুজাহিদীন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন এবং পেশোয়ার মুজাহিদ দল কর্তৃক অধি-কৃত হয়। অতঃপর সোলতান মোহাম্মদ, খান মোহাম্মদ দলপতি আরবাব ফয়জুল্লাহ খানের সুপারিশ ক্রমে সৈয়দ সাহেবের নিকট হইতে পুনরায় পেশোয়ার লাভ করেন এবং সৈয়দ সাহাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া তওবা করেন। এই সময়ে তিনি মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত ষড়যন্ত্রক্রমে হজরত সৈয়দ সাহেবের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করেন। (অনুবাদক) কিন্তু এই কথা প্রচারিত হও-য়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য মুছলমানদিগের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং তাহারা রণোন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া শিখ শাসিত এলাকার উপর আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের সৈনিকদিগের সলককেই হত্যা এবং প্রধান সেনাপতিকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিল। তবে এই আক্রমণের হস্ত হইতে ফরাসী জেনারেল ভাঞ্চু এবং যুবরাজ শেরসিংহ এবং তাহাদের মুষ্টিমেয় দেহ-রক্ষী বাহিনী কোন রূপে রক্ষা পাইয়া যায়। এই সময়ে কাশ্মীর পর্যন্ত এমাম সাহেবের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করি-য়াছিল। তাঁহার এই বিজয়ের সংবাদ তড়িৎবেগে ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং উহাতে উৎসাহিত হইয়া উত্তরভারতের রাজ্যহারা হতমান শাহজাদা বৃন্দ আপনাপন বাহিনীসহ এমাম সাহেবের দলে যোগদান পূর্বক তাঁহাকে অপরিমিতভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। এই সংবাদে শিখরাজ্যের ভিত্তিস্থাপক মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সঙ্কান্বিত হইয়া স্বীয় সর্ব-শ্রেষ্ঠ সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিপুল বাহিনী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে মুজাহিদ বাহিনীর মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জেনারেল এলার্ড ও কুমার হরি সিংহ চালিত বিপুল বাহিনীর নিকট এমাম সাহেব প্রথমে পরাজিত হইয়াও অবস্থা সামলাইয়া লইয়া পূর্ণোদ্যমে প্রতি আক্রমণ চালাইয়া মহারাজার বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া শিখ রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করতঃ পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবস্থিত পেশোয়ার নগরী অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাই হইতেছে এমাম সাহেবের উন্নতির চরম বিকাশ এবং এই সময় তিনি নিজেকে ইছলামের খলিফারূপে পরিচিত করতঃ স্বীয় নামাঙ্কিত টাকা প্রচার করেন। তৎকর্তৃক প্রচারিত টাকার উপর যে কথা খোদিত ছিল তাহা এই :—

"আহমদ আদেল, মহাফেযে দীন ই-ইছলাম, যেছ্ কি শামশির কি চমক কাফেরকে লিয়ে পরোয়ানায় মওত।" অর্থাৎ ইছলামের রক্ষক কাফের দিগের ভীতিস্থল ন্যায়াচারি আহমদ কর্তৃক এই সিক্কা (টাকা) প্রচারিত হইল।

স্বীয় রাজ্যের প্রভূত অংশ সহ পেশোয়ার হাতছাড়া হওয়ায় রঞ্জিৎসিংহকে অত্যন্ত মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তবুও চতুর শিখ রাজার পক্ষে উহার প্রতিকারোপায় বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হয়নাই। উপজাতীয় পাঠানদের অসীম সাহস ও বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও চরিত্রের দুর্বলতা বশতঃ অতি সহজেই তাহারা লোভ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে অভ্যস্ত। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুছলমান রিয়াছতের (রাজ্যের) অধিপতিবৃন্দ আহমদের দলে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন রাজা রঞ্জিৎ সিংহ তাহাদিগকে আর্থিক লোভে হাত করিয়া দলছাড়া করিয়া ফেলিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া এমাম সাহেব ফিদ্‌ইয়া বিনিময় মূল্য স্বরূপ প্রচুর অর্থ লইয়া পেশোয়ার ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহার মুরিদগণের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহাকে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত ধর্মোন্মাদগ্রস্ত লোকদিগের দ্বারা তিনি যে নিয়মিত মুজাহিদ বাহিনীগঠন করিয়াছিলেন তাহারা এমাম সাহেবের প্রতি অটুট আস্থাশীল ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ইহ ও পারলৌকিক মুক্তিদাতা আধ্যাত্মিক গুরুস্থানীয় বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করিত। এই সকল ভক্ত বৃন্দকে পরিত্যাগ করা এমাম সাহেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বলাবাহুল্য এই মুজাহিদ বাহিনীতে অস্থির প্রকৃতির উপজাতীয় পাঠানগণ প্রবেশ করায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও তাহারা যেমন লোভী তেমনি অহঙ্কারী ছিল এ জন্য এমাম সাহেবকে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। একবার একটি ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে যে সময় শিখবাহিনী এলাইয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছিল, সেই সময় তাঁহারই দলের এক ব্যক্তির বিশ্বাস ঘাতকতা করায় তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

যে সময় সাইদু নামক স্থানে সৈয়দ সাহেব শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত সেই সময় বারেকজাই পাঠান দলপতি অপর পক্ষ হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সদলবলে দলত্যাগ করে কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে ধর্ম্মোন্মাদ গ্রস্ত মুজাহিদবৃন্দ উহার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাদিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত ঘটনাবলী দ্বারা এমাম সাহেব উত্তম রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মুজাহিদগণ যেরূপ সরল নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান এবং তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল, উপজাতীয়গণ সেরূপ নয়, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভারতীয় মুজাহিদদিগের প্রতি সর্বাবস্থায় উদার নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য তিনি তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের দশমাংশ তাহাদের অভাব পূরণের জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই অর্থের বেশী অংশ আদায় হইত উপজাতীয়দের নিকট হইতে এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ধর্মীয় অনুশাসনানুযায়ী ইছলামের জন্য তাহারা উহা দান করিত। সুতরাং এই অর্থের বেশীর ভাগ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরূপ ভাব দেখা দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে এমাম ছাহেবের প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়ার সূচনা পরিলক্ষিত হইল। এমন কি ইতিপূর্বে যে অনলবর্ষী বক্তৃতাদ্বারা তিনি পাঠানদিগকে সম্মোহিত করিয়া দলে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বর্তমানে ইহাও আর কার্যকরী হইতেছিলনা। সুতরাং কিছুকাল পূর্বে উপজাতীয়দের প্রতি তাঁহার যে বিস্ময়কর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা সামলাইবার জন্য তিনি আরও দৃঢ় হইয়া কঠোর বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে কয়েকটি কারণে উপজাতীয়দের দীর্ঘ দিনের সংস্কারে আঘাত লাগায় অত্যন্ত গোলযোগ দেখা দিল। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার আধুনিকতম রূপ

মোহাম্মদ আকরম আলী
বি, এ, (অনার্স)

(পূর্বানুবৃত্তি)

পদার্থ বিদ্যা

উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞান ছিল প্রকৃত বস্তুবাদী, কিন্তু এখন বস্তু এমন অবস্থায় পড়িয়াছে, যাকে না ধরা যায়—না দেখা যায়। পূর্বে বস্তু সম্বন্ধে ধারণা ছিল—ইহা হইবে স্থায়ী, দৃশ্যমান এবং জগতের নৈসর্গিক আইনের দ্বারাহইবে ইহা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ কমবেশী ম্যাশিনের মতই কাজ করিবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা দূর করিয়া দিয়াছে। আধুনিক বস্তু আধুনিক দুর্বোধ্য—স্থান ও কালের মাঝে ইহা এক সুক্ষ্ম সত্বা, বিদ্যুতের কণা, কিংবা কোন সম্ভাব্য তরঙ্গ বা শূন্যে বিলায়মান। সত্যই বস্তু আর বস্তু নাই, ইহা দর্শক বা অনুভবকারীর কাল্পনিক ছায়ামাত্র। আধুনিক বস্তু এত রহস্যাবৃত হইয়াছে যে, আধুনিক কালে অন্য কিছুর চাইতে মনের দ্বারা যেকোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ১

আজকার পদার্থবিজ্ঞান অণু পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া এমন এক পর্যায়ে আনিয়াছে যে ইহাকে মৌলিক ভাবে বস্তু বলিয়া আর চিনা যায় না, বস্তুর বস্তুত্বই উড়িয়া গিয়াছে। বস্তু আর বস্তু নাই, সবই *Spirit*. বস্তুর মধ্যেই ঘুমাইয়া থাকে শক্তি, আর এই শক্তিই হইল বিদ্যুত। তাই দেখি বস্তু নয়, বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রধান। তাই বস্তুবাদীরা আজ হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

এখন বস্তু আর ম্যাশিনের মত কাজ করেনা। যাহ নিশ্চিত ঘটিবে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা ঘটিয়া উঠেনা। ইহা হইতে জন্ম নিয়াছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ (*Uncertainity principle*) বা শক্তি কনাবাদ (*Quantum theory*)। এইভাবে এই দৃশ্যমান জগতের বাহিরে এক ইচ্ছাময় শক্তিকে, যিনি ইচ্ছা করিলে স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মের বাহিরেও নিজের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অঘটন ঘটাইতে পারেন, স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া কথিত আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বও উনবিংশ শতাব্দীর ভুল বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সমাধি রচনা করিয়াছে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ধরিতে পারিয়াই পদার্থবিদ স্যার জেম্‌স জিন্‌স(১৯৪৪ সালে মৃত্যু)পদার্থের পদার্থত্বের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ দিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ *De Broglie* তাঁর বই "*Matter and Light*" 1939এ ঐহিক উন্নতির তুলনায় আত্মিক উন্নতির নগণ্যতাকে বর্তমান জগতের বড় বিপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত *A.H. compton* বলেন "আল্লাহর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ।" পদার্থে নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত আর,এ, মিল্লিকান মানুষের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের চেয়েও ধর্মের প্রয়োজন বেশী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আইনষ্টাইন বলেন 'ধর্ম' ১ ব্যতীত বিজ্ঞান খোঁড়া এবং

১ "Nineteenth century physics was essentially materialistic, Now matter was something which one would not see and touch, Parallel with this belief that the real must be a substance, tangible, and visible, was the belief observed that it must be subject to the laws which were to operate inthe physical world that it must work, in short, like a machine. To day the foundation for this whole way of thinking the hard obvious simple lumps of matter, has disappeared. Modern matter is something infinitely attenuated and is elusive. It is a lump in space, a mush of electricity, a wave of probability undulating in nothingnes, Freqeuently it turns out not to be a matter at all but a projection of the consciousness of its perceivers, So mysterious indeed has it become that the modern tendency to explain things in terms is little more than a preference for explanation in terms of the unknown rather than of the more."

(অনুবাদ এবং ইংরেজী এই স্তবকের প্রঃ আবুল কাসেম সাহেবের "আধুনিক বিবর্তনবাদ এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব" হইতে নেওয়া হইয়াছে।)

১—Einstein—Cosmic Religion.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্ম অন্ধ।" নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত জীব ও পদার্থ বিজ্ঞানী লে কম্‌টে ডু নয় (*Le Comte du Nouy*) বলেন "আল্লাহ স্বীকৃতিই দেন যে আমরা ভুল প্রবন। কিন্তু যদি আমরা সময়ের ইঙ্গিতসমূহ ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি বা এমন কি যদি আমরা কোন কোন উপসর্গের অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়াও থাকি, তবে মানবজাতির একমাত্র মুক্তি ধর্মের মধ্যেই নিহিত।'২

"তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সত্যতার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাকে আকার দিয়াছেন এবং আকারকে সুন্দর করিয়াছেন এবং তাঁহার কাছেই তোমাদের শেষ যাত্রা।" (৮৪ : ৩)

"আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে কেবলমাত্র তাঁহারই সার্ব্বভৌমত্ব। তিনি জীবন সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তিনি সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন" (৫৭ :২)

"আল্লাহর নূর সমস্ত আকাশ এবং পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।" সর্বত্রই তাঁহার শক্তি বিরাজমান।

তাহারা কি আকাশে পক্ষসঞ্চারণকারী পাখীসমূহ দেখে নাই? পরম করুণাময় ছাড়া তাহাদিগকে আর কেহই উপরে রক্ষা করেনা।

(৬৭ : ১৯)

আমরা দেখিয়াছি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রধান অবলম্বন ছিল তদানীন্তন পদার্থবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণা এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ। কিন্তু উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, আজ আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি ও মূলনীতি নির্ধারক পদার্থবিজ্ঞানও জীববিজ্ঞান(মনোবিজ্ঞানসহ) উভয়েই নাস্তিক্যবাদের কবর রচনা করিয়াছে। "বস্তু ও জীবন নিয়াই বিজ্ঞানের কারবার। আর এই দুটি শাখাই আজ স্রষ্টার অস্তিত্বের পরিপোষক।"১

"কোরআনের একটি কথা আজ বার বার মনে পড়িতেছে: 'জগতের ও আকাশের প্রতিটি বস্তুতে ও গতিতে সত্যান্বেষীদের জন্য চিহ্ন রহিয়াছে।' সত্যই আজ বিজ্ঞান সেই চিহ্ন, আমাদের জ্ঞান চক্ষে ধরাইয়া দিয়া আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে পূর্ণতার দিকে নিয়া যাইতে সাহায্য করিতেছে।"২ "সত্যই এই বিশ্বরহস্যের অভ্যন্তরে ঢুকিতে হইলে প্রথমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া পারা যায়না" ৩ অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে।

"সত্য চিরকাল জয়ী হইবে" এই বাণীর চিরসত্যতার প্রমাণ দিয়াই চলিয়াছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, বিজ্ঞানের দৃপ্তবিজয় অভিযান।

২—Le Comte du Nouy—Human Destiny P 183

God grant us that we are mistaken. But if we read the signs of the times correctly or even if we have exaggerated some of the symptoms, the only salvation for man kind will be found in religion,"

১ } —অধ্যাপক আবুল কাসেম—আধুনিক বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টার
২ } অস্তিত্ব।

৩—R, Boyle, science and Supernatural P. 298

প্রফেসর আবুল কাসেম ছাহেবের মূল্যবান আধুনিক বিবর্তনবাদ পুস্তিকা খানি আমরা পূর্বে দেখার সুযোগ পাইলে এই নিবন্ধ তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছুতেই প্রকাশ করিতামনা। কারণ ইহার বহুলআংশ উক্ত পুস্তিকারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার বহুল প্রচার শিক্ষিত মহলে উপকারী হইবে ইহাই আমাদেরপক্ষে শুধু সান্ত্বনার কারণ। অতঃপর প্রবন্ধের লেখক আপন গবেষণা ও অনুসন্ধানকে ভিত্তি করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা উপকৃত হইব। —তর্জুমান সম্পাদক।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

আধুনিক সভ্যতার তত্ত্বকথা

—হাছান আলী, এম, এ, বি, এল,
এডভোকেট্, প্রাক্তন মন্ত্রী, দিনাজপুর।

মানব সৃষ্টির আদি হইতেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার আম্বিয়া বা রছুলগণের (আঃ ছাঃ) মারফত মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি এবং তাহার কর্ত্তব্যাকর্তব্যই বা কি তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত এক দল লোক রছুলগণের (আঃ ছাঃ) প্রতি শুধু অবিশ্বাস ও অবহেলা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন-নাই; বরং সক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বনে আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষগনের প্রদর্শিত পথের অনুগামীগণের সহিত সমর ঘোষনা করিয়া আসিতেছেন। ইহারাই হইতেছেন বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিকের দল। ইহাদিগকে সাধারণ পরিভাষায় আমরা সমাজের *Intelligentia* বা সমসাময়িক শিক্ষিত পণ্ডিত বা তার্কিক নামে অভিহিত করিতে পারি। চিন্তারাজ্যে দার্শনিকগণের এই প্রকার সমর-ঘোষাণার ফলে মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগ হইতেই বিভিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণতঃ কৃষ্টি বা *Culture* যাহাকে বলা হইয়া থাকে, উহা একটি অভ্যাসগত আচারপদ্ধতি বা *Way of life* ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পশ্চাতে মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে একটি মূল ভাবধারা থাকে। এই মূল ভাবধারাই হইতেছে প্রত্যেক সভ্যতার পটভূমি বা *background* উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত সভ্যতা গড়িয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা বা *Civilization* হইতেছে *Culture* বা কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের জীবন সম্বন্ধে ধারণা [*Out look of life*] যদি একই প্রকারের হয়, তাহা হইলে সভ্যতা যতই অধুনিক হউক বা যতই প্রাচীন হউক কৃষ্টিগত মূলভাব বা *Culture* একই থাকিয়া যায়। কৃষ্টি একটি অভ্যাসগত প্রাথমিক জীবন পদ্ধতিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শেষে স্বভাবগত হইয়া পড়ে এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠে পণ্ডিতগণ তাহাকেই *rational Culture* বা যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক কৃষ্টি ও সভ্যতা নাম দিয়া চালাইয়া থাকেন।

ইসলামে মানুষ 'আশরাফুল মাখলুক্বাত' (আল্লাহ্র সৃষ্টির সেরা) মহোত্তম সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং মানুষ এই ধরাধামে বিশ্বকর্ত্তা মহান আল্লাহ্তা আলারই প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের বিরাট দায়িত্ব তাহাকে আল্লাহ্তা আলারই প্রদত্ত আইন কানুণ ও প্রণালী অনুযায়ী প্রতিপালন করিয়া তাঁহারই প্রীতি অর্জ্জণ করতঃ পরকালে অসীম সুখের অধিকারী হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ঋষি ও নবী রছুলগণের শিক্ষা ইহাই ছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রকৃত মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা (দার্শনিক ও বিজ্ঞানী) কৃষ্টি ও সভ্যতার এই মূলতত্ত্বের সহিত বিরোধিতা করিয়া তাহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিপরীত ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার নূতন পটভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর পয়গম্বরগণের আধ্যাত্মবাদের প্রতিকূলে এই নূতন পটভূমি চিন্তারাজ্যে তাহাদের বিরাট অবদান বলিয়া গর্ব করতঃ নিজেরা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই সাধারণতঃ লোকে এই তথাকথিত যুক্তিবাদী কৃষ্টি ও সভ্যতার আওতায় জীবন যাপন করিয়াছে। এই মূল ভাবধারার স্বরূপ আমরা ইতিহাস ও দর্শনের স্থিরচিত্ত আলোচনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি।

ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতার চাপে পড়িয়া আজ মানুষ মুগ্ধ, সন্ত্রস্ত ও বেদনাজর্জ্জরিত হইয়া জীবন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কৃষ্টিগত উৎসের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীক ও রোমান দর্শনই ইহার ভিত্তিভূমি। আরাস্তু বা এ্যারিষ্টটল (*Aristotle*) প্রমুখ বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকগণই প্রকৃত পক্ষে আধুনিক জ্ঞান

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞান সমন্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মদাতা। তাহারাই সর্বপ্রথম এই দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে, "মানুষ সমাজবদ্ধ পশু" (*Man is social animal*)। অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ কতকগুলি পশুর সমাবেশ। এই ধারণার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপরই নির্ভর করা হইয়াছে। মানুষের মস্তিষ্ককেই বা *Intellect* কেই জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পান ভোজন, প্রজনন ও বাঁচা মরার ব্যাপারে মানুষে ও পশুতে কোন পার্থক্য নাই। এমনকি পশু-পক্ষী প্রভৃতির দল বাঁধিয়া থাকার উদাহরণ জন্তুজগতে খুব বিরল নহে—সুতরাং মানুষও পশু। গ্রীক দর্শনের এই মতবাদই ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তিভূমি। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই আমরা দেখিতে পাই বেকন, হিউম, ডারউইন, সপেনহাওয়ার, হেগেল, স্পেন্সার, মিল, বেনথাম, ম্যাকিয়াভেলী, রুশো, ভলতেয়ার, নিটশে, এঙ্গেলস্, মার্কস, হিটলার, লেনিন, স্টালিন গ্রীক দার্শনিকগনেরই নূতন সংস্করণ ব্যতীত আর কিছু নহে। গ্রীকদর্শনের সহিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের তফাত শুধু কালের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার। ইহারা একই মূলতত্ত্বের উপর বিভিন্ন পোষাকে সজ্জিত। দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে এ্যারিষ্টটলকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পিতা *Father of Sciences* বলা হইয় ছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা অ্যারিষ্টটলিয়াণ দর্শনেরই পরিণাম ফল আর আজ আমরা যে বর্ত্তমান সভ্যতাকে আধুনিকতার মর্যাদা দিয়া বড়াই করিয়া থাকি, তাহাও এই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতারই নূতন সংস্করণ ব্যতীত কিছু নহে। মানুষের পুনর্জন্মের মতবাদ আমরা বিশ্বাস ও স্বীকার করিনা। কিন্তু ইতিহাস-দর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে একই প্রকারের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিভিন্ন বেশে পুনঃ পুনঃই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রাথমিক যুগ হইতেই প্রত্যেক কৃষ্টি ও সভ্যতা অতীতের উদর হইতে জন্মলাভ করিয়া বর্ত্তমানের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া আসিতেছে। কোন সভ্যতারই নাটকীয় অভিনয়ের মত পৃথিবীতে হঠাৎ অভ্যুদয় ঘটে নাই, যাহার সহিত অতীতের কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহার কারন এই যে, মানুষ যে যুগেই জন্মগ্রহণ করুকনা কেন, একই সহজাত প্রবৃত্তি যথা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, যৌনলিপ্সা ইত্যাদি উপকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আধুনিক যুগের মানুষ আর সেকালের মানুষের মধ্যে এবিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই। আর কোন পার্থক্য থাকিতেও পারে না। সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার মৌলিক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন (*radical change*) কখনই সম্ভবপর নহে। অল্লামা ইকবাল মরহুম তাঁহার অতুলনীয় দার্শনিক ভাষায় এই সত্যটিকে এই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "*We should not forget that life is not change pure and simple. It has within it elements of conservatiou also*" ('একথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে মনুষ্য জীবন নিছক পরিবর্ত্তনের খেলা মাত্র নহে। ইহার মধ্যে রক্ষনশীলতার উপকরণ সমূহরও বিদ্যমান রহিয়াছে'।)

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা যে কৃষ্টির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা পাশবিক কৃষ্টি। আর মদগর্বিত তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা—যদিও কালের হিসাবে উভয়ের মধ্যে আড়াই বা তিন হাজার বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, ঐ কৃষ্টি হইতেই জন্ম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজিকার দিনের সাহিত্য, দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা কল-কারখানা, ধর্মৌদাসীন্য নাস্তিক্যবাদ সিনেমা-গান-বাজনা, আইন কানুন, রাষ্ট্রিয় মতবাদ, ধনতন্ত্র ব্যবস্থা, দুনিয়া-সর্বস্বতা, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও সম্ভোগকামনা, বল্গাহীন অর্থলীপ্সা, হিতাহিতের মূল্যমান— মানব জীবনের সবকিছুই এই গ্রীসীয়-রোমান কৃষ্টিগত মতবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়া জগতের বুকে বিস্তারলাভ করিয়াছে। গ্রীসীয় রোমান সভ্যতা সমসাময়িক পয়গম্বর হযরত মুছা (আঃ) বা তাঁহার পূর্ববর্ত্তী কোন পয়গম্বরের নির্দ্দেশিত খোদাদত্ত দর্শনের বিরুদ্ধাচরণ বশতঃই জন্ম নিয়াছিল। আর আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা আধুনিক (*most modern*) ও মহোত্তম ও সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত খাতেমুল মুরছালিন, ও খাতেমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ আঃ) এর নির্দ্দেশিত জীবনবেদ ও জীবন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়াই বর্ত্তমানের *secular* বা দুনইয়াবী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছে।

ইসলামে মানুষকে ফেরেশ্‌তার উপরেও মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে।

"لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم—"

"আমরা মানুষকে সর্বোত্তম উপকরণে সৃষ্টি করিয়াছি" কুরআনে মানুষকে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া সমস্ত সৃষ্টির উপরে এক অতিমহান বৈশিষ্ট্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যই হইতেছে মানুষের আত্মচেতনা বিবেক, আত্মনিয়ন্ত্রনের স্বাধীনতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী, যাহাকে সাধারণ কথায় *Divine qualities* বলা হইয়া থাকে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যই হইতেছে প্রকৃত মানবত্ব। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে নিজের শাসনাধীনে আনিয়া জীবন যাপন করাই মনুষ্য জীবনের পূর্ণ স্বার্থকতা, ইহাকেই ইসলামী পরিভাষায় 'দীন' বা ধর্ম বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে গ্রীসীয়-রোমান দর্শন ও তদদ্ভুত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট বা বদ্ধ হইয়া মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র পশু প্রকৃতিই দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের বিরাট বৈশিষ্ট্য—তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগৎ উহার দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছে।

বর্তমান সভ্যতার সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনা করিলে আমাদের নিকট উপরিউক্ত সত্য সমুজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব ইতিহাসের অতি প্রাথমিক যুগে নর-নারীর সম্বন্ধ পশুজগতেরই অনুরূপ ছিল। প্রতি নর প্রতি নারীর সহিত অবাধভাবে ইচ্ছামত যৌনক্ষুধা মিটাইত! কিন্তু যতই কাল যাইতে লাগিল, ততই দেখা গেল যে, 'পরিবার প্রথা' [*Institution of family*] আসিয়া অবাধ মিলনের স্থান অধিকার করিল। ফলে বিবাহ প্রথার জন্ম হইল। এই বিবাহ প্রথা অবাধ যৌন মিলনের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। পরিবার বন্ধন ক্রমশঃ সবল হইতে সবলতর হইয়া চলিল। কিন্তু দেখা গেল কালক্রমে এই পারিবারিক বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া পড়িল আর এই বিবাহ-বন্ধনকে এইরূপ দুর্বল করার মূলে ছিল দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতবাদ। তাই আমরা দেখিতে পাই, আফলাতুনের [*Plato*] মত বিরাট গ্রীক দার্শনিক তাঁহার রাষ্ট্রদর্শনে প্রচার করিয়াছিলেন যে, নগরের সমস্ত স্বাস্থ্যবান নর ও স্বাস্থ্যবতী নারীকে নির্দিষ্ট কোন সময়ে একই স্থানে মিলিত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া অবাধ যৌন সম্ভোগ করাইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যই তিনি ইহা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এইরূপে উৎপাদিত সন্তান-সন্ততি যাহারা ভবিষ্যতের নাগরিক হইবেন, কোন জনক-জননী বিশেষের প্রতি তাঁহারা আসক্ত থাকিবেন না। বরং তাহাদের যত অনুরক্তি, যত আকর্ষণ শুধু *race* বংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিই থাকিবে। এই আত্মঘাতী উদ্ভট দার্শনিকতার কুফল জনসাধারণ অনতিকাল মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য বিপুল প্রয়াস পাইয়াছিল।

আজকার তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার 'যৌন দর্শন' যে অতি প্রাচীন গ্রীক মতবাদের প্রতিধ্বনি, তাহা আমরা বিগত ২৫।৩০ বৎসরের রুশিয়ার সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলেই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি।

বলশেভিক শাসনের প্রথম দশ বৎসরের কথা এই ছিল যে, "যৌনমিলন নিছক একটি ব্যক্তিগত বা *Private* ব্যাপার। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে নর নারীর পারস্পরিক অভিমত অনুযায়ী যৌন সম্ভোগ বিধেয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যক নাই। এই মিলনের জন্য গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রী খাতায় নাম লেখাও পক্ষগণের ইচ্ছাধীন।" ফলতঃ রুশীয় 'বিপ্লবের' প্রাথমিক বৎসরগুলিতে অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছিল যে, যৌনসম্ভোগ পান ভোজনের মতই একটি ব্যাপার ছিল। পিপাসা লাগলে যে কোন স্থান হইতে এক গ্লাস পানি খাওয়া যেমন দোষের হইতে পারে না, যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যাপারটিও তেমনি কোন সমালোচনার বিষয় হইতে পারেনা। এই অবস্থা অবশ্য লেনিনকে ভাল লাগে নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "বিবাহ কি তাহা হইলে নারী পুরুষের একটি নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার? কেবল মাত্র দুইটি দ্বিপদজন্তুর যৌনযোগের ব্যাপার? সমাজের ইহাতে উচ্চবাচ্যের কিছুই নাই?"

"We should teach young Com-

www.ahlehadeethbd.org

munists that marriage is not a personal act but an act of deep social significance." তরুণ কম্যুনিষ্টদিগকে আমাদের ইহা শিক্ষা দিতে হইবে যে বিবাহ কেবল একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ইহাতে গভীর সামাজিক উদ্দেশ্যও রহিয়াছে।"

লেনিনের এই প্রকারের অভিমতকে সমস্ত 'কমরেডগণ' সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বোধকরি শেষে ইহা তাঁহার জনপ্রিয়তার বিপুল ক্ষতিসাধন করিয়াছিল তাই আমরা দেখিতে পাই লেনিনের এই মতবাদের বিরুদ্ধে অল্পকাল পরেই একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ষ্ট্যালিনের সময়ে। তিনি তাঁহার মেডিক্যাল কাউন্সিল ডাকিলেন। ডাক্তার সাহেবরা ফতওয়া দিলেন, "চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক দিয়া মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্বিশেষে যৌনমিলন দোষাবহ নহে।"—[নাউযোবিল্লাহে মিনহা] দুনিয়ার লোকের অতি নিন্দামূলক তীব্র সমালোচনার ভয়ে ষ্ট্যালিন উহা রষ্ট্রে প্রচলন করিতে সাহস করেননাই। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গোড়ার কথার সংক্ষিপ্ত আভাস উপরিউক্ত ক্ষুদ্র আলোচনায় দেওয়া হইল। অদৃষ্টের কি পরিহাস যে, আজ পর্য্যন্ত এই পশু সভ্যতাকেই প্রকৃত মানব ধর্ম বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। আর মানুষ কখনও ধন তান্ত্রিক বা ক্যাপিটালিষ্টরূপে, কখনও বা বলশেভিক বা সাম্যবাদী রূপে আর কখনও বা কৃষক শ্রমিক নামে এই জড় প্রগতিবাদেরই পূজা করিয়া চলিয়াছে। ফলে বড় বড় কারখানাগৃহ, সিনেমাগৃহ ও রসায়নাগারগুলি মানুষের ধর্মমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। আর ইহাতে পৌরহিত্য করিতেছে বড় বড় ব্যাংকার, সিনেমার রূপসী তারকাগণ, শিল্পপতি মিলমালিকগণ। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের ভোগলালসা চরমে উঠিয়া তাহাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত পশুতে (اسفل السافلين) পরিণত করিয়াছে। খাওয়াদাওয়া দৈহিকসুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত জীবনের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইতেছেনা। ক্ষমতালিপ্সা ও সম্ভোগ কামনা আজ তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাকে এক নিকৃষ্ট পশুর স্তরে নামাইয়া দিয়াছে। তথাকথিত সেকুলার বা দুনইয়াবী সভ্যতার এই করুণ ছবি পাশ্চাত্য কৃষ্টিবিমুগ্ধ মুসলমানদের চক্ষু খুলিয়া দিবে কি?

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সহিত যাহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, হজরত রছুলে করিম মুহম্মদ মুস্তফার (ছঃআঃ)অভ্যুদয়ের ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত এই লা-দীনি জড়ভিত্তিক সভ্যতাই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, অবশ্য হজরতের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে কয়েকজন রোমক সম্রাট ঈছায়ীধর্মাবলম্বী থাকা সত্তেও ধর্মীয় জীবন ব্যাবস্থাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে কার্যকরী করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে, হজরত ঈছা (আঃ ছাঃ) কিছু সংখ্যক নৈতিক উচাংগের সদুপদেশ প্রদান ব্যতীত ব্যবহারিক জীবনের কোন আইন কানুন দিতে পারেন নাই। কাজেই খৃষ্টান সম্রাটগণের আমলেও আমরা সমাজ জীবনে গ্রীসীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইনা।

মানবজাতি এই সময়ে এক মহা বিপদের সম্মুখীন হইল। তিন চারি হাজার বৎসর ধরিয়া যে সভ্যতার বিরাট মহিরুহ ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধ্বংসোন্মুখ হইল। অজ্ঞনাতা ও সন্দেহের এক ঘোর অন্ধকার ধরিত্রীর বুকে নামিয়া আসিল। অনাচার, অবিচার, অশান্তিতে পৃথিবী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল। বিশ্ব মানবের আত্মা এই ধ্বংসের মুখ হইতে মুক্তি ও পরিত্রানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমনি সময়ে রব্বুল আলামীন আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রিয়তম শেষনবী হজরত রছুলে করীম (ছঃ আঃ) কে ধরাধামে রহমৎ ও করুণার আধার মুক্তি ও শান্তির দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। সমস্ত বিশ্বজগত এই মহাজ্যোতি'র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুরআন যুক্তিবাদ বা *Reason* কে তাহার নিজের সীমানার মধ্যে রখিয়াই উঁচু করিয়া ধরিল। ইউরোপীয় রেণেঁসাঁ বা জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এই মহাজ্যোতিঃরই দিগ্বিদিগ বিচ্ছুরণের ফলরূপে দেখাদিল। ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলার বিস্তার হইতে লাগিল। ইউরোপে বিজ্ঞান ও দর্শনের,

(৩১ পৃঃ দ্রঃ)

www.ahlehadeethbd.org

রহ্‌মতুল্-লিল্-আলামীন

বিশ্বের করুণা

—সৈয়েদ রশীদুল হাছান
অবসর প্রাপ্ত সেশন্‌স জজ।

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব-মানবের জন্য ত্রাণ ও শান্তির বাণী নিয়ে এসেছিলেন রহ্‌মতুল-লিল-আলামীন আহ্‌মদ্ মুস্তফা মুহাম্মদ মুজ্‌তবা (দঃ)! এটা ভুল যে তিনি কেবল মুসলমান-দেরই নবী এবং এসেছিলেন কেবল তাদেরই জন্য! বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয় নবীকে "বিশ্বের করুণা" رحمةً للعلمين এর আখ্যা দান করে এই নির্দ্দেশই দিয়েছিলেন, (হে নবী, জগতকে বলে দিন) "আমি তোমাদের সকলেরই কাছে আল্লাহর রছুল--বার্ত্তাবহ!"

এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বিবে-চনা করতে হবে, আমাদের নবী কে ছিলেন? কেন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল? তিনি কি বাণীই বা নিয়ে এসে-ছিলেন এবং কি শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন?

এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের ভিতর দিয়েই আমরা তাঁকে চিনতে ও তাঁর শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারব এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও আমাদের হবে যে আমরা কতটুকু তাঁর শিক্ষা অবলম্বন করে আছি।

তিনি ফেরেশ্‌তা, জিন বা অলৌকিক কিছু ছিলেননা, তিনি মানুষই ছিলেন এবং নিতান্ত মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন একান্ত ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে তিনি কোন অলৌকিক দাবীও করেননাই বরং তাঁরই পবিত্র মুখে কোরান পাকের এই বাণীই বিঘোষিত হয়েছিল :-

انما انا بشر مثلكم يوحى الى

"আমি তোমাদেরই মত মানুষ" কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে, আমার কাছে 'ওয়াহী' বা ঐশী বাণী আসে অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বাণী আমারই মারফত তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন। অবশ্য এই পার্থক্যটা ছোট খাট পার্থক্য নয়। এই 'ওয়াহী' বা 'রেসালত' যার তার জন্য নয়, কেবল মাত্র তাঁকেই আল্লাহ 'রেসালত' দান করেন যাঁকে তিনি এই দায়িত্বের জন্য মনোনীত করে নেন, الله اعلم حيث يجعل رسالته "তাঁর রেসালত, তিনি কোথায় অর্পন করবেন, তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর যে পরিচয় কোরআন পাকে নিজেই দানকরে দিয়েছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করলে দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আরও প্রকট হয়ে উঠে। আল্লাহ বলছেন—

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের সৃষ্টি হইল। যাহাকে আমরা আখ্যা দিলাম *Modern Science* এবং *Modern Philosophy* কিন্তু ইসলামের মহাজ্যোতির ক্রোড়ে জন্ম-লাভ ও লালন পালন হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার আদিম গুরু গ্রীসীয় রোমান কৃষ্টিকে এড়াইয়া উঠিতে পারিলনা। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বিশ্ব-মানবের পরমগুরু হজরত মুহাম্মদ মুস্তফার (ছঃ আঃ) রেছালতের হেদায়েতে-আলিয়া'র মহাজ্যোতি কে প্রত্যাখ্যান করিয়া বর্ত্তমান জ্ঞানদর্শন একমাত্র *Reason* বা *Intellect* (বুদ্ধি) কেই আরাধ্য দেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি তথাক-থিত অধুনিক সভ্যতা বিধাতার এক নিষ্ঠুর অভিসম্পাত-রূপে মানব সমাজের বুকে নমিয়া আসিয়াছে। আল্লা-হুম্মা আগফের লানা ওয়ালে ওয়ালেদায়েনা ওয়ালে জামিয়েল মোমেনিনা ওয়াল মোমেনাত আল আহ্‌য়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤ منين رؤف رحيم - فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه تو كلت و هو رب العرش العظيم -

(হে মানব জাতি), তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রছুল এসেছেন, তোমাদের উপর যে কোন দুঃখ কষ্ট পতিত হয়, তাতে তিনি অধীর ও বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তোমাদের জন্য লালায়িত এবং তিনি মোমেনদের প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু (রউফুর রহীম)। আর যদি তোমরা তাঁকে উপেক্ষা কর, তার দিক্ থেকে ফিরে যাও—তবে, (হে নবী) বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন মাবুদ নাই। তাঁরই উপর আমি নির্ভরশীল এবং তিনিই উচ্চতম সিংহাসনের অধিকারী।"

আল্লাহ্ আমাদের প্রিয় নবীর যে পরিচয় উল্লিখিত কয়েকটি আয়াতে-পাকে দান করেছেন তাতে অনেক কিছুই চিন্তা ও উপলব্ধি করার বিষয়বস্তু রয়েছে। আমি এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথম পরিচয় থেকে পাই—আল্লাহর রছুল, আমাদেরই মত একজন মানুষ, দ্বিতীয় পরিচয়, তিনি দুনিয়ার মানব মণ্ডলীর দুঃখ কষ্টে বিচলিত, তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মঙ্গলই ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য। [...মানুষ মাত্রেরই ইহকাল ও পরকাল শান্তি ও মঙ্গলময় হউক ইহাই ছিল তাঁর বাসনা ও আকাঙ্খা, তাই মানুষের দুঃখে কষ্টে, তিনি পেতেন অসহনীয় যন্ত্রনা এবং অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েতেন। তিনি কেবল মুসলমানদের জন্য অভিভূ'ত হন নাই। কারণ তিনি এসেছিলেন সমস্ত দুনিয়ার জন্য শান্তির দূত হয়ে। তাই তিনি সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য লালায়িত ছিলেন। আর তৃতীয় পরিচয়, তিনি মোমেনদের প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু। দ্বিতীয় পরিচয় থেকে আমরা যা পাচ্ছি তাই হলো সমস্ত মানব মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের সুযোগ নিয়ে—তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে, যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করে নিলেন, তাঁরাই হলেন মোমেন মুসলমান, তাদের সঙ্গে তাঁর হলো বিশেষ সম্বন্ধ, তাদের প্রতি তিনি করুণাময়, দয়ালু—রউফুর রহীম—যা আমরা তাঁর তৃতীয় পরিচয় থেকে পাই। তাঁকে যাঁরা গ্রহণ করে নিয়ে, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণকে নিজের জীবনাদর্শ করে নিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ না করে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, তাদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও তাহ'লে তিনি আক্ষেপ ভরে কেবল ইহাই বলেন—আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই, তাঁরই উপর আমি নির্ভরশীল এবং তিনিই অতীব উচ্চ সিংহাসনের অধিপতি। অর্থাৎ 'হে দুনিয়ার অমুসলমানগণ, তোমরা যদি তাঁকে গ্রহণ নাও কর, তোমরা যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েও নেও, তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণও কর, সেই শান্তির দূত তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, তিনি তোমাদের অভিসম্পাত বা বদ্ দোওয়া করবেন না, বরং তিনি তোমাদের দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করে কেবল ইহাই বলবেন "তোমরা যদি আমাকে উপেক্ষা কর, আমার উপদেশ গ্রহণ না কর, আমার তাতে কিছু আসে যায় না, আমার জন্য আমার প্রভুই যথেষ্ট।" ইহাই রহমতুল-লিল-আলামীনের বৈশিষ্ট। শেষ নবী রহমতুল-লিল-আলমীনের পূর্বে এমন অনেক নবী এসেছিলেন যাঁদেরকে বাধ্য হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধাচারীদের প্রতি অভিশাপ করতে হয়েছিল। হজরত নুহ্ (দঃ), হজরত ছালেহ, হজরত শোআয়ব, হজরত মুছা (দঃ) ও আরও অনেক নবীকে অভিশাপ করতে হয়েছিল। ফলে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রিয় নবী তাঁর শত্রুদের প্রতি অভিশাপ করা ত দূরের কথা, বরং তাদের জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমাই চেয়েছেন। মক্কাবাসী ও তায়েফবাসীদের অমানুষিক অত্যাচারেও রহমাতুল-লিল আলামীন প্রভুর কাছে তাদের হেদায়তের দোওয়াই করেছিলেন। মোট-কথা, উল্লিখিত পরিচয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত মানুষই ছিলেন এবং তাঁর আভির্ভাব হয়েছিল দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতির ইহকাল ও পর কালের মঙ্গলের জন্য।

www.ahlehadeethbd.org

এখন আমরা আলোচনা করব—তাঁকে রহমতুল-লিল-আলামিন করে আল্লাহর দূত হিসাবে দুনিয়াতে—পাঠাবার উদ্দেশ্য কি ছিল ? মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি, তাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সম্মানও দান করেছেন। "যথার্থই আমি আদম সন্তানকে সম্মান দিয়েছি।" সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রেখে প্রকৃত মানুষ হিসাবে জীবন ধারণ করাই মানব ধর্ম্ম এবং সৃষ্টি কর্ত্তার উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু এটা অস্বীকার করার যো নাই যে, মানুষ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাকে সুপথগামী করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর দূত প্রেরণ করেছেন। তাঁরাই আল্লাহর নবী বা রছুল। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকেই এটা আল্লাহর একটা অবধারিত নিয়ম—

سنة الله التى قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا -

ইহাই আল্লাহর নিয়ম, এই নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম দেখতে পাবেনা।

এই নিয়ম অনুসারে আল্লাহ তাঁর নবী রহমতুল-লিল-আলামিনকে কেয়ামত পর্য্যন্ত সমস্ত দুনিয়াকে পথ দেখাবার জন্য সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। কাজেই হজরতের আগমনের উদ্দেশ্য দুনিয়াকে সুপথগামী করা। মানুষ যাতে দুনিয়াতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এবং যাতে তারা পরকালে চিরজীবি ও চিরশান্তির অধিকারী হয়, ইহাই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্খা, তাঁর অন্তরের বাসনা ও জীবনের মূলমন্ত্র এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি উৎপীড়ন অত্যাচার, দৈহিক যন্ত্রনা সহ্য করতে বিন্দুমাত্র ও কুণ্ঠিত হন নাই এবং অনেক সময় নিজের জীবনও বিপন্ন করেছিলেন। এরই উপলক্ষ্য করে রব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবীবকে সম্বোধন করে বলেছেন - لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين যেহেতু তারা ইমান আনছেনা, সেজন্য মনে হয় যেন আপনি নিজের জীবন বিনষ্ট করবেন।"

এমনি একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দরদীকে, নবী ও শান্তির দূত করে মানবজাতির ত্রাণের জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন। তাই তিনি এমন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন যা অবলম্বন করে মানুষ ইহকাল ও পরকালে সুখ ও শান্তি পেতে পারে। কেবল ইহকালের সুখ জীবনের আসল উদ্দেশ্য নয় বরং জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো পরকালের সুখ শান্তি এবং তা অর্জন করতে হবে এই দুনিয়ায় বিশ্বাস ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, ঈমান ও আমলের দ্বারা, ইহাই ছিল হজরতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান নিষ্ঠা। যারা পরকালে বিশ্বাসী তাদের কাছে এটা অতি সাধারণ বুদ্ধির কথা। আমরা সকলেই চোখের সামনে দেখছি, এই দুনিয়াতে আমাদের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর পরই চিরস্থায়ী এবং আসল জীবন আরম্ভ হয়। অন্যায় উপায়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পাগল হয়ে চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া নির্ব্বোধের কাজ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। যারা উভয় জীবনেরই সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেন তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত মানুষ।

হজরত যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, এবং আমাদের দিয়ে গেছেন তাহাই ছিল এই উভয়বিধ জীবনের সুখ শান্তি অর্জ্জন করার পূর্ণ এবং ব্যাপক ব্যাবস্থা। একটা সাধারণ মোটা উদাহরণ দ্বারা এই অবস্থা আরও পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায়। যেমন, আমাকে যদি কোথাও দশ বৎসরের জন্য যাবার দরকার হয় তাহলে আমি যেখানে ১০ বৎসর থাকবো সেইখানে একটু সুখ সচ্ছন্দে থাকবারই ব্যবস্থা পূর্ব থেকে করে যাব এবং সেখানে যেতে রাস্তায় যে দু চার দিন কাটাতে হবে তার অসুবিধার দিকেও লক্ষ্য করব, কিন্তু যদি পথে একটু কষ্ট হয়ও, সে জন্য ততটা পরওয়া করবনা, কেবল দেখব যাতে নিরাপদে পৌঁছতে পারি। কিন্তু আমি যদি কেবল রাস্তার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকি আর আমার লক্ষ্য স্থানের কোনই চিন্তা না করি ও সেখানকার আরামের ব্যবস্থা করে না যাই, তাহলে সেখানে গিয়ে বিপদগ্রস্তই হব। আমার এ আচরণ কোন দিনই বুদ্ধিমানের পরিচয় হবেনা বরং বোকা এবং নির্ব্বোধেরই পরিচয় হবে। কেবল এই টুকুই নয়, এতে করে নিজেকে ধ্বংসের মুখেই ফেলা হবে। এই ধ্বংস থেকে বাঁচবার জন্য পথের ও গন্তব্য স্থানের উভয়বিধ সুখ শান্তির ব্যবস্থা নিয়েই এসেছিলেন আমাদের হুজুর রহমতুল্-লিল-আলামিন, ইহাই ছিল তাঁর আবির্ভাবের

১৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

www.ahlehadeethbd.org

আরাবী শিক্ষা

মূল : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

অনুবাদ : মুনতাছের আহ্‌মদ রহমানী

(৩)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাতেও আরাবী ছাত্র সমাজের মনঃসংযোগ করা কর্তব্য। যেহেতু এই সকল শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলি আরাবী ভাষায় নাই, তাই যে যে ভাষায় ওগুলি সংকলিত হইয়াছে বা হইতেছে সে সমস্ত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। অনুসরণ ও তকলীদের জন্য নয় বরং জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও পরীক্ষামূলক তুলনা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে, যুক্তিবাদকে শরীয়তের সহিত সুসমঞ্জস করার অভিপ্রায়ে।

দৃষ্টিভংগীর পরিপক্কতা এবং জ্ঞানের গভীরতা লাভের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় (*Research*) প্রবৃত্ত হওয়াও আবশ্যক। কিন্তু আমাদের শাসকগোষ্ঠি এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের একদেশদর্শিতা, গোঁড়ামি এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভংগীর সংকীর্ণতার জন্য আরাবী ইউনিভারসিটির স্বপ্ন যেরূপ বাস্তবাকারে রূপায়িত হইতে পারে নাই, তেমনি আরাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহ ও গবেষণাগার (*Research institute*) প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর হয় নাই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলকেই আরাবী ছাত্র সমাজের অযোগ্যতার বুলি আওড়াইতে শুনা যায়, কিন্তু আরাবী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করার সদিচ্ছা কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ সামান্য মনোযোগ দিলে আরাবী শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রদের জন্য অন্ততঃ 'দারুল মুছান্নেফীন' আকারের প্রতিষ্ঠান গঠন করা কিছুই কষ্টসাধ্য নয়।

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

আরাবীছাত্র ও ইংরেজীছাত্রদের মধ্যে যে রেষারিষি বর্তমানে সংঘর্ষের পর্যায়ে উপনীত হইতে চলিয়াছে, দেশ ও সমাজের কল্যাণ এবং ধর্মীয় স্বার্থের খাতিরে তাহার নিরসন কল্পে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের আপোষ, নৈকট্য ও মিলনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কোন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে আর ইহার প্রথম সোপান হইতেছে পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষার মাধ্যমের আশু পরিবর্তন এবং চরিত্রগঠনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

আমার বিবেচনায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত মাদ্‌রাছা ও স্কুলের পাঠ্যবৈষম্য বিদূরিত করা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষায় কোরআন, মোটামুটি আরাবী শিক্ষা, দ্বীনিয়াত, রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা, জাতীয় ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, প্রাথমিক আধুনিক ন্যায় শাস্ত্র, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা, উর্দু, ইংরেজী ও আরাবীর লিখন এবং অনুবাদের অনুশীলন প্রত্যেক মুছলিম ছাত্রের জন্য শিক্ষণীয় হওয়া উচিত আর শিক্ষার মান পুঁথিগত পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ না

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

উদ্দেশ্য। উপরে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হলো তার গন্তব্য স্থানটিকে পরকাল এবং রাস্তাটিকে ইহকাল ধরে নিলে দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

মানুষ যে কেবল আল্লাহর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব তাহাই নয়, আল্লাহর নিজের অতি প্রিয় সৃষ্টি হিসাবেও মানুষ আল্লাহর কাছে অতি আদরের জিনিষ। সন্তান সন্ততির জন্য মা বাপের ভালবাসার চেয়ে তাঁর বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসা লক্ষ কোটি গুণ অধিক! মা যেমন তার সন্তানের গায়ে আগুণের একটু মাত্র আঁচে অস্থির হয়ে যায়, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সৃষ্ট জীব মানুষের কোন প্রকারের অশান্তি হোক এটা কখনই চাননা। তবে যেহেতু মানুষ তাঁর সেরা এবং শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর (সৃষ্টিকর্ত্তার) উদ্দেশ্য যে, মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন স্বরূপ দেওয়া জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা সুপথগামী হবে এবং কুপথ থেকে বেঁচে থাকবে। মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তাই দুইটা প্রবৃত্তি দান করেছেন—সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। কেন? কোরআন পাকের ভাষায় "দেখার জন্য তোমাদের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট কাজ করে"?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিয়া ইছলামী নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের ন্যায় আরাবী ছাত্রগণ বিজ্ঞান কলেজের পরিবর্তে আরাবী কলেজে ভর্তি হইবে এবং তথায় উন্নত জ্ঞানের অধিকার লাভ করিবে। এইভাবে আরাবী ও ইংরেজী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের স্থলে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব সৃষ্টি হইবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্তঃকরণও কোরআন ও ইছলামের নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে।

আরাবীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা যদিও অলংঘনীয়-ফর্‌য (فرض عين) কিন্তু ধর্মবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হওয়া ফর্‌যে কিফায়া আর এই আসনের অধিকারী হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্তও নয়।

আল্‌কোরআনে বলা হইয়াছে :

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون -

তাহাদের সমুদয় দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক কেন বহির্গত হয়না? যাহারা দ্বীনের বিশেষজ্ঞ হইবে এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতিকে সাবধান করিবে, যাহাতে তাহারা অন্যায় হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আত্‌তওবা, ১২২ আয়ত।

নবুওতের উত্তরাধিকারের আসন কেবল কাল-যাপন এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়। এই কার্যের দায়িত্ব প্রাণান্তকর, আর এপথের সংকট ও বিপদ অতিশয় ভয়াবহ।

در منزل لیلی که خطرهاست بجان
شرط اول قدم آن ست که مجنون باشی !

ইদানীং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরাবী শিক্ষার পথ কেবল কাল যাপন ও আর্থিক অনটনের কারণেই অবলম্বন করা হয়। কোন উন্নত লক্ষ্য এবং মহৎ আকাংখা ইহার পশ্চাতে প্রেরণা যোগায় না। সুতরাং কোরআনের ধারক হওয়ার দায়িত্ব অবহেলিত হয় আর সুযোগ পাইলেই মওলবীগিরীর শিষ্টাচারকে মিষ্টারীর চাকচিক্যে বিভূষিত করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এইসকল কারণেই প্রতিবৎসর শত সহস্র আরাবী বিদ্যার্থী মাদ্‌রাছা হইতে বহির্গত হন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের সন্ধান করা দুরূহ হইয়া উঠে।

পার্টি লিডারদের যিন্দাবাদী ঘোষণা এবং তাঁহাদের আসনকে গগনস্পর্শী করিয়া তোলার জন্য কাঁধ আগাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজনীতির চর্চা করা ছাত্রদের পক্ষে অবৈধ ও নিন্দনীয়। অবশ্য পবিত্র দ্বীনের তবলীগ ও প্রচার এবং নাস্তিকতা ও লাদ্বীনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা অবশ্যকর্তব্য। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা জাতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। আজ যাঁহারা ছাত্র এবং মিল্লতের সন্তান, আগামী কল্য তাঁহারাই জাতির চালক ও নেতৃস্থানীয় হইবেন। অতএব পরিবেশের সহিত ঔদাসীন্য তাঁহাদের ভাবী জীবনকে বিকল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। সুখের বিষয়, আরাবী ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টি এদিকে কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আরও ব্যাপক ও প্রশস্ততর করিতে হইবে। আরাবী ছাত্রদের জন্য পাঠাগার এবং ডিবেটিং ক্লাব সমূহের একান্তই অভাব। ইহাদের জন্য একটি হল ত দূরের কথা একটি বোর্ডিং হাউসের সুব্যবস্থা করাও আজ পর্যন্ত পূর্বপাক সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইলনা।

قال الله المشتكى

উপসংহারে আরাবী ছাত্রদের সম্বন্ধে সমাজের ঔদাসীন্যের জন্য আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

مبیں حقیر گدایان عشق را کیں قوم،
شہان بے کمر و خسروان بے کلہ اند !

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মূল অভিভাষণ উর্দুতে লিখিত এবং ৪।১১।৫৬ তারীখে অনুষ্ঠিত আরাবী ছাত্র সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল। বিগত ডিসেম্বর হইতে উর্দু অভিভাষণের বাংলা তর্জমা 'তর্জুমানুল্‌হাদীছে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, গোড়ার ও শেষের দিককার সামান্য কয়েক পংক্তি ব্যতীত বর্তমান সংখ্যায় উহার পূর্ণ অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল অভিভাষণ উর্দুতে লিখিত ও পঠিত হওয়ার জন্য স্থানীয় এক দৈনিকপত্রে পূর্বপাকিস্তানের জনৈক শিক্ষাবিদ অপরাধ ধরিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনার ভংগীতে যে শ্লেষের সুর অনুরণিত হইয়াছে, কোন দিক দিয়াই তাহা প্রশংসনীয় নয়। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমিকা ও উহার বিবর্তনের ইতিহাস তাঁহার যদি অপরিজ্ঞাতও থাকে, তথাপি এ-কথা তাঁহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিলনা যে, উর্দু পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। যতদিন হইতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিল্প, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ইংরাজীর মাধ্যমে তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে ভারত উপমহাদেশের আরাবী শিক্ষায়তনগুলিতে উর্দুর মাধ্যমেই পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। কোরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, অছুল, অলংকার, ন্যায়, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতির গ্রন্থগুলি উর্দুর মাধ্যমেই আজ-পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। উর্দুর এই যোগ্যতালাভের কারণ দুইটি, প্রথমতঃ উর্দু প্রধানতঃ আরবী ও ফার্ছীর শব্দ সম্পদে গৌরবান্বিত, এ গৌরব এক আরাবী ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্যের নাই। ইছলামী ভাব সম্পদের দিক দিয়াও পৃথিবীর সমুদয় ভাষায় উর্দুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কেহই নাই। দ্বিতীয়, ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরাই উহার জনক ও প্রতিপালক। ইংরাজও ইংরেজী বুলির মহিমায় উক্ত ভাষায় যে-সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, সেগুলি আমাদের শিক্ষাবিদ পরমানন্দে উপভোগ এমন কি এরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠান অধ্যক্ষতা করিলেও পাকিস্তানের আরাবী শিক্ষানুষ্ঠানে উর্দু শুনিলেই হয় তিনি তন্দ্রাবিভূত হইয়া পড়েন, নয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন! ইহাকে তাঁহার 'উর্দু আতংক' ছাড়া আর কি বলিব? তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত যে, উর্দুর সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বাংলার মুছলমানের সাধনা ও দান পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান বা সিমান্তের মুছলমানদের অপেক্ষা চুল পরিমাণও কম ছিলনা, এ-গৌরব ও দাবী হইতে যদি বাঙলার মুছলমান ইদানীং বঞ্চিত হইয়া থাকে, তারজন্য তাহাদের অর্বাচীন সাহিত্যিকদের হঠকারিতাই দায়ী। মুছলিম যুগের স্মৃতি আর ইছ্‌লামী শব্দ ও ভাবসম্পদে গৌরবান্বিত বলিয়া আজ ভারতের সিকিউলর রাষ্ট্র হইতে উর্দু নির্বাসিত হইয়াছে, উড়িয়া ও তামিলের মত উহাকে আঞ্চলিক ভাষার আসনও প্রদান করা হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিস্ময়ের কারণ নাই। পরমাশ্চর্য এই যে, পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের একজন নামকরা শিক্ষাবিদ ভারতের মতই উর্দু বিদ্বেষে আক্রান্ত হইয়াছেন? সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার প্রভাব বর্ধিত করার জন্য নিত্যনূতন ব্যবস্থা আমদানী করা হইতেছে, অনুবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা 'ডাইরেক্ট মেথডে' শিখিবার ও শিখাইবার মশ্‌ক শুরু হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য আমাদের শিক্ষাবিদের ভ্রূকুঞ্চিত হয়না, কিন্তু কালে ভদ্রে আরাবী ছাত্রদের মহফিলে যদি কেহ উর্দু উচ্চারণ করে, তাহাহইলে তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়! এরূপ ছাত্রের আদৌ অভাব নাই, যাহারা কলেজে অধ্যাপকের ইংরেজী লেক্‌চার বুঝিতে সক্ষম অথবা সচেষ্ট হয়না! কিন্তু তারজন্য ইংরেজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি? কোন কোন প্রতিভাবান আরাবী ছাত্র, তাঁহাদের শিক্ষার মাধ্যম যদি বুঝিতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মাদ্‌রাছা হইতে 'উর্দু নির্বাসন' আন্দোলনে ইন্ধন যোগান কোন শিক্ষাবিদের পক্ষেই গৌরবজনক নয়।

আমরা এরূপ আশংকাও অনুভব করিতেছি যে, মরহুম কামালের অন্ধ অনুকরণে এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ নমায, জুম্‌আ, খুত্‌বা ও আযান প্রভৃতি হইতে আরাবী বহিষ্কারেরও স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ-বিষয়ে তাঁহাদের বড়ই বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে! আজ তুর্কীর মছজিদসমূহে আবার নূতন ভাবে যে 'আরাবী বিলালের' আযান শুরু হইয়াগিয়াছে, সে সংবাদ কাহারও অবিদিত নাই। সাময়িক হৈ চৈ ও গণ্ডগোল প্রকৃত বাস্তবকে কখনও বিকৃত করিতে পারেনা, ভবিষ্যতেও পারিবে না। 'শাশ্বত বঙ্গের' পূজা আর ইছলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একপথে দাঁড়ান আবশ্যক: হয় পাকিস্তান খতম করার চেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে লাগিয়া যাওয়া উচিত, নয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করিয়া এই ইছলামী রাষ্ট্রে যাহাতে উর্দু ও বাংলা পাশাপাশি গলাগলি করিয়া গৌরবের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

—তর্জুমানুল হাদীছ সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্ট

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্-কোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই রিপোর্টে এমন কতক বিষয়ও রহিয়াছে, যে-গুলি ইছলামের সাংবিধানিক মূলনীতির গোড়ায় আঘাত না হানিয়াও স্বচ্ছন্দে বলা চলিত, কিন্তু অতিরিক্ত বিদ্যা-বত্তা ও স্বাধীন চিন্ততা যাহির করিতে গিয়া দাম্পত্য-কমিশনের সদস্যগণ রিপোর্টের মূল্যবান অভিমতগুলিকেও তুচ্ছ করিয়া দিয়াছেন। ইছলামের যে দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে 'তর্জুমানে'র বিগত দুই সংখ্যায় আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে উহার সাংবিধানিক মূলনীতির (اصول تشريع) মুণ্ডপাত করার জন্য তাঁহারা যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য।

ইহা সর্বজনবিদিত ও সর্বস্বীকৃত যে আদেশ ও নিষেধের (احكام) প্রামাণিকতা (ادلة) প্রতিপন্ন করার অভ্রান্ত মৌলিক উপাদান (*Source*) হইতেছে অন্ততঃ-পক্ষে দুইটি : প্রথম, আল্‌কোরআন (الكتاب), দ্বিতীয় আছ্‌ছুন্নাহ (السنة)। কারণ ইজ্‌মা ও কিয়াছের ব্যাখ্যা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিতর্ক ও মতভেদের অবসর রহিয়াছে †। অথচ কোরআন ও ছুন্নাহর সর্বজন-মান্য প্রামাণিকতাকেও কমিশনের সদস্যগণ খর্ব ও বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কোরআনের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেছেন, ১

"ইছলাম হইতেছে মানবজীবনের গুটিকয়েক শাশ্বত-নীতির নাম। ইতিহাসের বিবর্তন ও বিপর্যয়, যাহার

† সবিস্তার আলোচনার জন্য সংকলিত ও পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কর্তৃক প্রকাশিত "পাক শাসন সংবিধান" দ্রষ্টব্য।

1 Islam is another name of the eternal principles of life whose validity is not touched by the historical vicissitude to which all nations are subject. It is not Islam but the temporal regulation of human relations that suffers a Constant change. Even while the Quran was being revealed, the alteration of circumstances was matched by alternative of some injunctions, History of early Islam is full of such instances, Who can say that human life has ceased to change and grow and has not made much of ancient laws already obsolete that was once necessary for the direction of human affairs,.....Slavery is an instance in point,

The Gazettc of Pakistan, Extra, P, P. 1231,

(২২০ পৃষ্ঠার পর)

(দঃ) আদেশের প্রতিকূল অথবা রছূলুল্লাহর (দঃ) কোন নির্দেশ আল্লাহর আদেশের বিপরীত হওয়া কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? রছূলুল্লাহ (দঃ) অসংলগ্ন কথা বলিতেন, বিদ্বেষপরায়ণ ছাড়া কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করিতে পারেনা। সুতরাং রছূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ ও আচরণ অসংলগ্ন ও পরস্পর বিপরীত হইতে পারে কেমন করিয়া? অতএব আহ্‌লেহাদীছ-গণের এই দাবী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করার কিছুই নাই যে, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের সমুদয় নির্দেশই প্রতিপালন করা ওয়াজিব। হাদীছের বিরোধ ও অসংলগ্নতার অভিযোগ সমূহের জওয়াবে ইমাম ইবনে কুতয়বা (২১৩—২৭৬) 'তাবীল মুখতালিফিল হাদীছ' নামক এক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধের সারাংশ হাফিয ইবনে হয্‌মের 'আল্‌ইহ্‌কাম' হইতে গৃহীত।

وصلى الله على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آله و اصحابه اجمعين -

و الحمد لله اولا و آخرا، ظاهرا و باطنا -

www.ahlehadeethbd.org

সম্মুখীন সকল জাতিকেই হইতে হয়, ইছলামের প্রাবল্যকে স্পর্শ করিতে পারেনা। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যে লৌকিক বিধান, কেবল তাহাই অবিরত পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়া থাকে। এমনকি যখন কোরআন অবতীর্ণ হইতেছিল, সেসময়েও অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে কোরআনের কতক বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া অবস্থার সহিত সুসমঞ্জস করা হইয়াছিল। ইছলামের প্রাথমিক ইতিহাস এরূপ দৃষ্টান্তে পূর্ণ রহিয়াছে। কে বলিতে পারে মানুষের জীবনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থামিয়া গিয়াছে? এবং যেসকল প্রাচীন বিধান এক সময়ে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য ছিল, সেগুলির (আবশ্যকতা) ইতিমধ্যেই রহিত হইয়া যায়নাই? দাস প্রথাকে এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে।"

লৌকিক প্রয়োজনের চাহিদামত কোরআনের পরিবর্তনশীলতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় কমিশনের সদস্যবৃন্দের দুইটি উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ প্রকারান্তরে বলিতে চান যে, কোরআনের যখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তখন উহা শাশ্বত ইছলামের বিধান নয়, কারণ ইছলাম এ-রূপ গুটিকয়েক নীতির নাম, যাহা পরিবর্তনশীলতা স্বীকার করেনা। অবশ্য এই গুটিকয়েক চিরন্তন ও শাশ্বত নীতি (*Eternal Principles*) যে কি, রিপোর্টের কুত্রাপিও তাহার নামগন্ধ নাই। হয়তো বারম্বার এই অলীক ইছলামের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা মুছলিম সমাজকে প্রতারিত করিতে চাহিয়াছেন, নয় এই দুর্জ্ঞেয় মুহকামাতের নাম তাঁহারা কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু উহার সন্ধান তাঁহারা নিজেরাই অবগত নন। রিপোর্টের প্রাথমিক আলোচনায় দেখা যায় যে, উল্লিখিত নীতিগুলি 'লওহে মহফুযে'র দুর্গে সুরক্ষিত আছে। ফলকথা, কমিশনের সদস্যগণের কথামত তাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনাবিলাস ছাড়া কোরআনের পৃষ্ঠায় ইছলামের নীতি, আদর্শ ও বিধিনিষেধ অনুসন্ধান করার কোন সার্থকতাই নাই।

আর তাঁহারা কোরআনের পরিবর্তনশীলতা প্রমাণ করিতে গিয়া একথাও বলিতে চান যে, কোরআন যখন যুগের দাবী অনুসারে নিজের মধ্যে পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তখন কমিশনের মাননীয় সদস্যরাই বা কোরআনের বিধিনিষেধগুলির মস্তক চর্বন করার অধিকারী হইবেননা কেন?

কমিশনের সদস্যবৃন্দ ইছলামের যে ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করিয়া তিলকে তাল করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, আমরা কোরআনের স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছি যে, উক্ত ব্যাখ্যা পক্ষপাত দুষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব। তাঁহারা 'দ্বীনে'র শুধু তকবীনী (প্রাকৃতিক) বিধানগুলিকেই বোধ হয় 'ইছলাম' মনে করিয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন আর উহার তশরীঈ (সাংবিধানিক) বিধানগুলিকে তাঁহারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। 'দ্বীনে'র সম্পূর্ণতা সম্পর্কে নবম হিজরীর ১০ম যুলহিজ্জার শুক্রবার অপরাহ্নে আরাফাত-প্রান্তরে যে যুগান্তকারী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা একবার পাঠ করিলেই দাম্ভিক কমিশনের চালাকি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। এই আয়তে আল্লাহ আদেশ করিতেছেন—অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 'দ্বীন'কে সম্পূর্ণ করিলাম اليوم اكملت لكم دينكم এবং তোমাদের জন্য و اتممت عليكم نعمتي، আমার নেয়ামৎকে নিঃশেষিত করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইছলামের 'দ্বীনে' و رضيت لكم الاسلام دينا - রাযী হইয়া গেলাম.—আলমায়েদা, ৩ আয়ত।

এই আয়তে একসংগে তিনটি বিষয়ের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে: প্রথম, ইছলাম একটি দ্বীন, উহা শুধু 'লওহে মহফুযে' সুরক্ষিত অথবা কোন অজ্ঞাতনামা বস্তু বা প্রাকৃতিক বিধানের নাম নয়। দ্বিতীয়, উহা ক্রামশিক ভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তৃতীয়, মুছলমানগণ এই দ্বীনের'ই অনুসরণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। অতএব 'কেবল মানবজীবনের গুটিকয়েক চিরন্তন নীতির (*Some eternal principles of life*) নাম ইছলাম, একথা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসত্য। সকলেই অবগত আছেন যে, ছুরত-আলমায়েদার উল্লিখিত আয়ত "আহকাম" সম্পর্কে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়ত আর রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশক্রমে কোরআনের 'আহকাম' সম্পর্কিত আয়তসমূহেই উহা স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং কোরআনের অন্তর্ভুক্ত আদেশ ও নিষেধের ব্যবস্থা-

Contents

গুলিকে (আহ্কাম) ইছলামের বহির্ভূত মনে করা, অথবা ইছলামকে 'লওহে মহ্ফুযে' সুরক্ষিত অপরিজ্ঞাত বস্তু বিশেষ, যাহার সন্ধান স্বয়ং দাম্পত্য কমিশনের বিশেষজ্ঞরাও জানেননা, ধারণা করা, অথবা প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মগুলির মধ্যে ইছলামকে সীমাবদ্ধ রাখা দুরভিসন্ধিমূলক আচরণ মাত্র। উক্ত আয়ত সন্দেহাতীত ভাবে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইছলাম ক্রামশিক ধারাতেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লৌকিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের যে বিধান কোরআন নির্দেশিত করিয়াছে, সেগুলও ইছলামের অপরিহার্য অংশ এবং মানবসমাজের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয়

কোরআনের অবতরণ যুগে কতিপয় আদেশ ও নিষেধের ক্রামশিক ধারায় বিকাশ ও পূর্ণতালাভ ঘটিয়াছে, আমরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু ইছলামী বিধানের এই ক্রমবর্ধমান বিকাশ (*gradual development*) শরীআতের পরিবর্তন (*alteration*) নয়। ইছলামী অছূলে ফিক্হে দৃষ্টিবিভ্রম নিবন্ধন ইহাকে শরীআতের পরিবর্তন কল্পনা করা হইয়াছে আর যাহাকে পরিবর্তন বলা হইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? ইবনুল আরাবীর গণনানুসারে সমস্ত কোরআনে 'মনছুখ' আয়তের সংখ্যা একুশটি, ছয়ূতীর গণনায় তেরটি আর শাহ অলীউল্লাহ দেহ্লভীর কথা মত কোরআনে পাঁচটির বেশী মন্ছূখ আয়ত নাই ‡; আর আমি বলিব যে, কথা এখনও শেষ হইয়া যায়নাই।

তারপর কমিশনের রিপোর্টে কোরআনকে যখন ওয়াহী (*Revealation*) বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন কোরআনের যে পরিপুষ্ট (*develo..d*) বিধানকে কমিশনের সদস্যগণ পরিবর্তিত বলিতেছেন, তাহাও যে 'ওয়াহী' বা *revealation*, একথাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এক্ষণে কমিশনের সদস্যবৃন্দের কাছে নূতন কোন 'ওয়াহী' অবতীর্ণ হইয়াছে কি, যাহারা বলে তাঁহারা কোরআনের 'ওয়াহী' *revealation* কে উল্টাইদিবার প্রাগল্ভতা প্রদর্শন করিতেছেন? 'ওয়াহী'কে যে শুধু 'ওয়াহী'ই পরিবর্তিত করিতে পারে, 'মানুষের বিবেচনা ও সর্বসম্মত فلانسخ بالعقل ولا بالاجماع সিদ্ধান্ত কোন ওয়াহীর নির্দেশকে মনছূখ করিতে পারেনা, অছূলে ফিক্হের এই সর্ববাদী সম্মত উক্তিও কি দাম্পত্য কমিশনের সদস্যগণ শ্রবণ করেননাই? পৃথিবীর বিদ্বানগণের মধ্যে আজ পর্যন্ত এরূপ ধৃষ্ট উক্তি কেহই উচ্চারণ করেননাই যে, কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ পরিবর্তিত করিবার অধিকার কোন দল, পার্লামেন্ট, কমিশন, গণভোট অথবা কোন ফকীহ, ইমাম ও মুজ্‌তাহিদের রহিয়াছে!

مالكم ! كيف تحكمون ؟

'ওয়াহীর' বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও উহার প্রয়োগে সম্প্রসারণ ও সংকোচন সম্বন্ধে বিদ্বানগণ অবশ্যই মতভেদ করিয়াছেন, আর আজও যোগ্যব্যক্তিদের সে অধিকার রহিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের খোশখেয়াল ও ধারণার সাহায্যে যদি 'ওয়াহীর' বাণী সংশোধিত হইতে পারিত তাহা হইলে 'নবুওত' ও 'ওয়াহীর' আদৌ কোন প্রয়োজন থাকিতনা! কমিশনের সদস্যবৃন্দের ঈমানে আমাদের আস্থা না থাকিলে আমরা এই কথাই বলিতাম যে তাঁহারা পাকিস্তানের মুছলমান দিগকে 'ওয়াহী' ও নবুওতের বন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্যই পথ পরিষ্কারের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!

দাস প্রথার ইংগিত দিয়া কমিশনের জ্ঞানবান সদস্যগণ 'এক ঢেলে দুই পাখী' মারিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা এক দিকে তাঁহাদের ইছ্‌লাম দরদী বিলাতি মুরুব্বিদের চরিতার্থ করিতে আর অন্যদিকে কোরআনের দীন ভক্ত দিগকে হতভম্ব করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। উছ্‌তাযগণ শাগ্‌রেদদের বাহাদুরীতে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারেন, কিন্তু কোরআনের খাদিমদিগকে এই বস্তাপচা প্রশ্নের মাল দিয়া শাগ্‌রেদরা যে ভড়কাইয়া দিতে পারেননাই, এ বিষয়ে তাঁহারা আশ্বস্ত হইতে পারেন। কোরআন কি দাস প্রথার প্রবর্তক, না উহার সমর্থক, না উহার উৎসাহদাতা? কোরআনের স্কন্ধে দাস প্রথার দায়িত্ব কি? কোরআন দাস বানাইবার জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, না দাসকে মুক্ত করার জন্য? কোরআন দাসমুক্তিকে কতগুলি অপরাধের ক্ষতিপূরণ—কাফ্‌ফারা এবং দাসকে মুক্ত করিয়া দিবার কতগুলি

‡ ফওযুলকবীর, ৬৪ পৃঃ।

১। জম্‌উল জওয়ামে, শরহ সহ (২) ৭৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কৌশল নির্দেশিত করিয়াছে, তাহা গণনা করা হইয়াছে কি? দাসদের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে কোরআনে সমাজের উপর যে-সকল বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে সেগুলির ফলে দাস প্রথা প্রকৃত ইছলামী সোসাইটিতে যে সমাদৃত হইতে পারেনাই, তাহা অনুধাবন করা হইয়াছে কি?

আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির পুরোহিত রোমক ও গ্রীকরাই কি দাসপ্রথার উৎসাহদাতা ছিল না? প্রাচীন আর্যভূমির 'সোহং মন্ত্রে'র ধ্বজাধারীরাই কি অতীতে দাসপ্রথার অনুগামী ছিলেননা? আর বর্তমানে তাঁহাদের বংশাবতংশরাই কি অস্পৃশ্যতার অনুসারী নন? ইতিহাসের আদিকাল হইতে প্রচলিত, সর্বধর্ম ও সকল সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অভিশাপকে কোরআন একান্ত আকস্মিকভাবে সমূলে উৎপাটিত করেনাই, কারণ এরূপ করা যুক্তিযুক্ত এবং কার্যতঃ সম্ভবপর ছিলনা, কিন্তু উক্ত রীতির উৎসাদনকল্পে কোরআন যেভাবে মানুষের অন্তরলোক ও সামাজিক জীবনে ক্ষেত্রপ্রস্তুত করিয়াছে, তাহার ফলে দাসপ্রথার অবলোপন কোরআনের বিধিনিষেধ অথবা উহার ভাবধারার (*Spirit*) সহিত কোনদিক দিয়াই অসমঞ্জস হয় নাই। কোরআনে এরূপ নির্দেশের অভাব নাই যাহার পূর্ণ রূপায়ণ কোরআনের অবতরণ যুগে সাধিত হয়নাই, ইহা হইতে সময় লাগিয়াছে। কোরআনের সম্পাদন ও হাদীছ শাস্ত্রের সংকলন কার্য, ইছলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, উহার ফওজী ও অর্থনৈতিক শৃংখলা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের কোরআনের অবতরণ যুগে সূত্রপাত হইলেও এগুলির পূর্ণ রূপায়ণ রছূলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রস্থানের পরেই সাধিত হইয়াছিল। দাসপ্রথাই হউক অথবা অন্য যাহাই হউক, উহা রহিত করার পথে কোরআন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা জন্মাইয়াছে কিনা, লৌকিক আদেশ নিষেধের বেলায় কেবল তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

দাম্পত্য কমিশনের রিপোর্টে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা ইক্‌বালের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এসম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করিব। কিন্তু কোআনের আদেশ নিষেধের সংশোধন সম্বন্ধে আল্লামা মরহুমের একখানা বহু-বিশ্রুত গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি আমরা এই প্রসংগে উধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির জনৈক ইউরোপীয় সমালোচক তাঁহার *Mohammadan Theories of Finance* পুস্তকে কোন উল্লেখ না দিয়াই লিখিয়াছিলেন,

According to some Hanafi and Mutazilla writers the Ijma can repeal the Quran.

অর্থাৎ "কতিপয় হানাফী ও মুতাযিলা বিদ্বানের অভিমত অনুযায়ী 'ইজমা' কোরআনের আদেশকেও রহিত করিতে পারে"। আল্লামা ইকবাল ইহার জওয়াবে বলিতেছেন, "ইছলামী আইনের সাহিত্যে এরূপ বিবৃতি প্রদানকরা কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। রছূলুল্লাহর(দঃ) হাদীছ পর্যন্ত কোরআনকে সংশোধন করার অধিকারী নয়। আমার বিবেচনায় আমাদের প্রাচীন বিদ্বানগণের পুস্তকে উল্লিখিত 'নছ্‌খ' শব্দ দর্শন করিয়া গ্রন্থকারের বিভ্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কেবল ছাহাবাগণের 'ইজমা' সম্বন্ধেই এরূপ দাবী করিয়াছেন যে, উহা কোরআনের কোন সাংবিধানিক ধারার প্রয়োগকে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত করিতে পারে। কোরআনের কোন ধারাকে রহিত বা পরিবর্তিত করার অধিকার তাঁহারা অপর কোন আইনের ধারাকে প্রদান করেননাই। আবার এই সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁহারা ছাহাবাগণের মিলিত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে শরীআত-স্বীকৃত কোন না কোন প্রমাণ বিদ্যমান থাকাও অপরিহার্য বলিয়াছেন।" *

আল্লামা ইক্‌বালের উধৃতির প্রত্যেকটি কথার সহিত আমরা একমত নই। 'নছ্‌খে'র তাৎপর্যে পূর্বও পরবর্তী

* There is not the slightest justification for such a statement in the legal literature of Islam, Not even a fradition of the Prophet can have any such effect, It seems to me that the author is misled by the word Naskh in the writings of our early doctors to whom, this word, when used in discussions relating to the Ijma of the compantons, meant only the power to extend or limit the application of a Quranic rule of law, and not the power to repeal or supersede it by another rule of law, And even in the exercise of this power, the ligal theory is, that the companions must havebeen in possession of a shariah value (Hukm) entitling them to such limitation on extension,

Religeous Thaught in Islam p. p. 242,

www.ahlehadeethbd.org

বিদ্বানগণ একমত না হইলেও যে প্রকার 'নছ্খে'র অধিকার ছাহাবাগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা 'ইজ্মা'কে ডক্টর ইকবাল দিতে চাহিয়াছেন, সেটুকু অধিকারও রছুলুল্লাহ (দঃ) লাভ করিতে পারেননা, একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক! তারপর রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহ তাঁহার সিদ্ধান্ত মাত্র নয়, উহার সমস্তটা না হউক, অন্ততঃ প্রায় সমস্তটাই 'ওয়াহীর' পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সেকথার আলোচনা আমরা যথাস্থানেই করিব। এস্থলে শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট হইবে যে, কমিশনের রিপোর্টে যে আল্লামা ইকবালের অভিমত ও উক্তি প্রমাণ স্বরূপ উধৃত করা হইয়াছে, তিনিও কোরআনের নির্দেশকে রহিত বা সংশোধিত করার বৈধতা স্বীকার করেননাই।

¶ ¶ ¶

'ছুন্নাহ' ইছলামী আদেশ নিষেধের প্রামাণিকতার দ্বিতীয় প্রধান উৎস। 'ছুন্নাহ'র আভিধানিক তাৎপর্য হইতেছে পদ্ধতি ও চরিত্র আর শরীআতের পরিভাষায় রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, আচরণ অথবা কোন কার্যে তাঁহার সম্মতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে 'ছুন্নত' বলে। ‡

السنة فى اللغة الطريقة والسيرة و فى اصطلاح الشرع ما نقل عن النبى صلے الله عليه و سلم قولا او فعلا او اقرارا على فعل -

কেহ কেহ বলিয়াছেন, কোরআন ব্যতীত রছুলুল্লাহর (দঃ) যেসকল উক্তি আচরণ ও সম্মতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম 'ছুন্নাহ'। ¶

و السنة ماورد عن النبى صلے الله عليه و سلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير -

'কোরআনও রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যায় যে সন্দেহের অবকাশ ছিল, তাহা বিদূরিত করার জন্য অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নাহর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

কিন্তু 'ছুন্নাহ' শাব্দিক কোরআন না হইলেও উহা কোরআনেরই বিশ্লেষণ ও ভাষ্য। ইবনেহয্ম বলেন, ان الوحى ينقسم من الله عز و جل الى رسوله صلے الله عليه وسلم على قسمين : احد هما وحى متلو مولف تاليفا، معجز النظام، و هو القرآن و الثانى و حى مروى منقول غير مولف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، و هو الخبر الوارد عن رسول الله صلے الله عليه و سلم و هو المبين عن الله عز و جل مراده منا، قال الله تعالى : لتبين للناس مانزل اليهم - و وجدناه تعالى قد اوجب طاعة هذا القسم الثانى كما اوجب طاعة القسم الاول الذى هو القران ولافرق -

আল্লাহ তদীয় রছুলের(দঃ) প্রতি যাহা 'ওয়াহী' করিয়াছেন, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর 'ওয়াহী' যাহা নামাযে পঠিত হয়, সুবিন্যস্ত, অলৌকিক রচনা! ইহা কোরআন! দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াহী যাহা বর্ণিত ও কথিত, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয় এবং রচনাও অলৌকিক নয়, নমাযে আবৃত্ত নাহইলেও মানুষের পাঠ্য। ইহা হইতেছে রছুলুল্লাহর(দঃ) প্রমুখাৎ প্রাপ্ত হাদীছ। আমাদের জন্য আল্লাহর উক্তির বিশদ বিশ্লেষণ! আল্লাহ তদীয় রছুলের (দঃ) প্রতি মানবসমাজের জন্য যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াহী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি যে, ঠিক প্রথম শ্রেণীর 'ওয়াহী' অর্থাৎ কোরআনের মতই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াহী অর্থাৎ 'ছুন্নতে'র আনুগত্যও আল্লাহ আমাদের জন্য ওয়াজিব করিয়াছেন। †

ইমাম শাফেয়ী বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোরআনে উল্লিখিত কতক বিষয় ছুন্নত করিয়াছেন, আর এমনও কতক বিষয় করিয়াছেন যেগুলি স্পষ্টাক্ষরে কোরআনের শব্দে উল্লিখিত নাই এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহাই করিয়াছেন সমস্তেরই অনুসরণ আল্লাহ আমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য করিয়াছেন এবং রছুলের (দঃ) ছুন্নতের অনুসরণ করাকে

و قد سن رسول الله صلے الله عليه و سلم مع كتاب الله، و سن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب - و كل ما سن فقد الزمنا الله اتباعه و جعل فى اتباعه طاعته، و فى العنود عن اتباعه معصية التى لم يعذربها خلقا، و لم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلے الله عليه و سلم مخرجا لما و صفت !

‡ ইবনে বদ্রান দামেশ্কী—আলমদ্খল, ৮৯ পৃঃ।

¶ ছফীউদ্দিন, কাওয়ায়েদ, ৯১ পৃঃ।

† ইবনেহযম, আলুইহকাম (১) ৯৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লাহ স্বীয় আনুগত্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। রছূলের (দঃ) ছুন্নতের বিরোধ এরূপ পাপ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, যাহার জন্য কাহারও কোন আপত্তি আল্লাহ গ্রাহ্য করেননাই এবং রছূলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত হইতে নিষ্ক্রমণের কোন পথ রাখেননাই।§

ইমাম শাফেয়ী আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন কোন বিষয় আমাদের জন্য ফরয করেন, তখন যে-উপায়ে সে ফরয তামিল করা যায় তাহাও তিনি নির্দেশিত করেন। সুতরাং তোমার এবং তোমার পূর্ব ও পরবর্তীদের উপর, যাহারা রছূলুল্লাহর (দঃ) সন্দর্শন লাভ করে নাই, যখন আল্লাহ তদীয় রছূলের (দঃ) আদেশ অনুসরণ করার কার্য ফরয করিয়াছেন, তখন এই ফরয প্রতিপালন করার উপায় রছূলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু আছে কি?†

اذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الامر الذى يوخذ به فرضه - فهل تجد السبيل الى تادية فرض الله عز و جل فى اتباع اوامر رسول الله صلى الله عليه و سلم او احد قبلك او بعدك ممن لم يشا هد رسول الله صلى الله عليه و سلم الا بالخبر عن رسول الله صلے الله عليه و سلم ؟

'ছুন্নাহ'র ব্যাখ্যা এবং উহার অনুসরণের অপরিহার্যতা অবগত হওয়ার পর দাম্পত্য কমিশনের সমাজ-সংস্কারকগণ এসম্বন্ধে কি বলিতে চান, শ্রবণ করা হউক:

এবিষয়ে কমিশনের সদস্যগণ আল্লামা ইক্‌বালের দোহাই দেওয়াকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে ইক্‌বালের যে গ্রন্থের উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই *Religious Thaught in Islam* হইতে তাঁহারাও আল্লামা ইক্‌বালের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"যে প্রশ্ন আজ তুর্কীর সম্মুখীন হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে সমুদয় মুছলিম জাহানকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা হইতেছে এই যে, ইছলামী আইনে বিবর্তনের যোগ্যতা রহিয়াছে কিনা? এই প্রশ্নের সমাধান অসাধারণ শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার মুখাপেক্ষী আর নিশ্চয় ইহার অস্তিবাচক জওয়াবও দেওয়া যাইতে পারে, অবশ্য মুছলিম জাহান যদি হযরত উমরের ভাব (*Spirit*) লইয়া এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে অগ্রসর হয়, তবেই! উমর ইছলামের সর্বপ্রথম সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকও স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন, তিনিই রছূলের (দঃ) অন্তিম মুহূর্তে এই গরীয়াণ বাণী উচ্চারণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন যে, 'আমাদের জন্য আল্লাহর গ্রন্থই যথেষ্ট[১]! حسبنا كتاب الله

যাঁহারা কোরআনের নির্দেশ পরিবর্তিত করার কার্যকে তাঁহাদের বামহস্তের ক্রীড়া মনে করেন, আমরা বুঝিতে পারিনা, তাঁহারা ইক্‌বালের উক্তি ও অভিমতকে আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে চান কোন্ মুখে? আল্লামা ইকবালকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহার বা কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিমতকে বিনাপরীক্ষায় গ্রহণ করা আমরা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করি, তা তিনি যত বড় পুরুষই হউননা কেন? একমাত্র রছূলুল্লাহর (দঃ) কথাকেই বিনা বিচারে ও অবনত মস্তকে আমরা স্বীকার করিয়া থাকি, অবশ্য প্রামাণিকতার দিক দিয়া যদি সঠিক হয় তবেই! কিন্তু পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইকবালের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা রহিয়াছে তাহার বশবর্তী হইয়া আমরা একটা আপত্তি উত্থাপন করিতে চাই। আল্লামা ইকবাল কবি বা ঐতিহাসিক ছিলেন যতখানি, ততোধিক ছিলেন দার্শনিক। দার্শনিকতার কোন বাঁধা ধরা সীমা নাই, তাই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে ক্রমশিক বিবর্তনের ভাব। তাঁহার 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যাহাকে বুনিয়াদ করিয়া পাকিস্তানের মানচিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রাথমিক যুগের সৃষ্টি সাহিত্য ও দৃষ্টিভংগী হইতে

§ শাফেয়ী, কিতাবুর্ রিছালা, ৩৭ পৃঃ।

† শাফেয়ী, কিতাবুল উম (৭) ২৫১ পৃঃ।

1 The question which confronts Turk today, and which is likely to confront other Muslim countries in the near future is whether the law of Islam is capable of evolution, a question wnich will require greatintellectual effort, and is sure to be answered in the affirmatvie, provided the world of Islam approaches it in the spirit of Omar...the first critical and independent mind in Islam who, at the last moments of the prophet had the moral courage to utter these remarkable words 'The Book of God is sufficint for us" P,P, 226 (Gazette P. 1382)

www.ahlehadeethbd.org

"জামা'তে ইসলামী" তে আমার যোগদান অসম্ভব কেন ?

(একখানা পত্রের জওয়াব)

রংপুর গাইবান্ধা মহকুমার জনৈক মওলবী ছাহেব আমাকে মওলানা মওদুদীর "জামা'তে-ইছলামী"তে দীক্ষাগ্রহণ করার অনুরোধ জানাইয়া একখানা সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রের ভাষা অত্যধিক ভ্রান্তি-পূর্ণ না হইলে আর ইহার দৈর্ঘ সীমা লঙ্ঘন করিয়া না গেলে তর্জুমানের পৃষ্ঠায় আমরা ইহা হু-বহু উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। এই পত্রের মর্মের সহিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমিকা, নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের অবগতির জন্য ইহার জওয়াব প্রকাশ্য ভাবে প্রদান করাই আমি সংগত মনে করিতেছি। লেখক যখন আমাকে মওদুদী ছাহেবের জামাতে দাখেল হইবার উপদেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার ও তদীয় জামাতের গুণগান করিতে গিয়া আহলেহাদীছ আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন প্রাসংগিক ভাবে আমাকেও তাঁহাদের জামাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে! ইহা 'তর্জুমানে'র পরিগৃহীত নীতির অনুকূল না হইলেও ইহার জন্য দায়ী কে, শরীআত অভিজ্ঞ আলিমগণ তাহার বিচার করিবেন। তথাপি পত্র-লেখক সম্পর্কে আমি আমার এই জওয়াবে ব্যক্তিগত আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবনা। আল্লাহ যেন আমাকে আর সমুদয় ব্যক্তিকে সত্য কথা বলার আর অজানা বিষয়ে প্রগলভতা না করার তওফীক দান করেন।

১৪২ পৃষ্ঠার পর

কত পৃথক? 'ছুন্নাহ' সম্বন্ধে তাঁহার উল্লিখিত অভিমত যে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? আমাদের বিবেচনায় তাঁহার শেষের কাব্যগুলি তাঁহার এই মতবাদের পরিপন্থী! 'আর্‌মাগানে হিজায' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

অতঃপর হযরত উমরের 'আল্লাহর গ্রন্থ আমাদের জন্য যথেষ্ট' বাক্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হউক। হযরত উমরের এই উক্তির আমরা দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই:

(ক) শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া এই যে, রছূলুল্লাহ (দঃ) তদীয় জামাতা হযরত আলীর নামে খিলাফতের ছনদ লিখিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরত উমরের ষড়যন্ত্রে উহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহারই ফলে রছূলুল্লাহর (দঃ) বংশধরগণ তাঁহাদের বৈধ অধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। শিয়ারা আরও বলেন, হযরত উমর রছূলুল্লাহর (দঃ) অন্তিম আদেশ প্রতিপালন হইতে না দিয়া ঘোর পাপী হইয়াছেন এবং এই পাপ তাঁহাকে এবং তাঁহার আচরণের সমর্থকদিগকে কুফ্‌রের সীমানায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ফলকথা, হযরত উমরের উল্লিখিত উক্তি শিয়া ও ছুন্নীসংগ্রামের অন্যতম উপলক্ষে পরিণত হইয়াছে।

(খ) 'হাদীছ-বিরোধী' প্রতিক্রিয়া হইতেছে যে, হযরত উমরের এই উক্তি ইছ্‌লামের প্রকৃত রূহ ও স্পিরিটের সহিত সমঞ্জস। তিনি জানিতেন, কোরআনই মুছলমানদের জন্য যথেষ্ট, রছূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অবশ্য-প্রতিপালনীয় নয়। হযরত উমরের উক্তিকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক তথাকথিত প্রগতিশীলদের এক দল ইছ্‌লামী অছূলে-ফিক্‌হেএই সংশোধন উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন যে, ছুন্নত ইছ্‌লামী সংবিধানের উৎস (*Source*) নয়।

প্রতিক্রিয়ার ফল পরস্পর বিরোধী দুইটি চরম মতবাদের প্রেরণা যোগাইয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনার মূল বিষয়-বস্তু উভয় দলের কাছে একই! অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, হযরত উমর রছূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আসুন প্রিয় পাঠক পাঠিকা, হযরত উমর সম্বন্ধে এই দুই চরমপন্থী দল যাহা দাবী করিতেছেন, তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। হযরত উমর কি সত্যই রছূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন? 'আল্লাহর গ্রন্থ আমাদের জন্য যথেষ্ট,' এইউক্তি কি উমর রছূলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার জন্যই উচ্চারণ করিয়াছিলেন?

(অসমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

و ما توفيقى الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب -

পত্রলেখকের দাবী ও প্রশ্নগুলি আমি যথাক্রমে উল্লেখ করিব এবং সংগে সংগে জওয়াব প্রদান করিয়া যাইব।

১। তিনি লিখিয়াছেন—আপনার প্রচেষ্টায় (রংপুর) হারাগাছে অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ নামে "আহলেহাদীছ আন্দোলনে"র গোড়াপত্তন হয়।

আমি বলিব, এই দাবীর একটি বর্ণও সত্য নয়। "আহলেহাদীছ আন্দোলন" যে নূতন ও অর্বাচীন, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্যই এরূপ কথা রচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে রছূলুল্লাহর (দঃ) অভ্যুদয়ের সময়েই "আহলেহাদীছ" আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় এবং হযরতের (দঃ) ওফাতের অনতিকাল পরেই যে সকল হাদীছবিরোধী আন্দোলন খারেজী, রাফেযী, জহমিয়া ও মু'তাযিলা প্রভৃতি নামে গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরই প্রতিপক্ষ স্বরূপ হাদীছী আন্দোলনের ধারকগণ 'আহলেহাদীছ' নামে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। কোন আন্দোলন-বিশেষকে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই জামাআত বা জম্‌ঈয়তের প্রয়োজন হয়। 'রাম না হইতে রামায়ণে'র কিংবদন্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হারাগাছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় নাই। পাক-ভারতেও এই আন্দোলন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কখনও ইহা প্রবলাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কখনও বা ইহার গতি মন্দিভূত হইয়াছে। আধুনিক ভাবেও হারাগাছ কন্‌ফারেন্সের অন্ততঃ ষাট বৎসর পূর্ব হইতে হযরত আল্লামা ছানাউল্লাহর (রহঃ) নেতৃত্বে এই আন্দোলন নিখিল পাক ভারত আকারে "অলইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স"র ভিতর দিয়া চালিত হইত। অবিভক্ত বাঙলায় ইহার প্রাদেশিক শাখা কলিকাতার মিছ্‌রীগঞ্জে ছিল। পাঞ্জাব ও বাঙলায় যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ পরিচালিত হইত। পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবে আহলেহাদীছ মতবাদ ও রীতিসম্পর্কে সহস্র সহস্র পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। হাদীছ, শরহে আহাদীছ, তফ্‌ছীর, ফিক্‌হ, অছূলে দ্বীন, সাহিত্য, ইতিহাস ও মুনাযরায় আরাবী, ফার্ছী ও উর্দুতে যে গ্রন্থসম্ভার এই আন্দোলন সৃষ্টিকরিতে পারিয়াছে, কোন আহলেহাদীছ মওলবী ছাহেবের পক্ষে তাহা অজ্ঞাত থাকা আমি লজ্জার কারণই মনে করি। বাঙলাদেশে কুফর, শিরক ও বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে একমাত্র আহলেহাদীছরাই এ যাবৎ সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান স্বরূপ পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা ধারণা করে, হারাগাছ রংপুরে মাত্র বার বৎসর পূর্বে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এসকল কথা শুনাইয়া কোন লাভ হইবে কি? রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঙলায় কি উপায়ে রক্ষা ও শক্তিশালী করা যায়, তাহারই পরামর্শের উদ্দেশ্যে হারাগাছে আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই আন্দোলনকে চালাইয়া যাওয়ার জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে "নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ" গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিম বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে প্রবেশ করিতে না পারায় উক্ত প্রতিষ্ঠান এখন "পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ" নামে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

২। পত্রলেখক একবার বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে পথ দেখাইবেন কে? আর তাঁহার নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লইবেন কে? এরূপ কোন ব্যক্তি দেখিতে না পাইয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার পরক্ষণেই লিখিয়াছেন, অর্থাভাব, সাহায্যকারীর অভাব আর শারীরিক অসুস্থতার জন্য "আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব হইতেও একরূপ বঞ্চিত হইয়াছি।"

আমি বলিতেছি যে, এই দুই উক্তি পরস্পরের বিরোধী। সকলেই জানেন যে, আমি কোন দলের আমীর বা পথ প্রদর্শক নই। আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে অংশটুকু আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন, আমি জম্‌ঈয়তের সভাপতি রূপে আমার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও সাধ্যপক্ষে শুধু ততটুকুই চালাইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি। আহলেহাদীছ জামাআত এরূপ কোন সাময়িক নিছক রাজনৈতিক বা সামাজিক পার্টি বিশেষ নয় যে, সকল সময় পার্টির কৌশল ও টেক্‌-

www.ahlehadeethbd.org

নিক বাতলাইবার জন্য আন্দোলনের পরিচালকের সহিত সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করা ফরয বা ওয়াজিব হইবে। বিশেষতঃ যাহারা কোরআন ও ছুন্নাহর বিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করার দাবী রাখে, তাহাদিগকে সকল সময়ে পথ দেখাইবার ও তাহাদের নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন রহিয়াছে এরূপ কথার অর্থ আমি বুঝিতে সক্ষম নই! অবশ্য গুরুতর ও সাময়িক প্রয়োজনে পরামর্শ একান্ত আবশ্যক কিন্তু শরীর বা মনের পীড়ার জন্য যদি কেহ জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের পরিচালক বা কর্মীদের সাথে একযুগের মধ্যেও কিছু বলার বা শ্রবণ করার সুযোগ করিয়া উঠিতে না পারে, তার জন্য 'আহ্লেহাদীছ আন্দোলন' দায়ী হইবে কেন?

৩। পত্রলেখক বলিতে চাহিয়াছেন, এই-রূপ অন্ধকার পরিবেশে তিনি অকস্মাৎ আলোকের সন্ধান পাইলেন। পাক পাঞ্জাবের সামরিক আদালত মওলানা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়ায় দেশব্যাপী যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের মুখপত্র "তর্জু'মানের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের জোরাল মুক্তিদাবী" দর্শন করিয়া এবং "তর্জু'মান সম্পাদকের কাঁদ কাঁদ সুরে 'মওদূদীকে বর্ত্তমান যুগের মুজাদ্দিদ বলা চলে' শ্রবণ করিয়া "এবং পাঞ্জাবের কারাগারে অন্যান্য বর্ষীয়ান উলামার লাঞ্ছনার বিবরণ অবগত হইয়া তিনি মওদূদী ছাহেবের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন"।

আমার বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তি ফাঁসির আসামী হইলে এবং তজ্জন্য দেশে তোলপাড় ঘটিলেই তাঁহার প্রবর্তিত দলে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজের জামাআতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ কথা আলেম দূরে থাক, সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা-সম্পন্ন লোকও উচ্চারণ করিতে পারেনা। কোন মানুষের সৎসাহস বা বিদ্যাবত্তা প্রশংসার উপযুক্ত হইলে তাহার প্রশংসা করা উচিত, কোন ব্যক্তি কোন ভাল কথা বা কাজ করিলে তাহার সেই উত্তম কথা ও কার্যের সমর্থন করা কর্তব্য! ইহাই কোরআনের নির্দেশ, সুতরাং আহ্লেহাদীছের নীতি। "তোমরা সৎ ও সাধু কর্মের সহায়তা কর وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان ! مائده ۲ এবং পাপ ও অত্যাচারের সহায়তা করিওনা"। এই আয়তটি পত্রলেখক বোধ হয় কোরআনে পাঠ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি যে, এই আয়তে কর্মের সহায়তা করিতে বলা হইয়াছে, কর্মীর দলে ভিড়িয়া যাইবার আদেশ করা হয় নাই? কারণ কর্মীর দৃষ্টিভংগী ও সমুদয় কার্যকলাপ সাহায্য ও সহানুভূতির উপযুক্ত নাও হইতে পারে। লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এই আয়তে 'দলপরস্তী'র নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইতেছে। "মওলানা মওদূদীকে আমি 'মুজাদ্দিদ' বলিয়াছি," এরূপ কথা আমি স্মরণ করিতে অসমর্থ। আর কেহ মুজাদ্দিদ হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা এমন কি নিশ্চয়তা প্রকাশ করিলেই যে তাঁহাকে ইমামতের একচ্ছত্র সিংহাসনে প্রদান করিতে হইবে, ইহাও মুর্খতাব্যঞ্জক উক্তি! ইমাম শাফেয়ী কি মুজাদ্দিদ ছিলেননা? শায়খ আহমদ ছরহিন্দী কি দ্বিতীয় হাজার সনের মুজাদ্দিদরূপে আখ্যাত নন? শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী কি স্বয়ং মুজাদ্দিদ বলিয়া দাবী করেন নাই? নবুওতের দাবীর পূর্বে মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কি অনেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি মুজাদ্দিদ বলেন নাই? সুতরাং সকল বিষয়েই কি ইমাম শাফেয়ী, মুজাদ্দিদে আলফুছ ছানী অথবা ওলীউল্লাহ দেহলভীর অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে? আর নবুওতের দাবীর পরও মীর্যা গোলাম আহমদকে কি মুজাদ্দিদ মানিতে হইবে? কাহাকেও মুজাদ্দিদ স্বীকার করা বা না করা কি নবুওতের মত ঈমানীয়াতের অংগ? বেরাদরম, আমরা আহ্লেহাদীছ! আমরা ইমামে আ'যম আবু হানীফা কুফীর (রহঃ) মত পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফকীহ আর ইমাম আহমদের (রহঃ) মত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিছেরও তকলীদ করা পছন্দ করিনাই, আমরা শুধু একজনের হাতেই আমাদের দীন ও আবরু সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার নাম হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ)! একচ্ছত্র ইমামতের আসন আমরা শুধু তাঁহার জন্যই সুরক্ষিত রাখিয়াছি। এই জন্যই আমরা মোহাম্মদী। এই নামের নেশা আর তাঁহার দলের গৌরবের বিকার আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

کسیکہ محرم بادصباست مے داند،
کہ باوجود خزاں بوئے یاسمن باقی ست ! †

সত্যকথা বলার অপরাধে শুধু ফাঁসির হুকুম নয়, বহু ব্যক্তি ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণদান করিয়াছেন। এই সেদিনও মিছরের বহু খ্যাতনামা ইংরাজী ও আরাবী শিক্ষিত বিদ্বান সত্যকথা বলিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের জন্যও বহুপ্রথিতযশা মনীষী ফাঁসী, কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌তের ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তবে কেন মওদুদী ছাহেব তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া গেলেননা? একথা পত্রলেখক ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

৫। মওলানা মওদুদীর পরিচয় দিতে গিয়া পত্রলেখক আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, একজন মুছলমানের বিশেষতঃ একজন আহ্‌লেহাদীছের যাহা করা উচিত, মওলানা মওদুদী তাহাই করিতেছেন ও অন্যকে করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি এই পথে সমস্ত দুনিয়াকে সাধারণভাবে আর মুছলমানদিগকে বিশেষভাবে ডাকিতেছেন।

পত্র লেখকের উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মুছলমানদের বা আহ্‌লেহাদীছদের বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থায় কর্তব্য কি, তিনি তাহার দিশা হারাইয়াছিলেন, মওদুদী ছাহেবের পুস্তকগুলি তাহাকে চক্ষুদান করিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু কোরআন হাদীছ যখন তাঁহাকে পথের সন্ধান দিতে পারেনাই, তখন মওদুদী ছাহেবের পুস্তক তাঁহাকে যে সঠিক পথেরই সন্ধান দিয়াছে, এবিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন কেমন করিয়া? বিশেষতঃ আহ্‌লেহাদীছদের কর্তব্য কি, তাহাই বা মওদুদী ছাহেব জানিলেন কিরূপে? তিনি আহ্‌লেহদীছ আন্দোলনকে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহাহইলে তিনি স্বয়ং আহলেহ দীছ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে যোরদার করিতে চেষ্টিত হইতেননা কি? এই আন্দোলনে তাঁহার আস্থা নাই বলিয়াই কি তিনি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন নাই? যে ব্যক্তি আহলেহাদীছ মতবাদকে বিশ্বাস করেননা, তাঁহার নেতৃত্ব কোন ঈমানদার ও হায়া-সম্পন্ন আহলেহাদীছের পক্ষে স্বীকার করা ও তাঁহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর? ইছলামের পথে কি শুধু মওদুদী ছাহেব একাই জনগণকে ডাকিতেছেন? দ্বীনের অন্যান্য আহলেহাদীছ ও হানাফী সেবকগণ কি কিছুই করিতেছেননা? না তাঁহারা সকলেই ইছলাম-বিরোধী পথেই মানবসমাজকে ডাকিয়া চলিয়াছেন? আমি মনে করি, পত্রলেখক এবং মওদুদী জামাআতের এই আপত্তিকর উদ্ধত মনোভাবের জন্যই আমাদের পক্ষে তাঁহাদের সহিত সহযোগ করার কোন পথ নাই।

৬। 'দ্বীনের প্রতিষ্ঠা' ও 'বিভেদের পরিহার' সম্পর্কে পত্রলেখক তাঁহার দলের 'মটো' স্বরূপ ছুরত-আশ্‌শূরার যে আয়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমি মনেকরি, হয় তিনি ইহার অর্থ অবগত নন, অথবা তাঁহার দলপরস্তীর নূতনদীক্ষা তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছে। কোন বস্তুর অতিরিক্ত অনুরাগ حبک الشیٔ یعمی و یصم যে মানুষকে অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ! আমি মওলবী ছাহেবকে হুশিয়ার করিয়া দিতে চাই যে, দুনিয়ার পিঠে কেবল তিনি ও তাঁহার জামাত ইকামতে দ্বীনের ঠিকা গ্রহণ করিয়াছে, যতশীঘ্র সম্ভব, এই অলীক ধারণা তাঁহার স্বীয় মস্তক হইতে বিদূরিত করা উচিত আর তাঁহার চিন্তা করাউচিত তিনি এবং তাঁহার জামাতই মুছলিম সংহতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে না যাহারা স্বস্ব সীমানার ভিতর থাকিয়া সাধ্যপক্ষে দ্বীনের সেবা করিয়া যাইতেছে, তাহারাই বিভেদ সৃষ্টিকারী?

ইয়াহুদ ও নাছারাদিগকে তওহীদের পথে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তদীয় রছূল (দঃ) কে আদেশ দিয়াছিলেন, আপনি বলুন, قل یـا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولانشرک به شیئا - ال عمران ٦٤ হেগ্রন্থধারী সমাজ, এস, আমরা সকলেই এমন একটি কথায় সমবেত হই, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্বস্বীকৃত। সে কথাটি হইতেছে এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবনা এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে অংশী করিব না। পত্রলেখক এই আয়তের

† প্রভাত সমীরের গন্ধ যাহার পরিচিত, সে জানে—
হেমন্ত সমাগমেও বাগানে জেস্‌মিন পুষ্পের গন্ধ বাকী রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহায্যে আমাদিগকে এবং অন্যান্য মুছলমানদিগকে তাঁহাদের জামাতে ইছলামীতে ভিড়িয়া যাইবার সৎ-পরামর্শ দিয়াছেন।

আমি বলিব, ইহাও তাঁহার এবং তাঁহার দলের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার জানিয়ারাখা উচিত যে, শির্ক ও কুফরের বিরুদ্ধে পাকভারত উপমহাদেশে আহ্‌লেহাদীছগণ যে জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিয়াছেন আর আজও তাঁহাদের আপামর জনসাধারণ কুফর ও শির্ক হইতে যতটা দূরে সরিয়া আছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আহ্‌লে-হাদীছগণ মওলানা মওদূদী ও তদীয় জামাতের আদৌ মুখাপেক্ষী নয়। প্রকাশ্য শির্ক ও কুফরের বিরুদ্ধে এই দলের আমীর আজপর্যন্ত কি সংগ্রাম করিয়াছেন, পাকভারতের আহ্‌লেহাদীছগণ তাহা অবগত নন। উল্লিখিত আয়ত উধৃত করার তাৎপর্য কি ইহাই নয় যে, আমরা এবং অন্যান্য সমুদয় মুছলমান ইয়াহুদ নাছারার পর্যায়-ভুক্ত আর তাহাদিগকে তওহীদের পথে আহ্বানকারী হইতেছে জামাতে ইছলামী এবং উহার আমীর! আমি মনে করি, এই দুষ্ট মনোভাবের জন্যই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য প্রদেশের মওলানা আবদুল মাজেদ দরইয়াবাদী প্রমুখ বিদ্বানগণ মওদূদী আন্দোলনকে খারেজী আন্দোলন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

৭। পত্র লেখক বলিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে মৌলিক ইত্তিহাদ রহিয়াছে, তাহাদিগকে জামাতে ইছলামী একটি দলে মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছে আর সেই জন্যই নাকি পত্রলেখক নিজের জন্য এই "সর্বমুখী আন্দোলন" বাছিয়া লইয়াছেন।

পত্র লেখক নিজের জন্য কি বাছিয়া লইয়াছেন, তার জওয়াবদিহী তিনিই তাঁহার সৃষ্টিকর্তার কাছে করিবেন। আমি শুধু এই টুকুই বলিব যে, কোরআন ও ছুন্নতে-ছহীহাই একমাত্র মর্মকেন্দ্র, যে স্থানে সমুদয় মুছলমান মিলিত হইতে পারে। মওদূদী দৃষ্টিভংগী তাঁহার এবং তাঁহার দলের মিলনকেন্দ্র হইতে পারে কিন্তু মুছলিম-জাতির জন্য নয়। 'জামাতে ইছলামী'তে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ-কথা সম্পূর্ণ অলীক। মওদূদী ছাহেব ইছলামের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাতে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁহাকে একচ্ছত্র নেতা স্বীকার না করা পর্যন্ত 'জামাতে ইছলামীর' দ্বার সকল মুছলমানের জন্য রুদ্ধ। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অসত্যতার একটি নযীরও জামাতে ইছলামীর কোন ভক্ত প্রমাণিত করিতে পারিবেনা। আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এই জামাআতে থাকার জন্য ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ ও দৃষ্টিভংগীকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয়না। কোন ব্যক্তি বিশেষকে আমীর না মানিলে তাহাকে আহ্‌লেহাদীছ জামাআত হইতে খারিজ করার উপায় নাই। আহ্‌লেহাদীছগণ বুখারীর সমুদয় মফু' ও মুছনদ হাদীছকে অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রমাণিত 'খবরে আহাদকে' অবশ্য-প্রতিপালনীয় মনে করেন। ফকীহদের আসন মোহাদ্দেছীন অপেক্ষা উন্নত মনে করেননা। কোন হাদীছ প্রমাণিত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কোন নির্দিষ্ট ইমাম উহা অনুসরণ করার অনুমতি না দিলেও উক্ত হাদীছের অনুসরণ ওয়াজিব জানেন। এই বিষয়গুলি মৌলিক না ফরূআত? জামাতে ইছলামীর নেতা উল্লিখিত বিষয়গুলির একটিও মানেননা। এমন কি জানিয়া শুনিয়া হাদীছ প্রত্যাখ্যানকারীকে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিরপরাধ বলিয়াছেন। অন্ধ ভক্তির পরিবর্তে মওদূদী ছাহেবের মাসিক তর্জমানুলকোরআন এবং ইমাম বুখারী সম্পর্কে লিখিত তাঁহার সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলি, যাহা তাঁহার নিজস্ব মাসিক ও দলীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক উর্দু কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ করিতে পারিলে আমার উক্তির সত্যতা সহজেই হৃদয়ংগম হইবে। প্রয়োজন হইলে আমিও আমার উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে রাযী আছি। তাঁহার প্রাথমিক লেখাগুলি পাঠ করিয়াই তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন মরহুম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী স্বীয় প্রতিভা বলে যাহা ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন, আহ্‌লেহাদীছগণ তাহাও পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। পাঞ্জাব গোজরানওয়ালার মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল ছলফী, যিনি হারাগাছ আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সেও উপস্থিত ছিলেন, হাদীছ সম্পর্কে জমাতে ইছলামীর দৃষ্টিভংগী (جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث) নামেও একটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ফলকথা মওলানা আবুল আলা মওদুদী আর যাহাই হউন, 'আহলেহাদীছ নন এবং আহলেহাদীছদের সাথে তার যে মতভেদ, তাহা খুঁটিনাটি নয়, অছুলেদ্বীনের মতভেদ!

৮। সাত নম্বর জওয়াবে মওলানা মওদুদী আহলে-হাদীছ মতবাদের বিরোধী কিনা, পত্রলেখকের এপ্রশ্নের-ও জওয়াব রহিয়াছে। আর তিনি হানাফী কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তর আমার পরিবর্তে হানাফী জামাআতের বিদ্বানগণই উত্তম রূপে প্রদান করিতে সক্ষম। আমার নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত আমি তাঁহাকে হানাফী জানি, অবশ্য দেওবন্দের মওলানা হুছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ বিদ্বানগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মওলানা আহমদ আলী, পাঞ্জাবের হানাফী জামাআতের আমীরে-শরীআত মওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার যখন আমাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ইনি আমার কারা সহচর ছিলেন) প্রভৃতি হানাফী বিদ্বানগণ মওদুদী ছাহেবকে হানাফীও স্বীকার করেন নাই। অন্য যে যাহাই বলুক, আমি মওলানা মওদুদী ছাহেবকে মুলহিদ, বেদ্বীন ও ইছলামের শত্রু বিবেচনা করিনা, তাঁহাকে দজ্জালও জানিনা। কতকগুলি অছুল ও ফরূআতে তাঁহকে ভ্রান্ত মনে করিলেও এবং তাঁহাকে আহলেহাদীছ বিরোধী বলিয়া জানিলেও তাঁহার ঈমান, ইছলাম ও বিশ্বাবত্তায় আমার সন্দেহ নাই। হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও যেহেতু তিনি স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষিত, তাই নব্য দলের মনোভাব, দৃষ্টিভংগী ও ভাষা (*Mode of Expression*) এবং জগতের বর্তমান গতি ও পরিবেশের সহিত তিনি সুপরিচিত এবং ইছলামের আদর্শ ও শিক্ষার সহিত সে গুলির সামঞ্জস্য বিধানে তাঁহার দক্ষতা রহিয়াছে। এই জন্য তাঁহার দলে ইংরাজী শিক্ষিতরাই আকৃষ্ট হইয়াছে বেশী। যতদিন পর্যন্ত তাঁহার মস্তকে দলীয় পার্লামেন্টারী কার্যক্রমের অভিসন্ধি প্রবেশ করে-নাই, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্য সাধারণভাবে মনোজ্ঞই ছিল, কিন্তু দলপরস্তি ও ফ্যাসিস্টিক স্বৈরভাব সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তাঁহার লেখনী তার পূর্বকার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে তিনি নবুওতের দাবী করিবেন কিনা? এপ্রশ্নের জওয়াব আমার কাছে নাই, কারণ আমি 'আলিমুল গয়েব' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা নই। তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার লেখা পড়িয়া এবং অল্প সময়ের জন্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, পয়গম্বরীর দাবী তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবেনা, কারণ কতক লোকের মস্তকে আঘাত হানিবার যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে থাকিলেও মানুষের মনে দাগ কাটার ক্ষমতা তাঁহার নাই!

পত্র লেখক আমাকে জামাতে ইছলামীতে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ! আমার পক্ষে এবং কোন আহ্-লেহাদীছের পক্ষ এ আমন্ত্রণ স্বীকার করার উপায় নাই কেন, তাহার জওয়াব দিতে গিয়া 'তর্জুমানে'র কয়েক পৃষ্ঠাই নিঃশেষিত হইল। সুতরাং আহ্লেহাদীছ জামাআত ও আন্দোলনের দোষত্রুটি ধরিয়া পত্র-লেখক আমাকে যেসকল প্রশ্ন করিয়াছেন, সেগুলি স্বতন্ত্রভাবেই ইনশাআল্লাহ আলোচনা করিব। এস্থলে সংক্ষেপে এই টুকু বলিব যে, আহ্লেহাদীছ পার্লামেন্টারী তৎপরতার আন্দোলন নয়, ইহা তাহার অনুসারীদিগকে "আহ্-লেহাদীছ পার্টি"'র পক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রদান করেনা। ইহার প্রচার পদ্ধতি খৃস্টান বা কাদিয়ানী মিশনের মত নয়। বাহিরে আড়ম্বর দেখাইয়া লোক টানা ইহার নীতি নয়। সুতরাং ইহার কলা কৌশল সব সময় পরিবর্তন-শীলও নয়। আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের ভিতরে ও বাহিরে আর জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের কর্মসূচিতে অথবা কর্মীদলে কোন দোষত্রুটি নাই, এরূপ কথা কেহই বলেনা। মূলনীতিকে ঠিক রাখিয়া সমস্তই সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে ডিক্টেটর-শিপ নাই, কাহারও মুজাদ্দেদীয়ত ও ইমামতের অভিমানও নাই। গণতান্ত্রিক 'শূরার' অনুসরণ করিয়া নূতন পরিচালক, নূতন কমিটি সহজেই গঠন করা যাইতে পারে। অতএব কোন আহ্লেহাদীছের পক্ষে ইহার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আহ্লেহাদীছ জামাআত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়— ওয়াছ্ছালাম।

আহ্কর

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

আল্-কোরায়শী

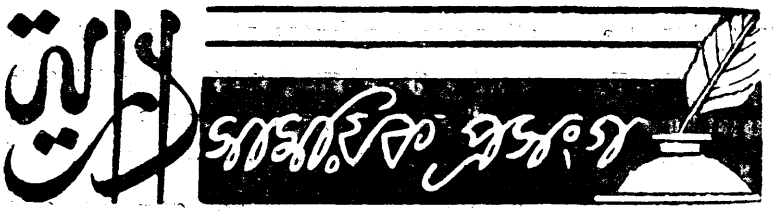

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক-পররাষ্ট্র নীতি

কম্যুনিষ্ট চীন, ভারত ও মিছরের যে জোট, সোভিয়েট রুষ তার মুরুব্বী। পক্ষান্তরে ইরাণ, তুর্কী ও ইরাকের মিলিত জোটের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। ছউদী আরব ও জর্দনের সাম্প্রতিক মনোভাবও ইরাণ-তুর্কী জোটের অনুকূলে। পাকিস্তান তাহার রাষ্ট্রিক স্বার্থ ও আদর্শগত দৃষ্টিভংগীর খাতিরে মুছ্‌লিম জাহানের সহিত এক পংক্তিতে দাঁড়াইতে বাধ্য, সুতরাং গোড়াগুড়ি হইতেই সে মুছ্‌লিম রাষ্ট্রসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মত আমাদের পররাষ্ট্র নীতি কতকটা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত আকার ধারণ করিলেও উহার মুখ পরিবর্তিত হয় নাই। জনাব শহীদ ছহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন হইবার অব্যবহিত কালপর হইতে পাক-পররাষ্ট্র নীতি আবার সুস্পষ্ট ও ষোরদার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মুছ্‌লিম রাজ্যগুলির সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তুরস্ক, ইরাণ ও ইরাকের সমবায়ে গঠিত বাগ্‌দাদ চুক্তিকে তিনি পাকিস্তানের দৃঢ়সমর্থন জানাইয়াছেন। পাকিস্তান এখন বাগ্‌দাদ চুক্তির প্রধান শরিক। জনাব ছহ্‌রাওয়ার্দীর স্বরাষ্ট্রনীতি, দৃষ্টিভংগী ও কার্যকলাপের সহিত বহুবিষয়ে আমাদের মতান্তর আছে, কিন্তু তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির যখন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি, এমনকি তাঁহার নিজের সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট দলও কঠোর প্রতিবাদ করিতেছিল এবং আমেরিকান ব্লকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির জন্য আকাশ পাতাল তোলপাড় করা হইতেছিল, তখনও আমরা জনাব ছহ্‌রাওয়ার্দীর অবলম্বিত নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম আর আজও উহাকে আমাদের দৃঢ়সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্বের দরবারে কাশ্‌মীর সমস্যায় পাকিস্তানের দাবীর স্বীকৃতি পাক-পররাষ্ট্র নীতির বাস্তবতার অন্যতম প্রধান প্রমাণ। আফ্‌গানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের দাবীর ন্যায্যতা আর ভারতরাষ্ট্রের দাবীর অসারতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তথাপি অনেক লোক এখনও পাক-পররাষ্ট্র নীতির ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। শুধু দলগত স্বার্থের জন্য যাহারা এই নীতির বিরোধ করিতেছে, তাহারাও ইহার যথার্থতায় নিঃসন্দেহ, কারণ তাহারা অন্য পন্থা নির্দেশিত করিতে না পারিলেও শুধু বিরুদ্ধাচরণের খাতিরেই বিরোধ করিয়া চলিয়াছে, ইহাদিগকে রাজনৈতিক দেউলিয়া বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয়না। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একক ভাবেই তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবে, অথবা মুছ্‌লিম রাষ্ট্রগুলির সমবায়ে একটি তৃতীয় ব্লক সৃষ্টি করিবে,—এই দ্বিবিধ নীতির কার্যক্ষেত্রে অন্ততঃ উপস্থিতক্ষেত্রে কোন মূল্যই নাই। এই অবাস্তবকে বাস্তবতায় রূপায়িত করিবার জন্য যে অবসরের প্রয়োজন, পাকসীমান্তে যাহারা তাহাদের সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই সমাবেশিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহারা সে অবসর দিবে কি? সত্য বটে, পাকিস্তানকে রক্ষা করার উপযুক্ত অস্ত্রসস্ত্র ও সৈন্যসামন্তের অভাব নাই এবং পাকিস্তান সামরিক শক্তির দিক দিয়া হিন্দুস্থানকে

www.ahlehadeethbd.org

পরওয়া করেনা, কিন্তু বর্ত্তমান দুনিয়ায় যুদ্ধোপকরণ ও সেনাবাহিনীর সংখ্যাবাহুল্য অপেক্ষা আন্তর্জাতিক অভিমত ও নৈতিক সাহায্য যে অধিকতর কার্যকরী, তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। ব্রিটেন সামরিক শক্তির দিকদিয়া 'পাক-ভারত' আযাদীর পর যদিও তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইয়ছে, কিন্তু ফ্রান্সের সমবায়ে তাহার যে শক্তি এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, মিছর তাহার তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। একটি সংবাদে প্রকাশ যে, একা 'ইছরাঈল'ই মিছরের হাজার হাজার সৈন্য বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মিছর হইতে তাহাদের সৈন্যবাহিনী ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে। আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষতঃ রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপই কি ইহার কারণ নয়? অতএব পাকিস্তানকে পূর্ব অথবা পশ্চিম মুখী দুই দলের যে কোন একটিতে শরিক থাকিতে হইবেই।

জনাব ছহুরাওয়ার্দী যে আওয়ামীলীগের আহ্বায়ক, সেই দলেরই কতক লোক ছহুরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতিকে মিছমার করিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। দলীয় পরশ্রীকাতরতা তাঁহাদের এই উদ্যমের বুনিয়াদ নয়, কারণ তাঁহারা যে জনাব ছহুরাওয়ার্দীরই রাজনৈতিক গোষ্টির লোক, সেকথা আজও তিনি নানা কারণে অস্বীকার করিতে পারিতেছেননা, বরং তাঁহারই অনুকম্পায় ইহারা অতীতে এবং বর্তমানেও বহু পাকিস্তান-বিরোধী ও রাজদ্রোহ মূলক তৎপরতার সহিত স্বয়ং জড়িত ও দেশবাসীকে জড়িত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ইহারা গোড়াগুড়ি হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, পাকিস্তান বাগদাদ চুক্তি বাতিল করুক, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় ছাড়ুক এবং ইহার পরিবর্তে ভারত ও কম্যুনিস্ট চীনের পরিবারভুক্ত হইয়া সোভিয়েট রুষের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করুক। ইহাই নাকি কাশ্মীর সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করার একমাত্র উপায় আর পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পররাষ্ট্রনীতি। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদে পাক-পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা শুরু হইবে।

কাশ্মীর সমস্যা পাক-পররাষ্ট্রনীতির মর্মকেন্দ্র। কাশ্মীর পাকিস্তানের স্কন্ধ স্নায়ু! কাশমীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের ন্যায়সংগত দাবীর কণ্ঠরোধ করার জন্য ভারত রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে তাহার ছয় ডিভিজন ফওজ সন্নিবেশিত করিয়াছে, পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার পুরাতন হুমকি প্রশমিত হওয়ায় পরিবর্তে বর্ত্তমানে অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুস্থানের চারি কোটি মুছলমানকে ব্যাপক ভাবে হত্যা করার জন্য পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে, কাশ্মীরে মুছলমানদের জান ও আব্রু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি বিদেশী সংবাদিক দিগকেও মারপিট করা হইতেছে, ভারত নিরপেক্ষ গণভোটের সমুদয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এহেন ভারতরাষ্ট্রের দলে ভিড়িলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে, এরূপ 'সৎপরামর্শ' কেবল তাহারাই দিতে পারে যাহাদের দলপতি বলেন, কাশমীর সমস্যার ন্যায়সংগত দাবী পাকিস্তানীরা যেন এত উচ্চকণ্ঠে উত্থিত না করেন যাহাতে হিন্দুস্থানের 'মেযাজ শরীফ' বিগড়াইয়া যায়! যে ভারত পাকিস্তানের বুকে ছুরিকাঘাত হানিতে দৃঢ়সংকল্প এবং যে

আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলন

ঢাকায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সদর দফ্‌তরে ইন্‌শাআল্লাহ আগামী ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ১৯৫৭, মুতাবিক ২৯শে ও ৩০শে ফাল্গুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট আহ্‌লেহাদীছ কর্মীদের এক যরুরী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান ও ভাবী কর্মসূচী সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা হইবে। প্রত্যেক যিলার বিশিষ্ট কর্মীগণের নিকট দাওয়াত পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তিনশতাধিক কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও পরামর্শের ফল তর্জুমানের আগামী সংখায় প্রকাশিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লালচীন হিন্দুস্থানের এই অসুরিক বর্বরতার নীরব দর্শক, আর যে সোভিয়েট রুষ রাষ্ট্রসংঘে আজও কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির দাবীকে বাস্তব ঘটনারূপে অভিহিত করিতে লজ্জা অনুভব করেনা আর যে মিছর পাকিস্তানের সহিত বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং উল্লিখিত রুষ যে মিছরের অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া চলিয়াছে, এহেন পাকিস্তান বৈরী শক্তিবর্গের সহিত গোঠ পাকাইবার অনুকূলে প্রচারণা চালান হইতেছে কেন? বলা হয়, আমেরিকা ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু রুষও কি সাম্রাজ্যবাদী নয়? চীন, কোরিয়া ও জার্মানী কি রুষ প্রভাব হইতে মুক্ত? ইহারা কি সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের সামন্তরাজ্য নয়? অষ্ট্রিয়াতে যে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, তাহা কি এই পূর্বপন্থীদের অপরিজ্ঞাত? এই বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন আওয়ায এ যাবৎ উত্তোলিত করিয়াছেন কি? বস্তুতঃ এই ভারত-বন্ধুর দলটি যেমন একাধারে স্বয়ং পাকা কম্যুনিষ্ট, তেমনি সংগে সংগে পাকিস্তান ও তাহার আদর্শেরও তাঁহারা পরম শত্রু। ভারতের কম্যুনিষ্টরা কাশ্মীরের খবর দখল ব্যাপারে ভারতের কুখ্যাত গান্ধী-হন্তা 'স্বয়ং সেবক দলে'র সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম চালাইতেছে, কাজেই তাহাদের দোসররা পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে হিন্দুস্থানকেই প্রেয়স ও আত্মীয় মনে করিবেনা কেন? এই দলেরই নেতাজী হিন্দুস্থানকে চটাইতে নারাজ কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আছছালামোআলায়কুম' জানাইতে সবসময়ই উৎসাহ বোধ করেন! একথা সত্য যে, ছহুরাওয়ার্দী ছাহেব নিজের মান বাঁচাইবার জন্য এ-কথার পরোক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব-পাক-সরকারের মন্ত্রী মহোদয়রাও এই দলের সমুদয় কার্য কলাপ সমর্থন করেন নাই কিন্তু আজ সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মন যখন এই পাকিস্তান-বিরোধী দলটির কার্যকলাপে বিষক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখনও নেতাজীর মুখ হইতে তাঁহারা কোন কৈফিয়ৎ উদ্ধার করিতে পারিলেন কৈ? বাগদাদ চুক্তি যদি পাকিস্তানের বাস্তব পররাষ্ট্রনীতি হয়, তাহাহইলে জনাব শহীদ এবং জনাব আতাউর রহমান লেনিন, গান্ধী ও সুভাষ-তোরণের মধ্যে উপবেশন করিয়া এবং ভারত প্রশস্তির সংগীত শুনিয়া এই নীতিকে সার্থক করার আশা করিতে পারেন কি? দলের পৃষ্ঠপোষকতা নিন্দনীয় বিষয় নয়, কিন্তু দলের কেহ বা কতক যদি আদর্শ বিরোধী ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে আর তার জন্য তাহারা ওয়ীরে আ'যম বা ওয়ীরে আ'লার পরওয়া করা আবশ্যক বিবেচনা না করে, তথাপি কি পাকিস্তানের ওয়ীরে আ'যম ভারত বন্ধুত্ব ও কম্যুনিস্টিক অন্ধত্বের সংক্রামক ব্যাধিকে উপেক্ষা করিয়াই চলিবেন? এই প্রশ্নের জওয়াবের উপরেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

পূর্বপাকিস্তানে সবরমতি আশ্রম

টাঙ্গাইল মহকুমার এক অখ্যাত পল্লী হঠাৎ পরলোকগত গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তমদ্দুন ও সংস্কৃতির নামে এইস্থানে যেসকল বিচিত্র অনুষ্ঠানের মহড়া ইতিমধ্যে হইয়া গেল, অভিধান প্রসিদ্ধ 'জগাখিচুড়ি'কেও বাস্তবিক তাহা মাৎ করিয়া দিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সকল দিক দিয়াই সর্বাংগ সুন্দর বলা চলে। সুন্দরী নর্তকী ও কোকিলকণ্ঠ গায়কদের সমাবেশ, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কথক দলের সম্মেলন, মছ্জিদের 'ইমাম সাহেব' দলের শুভ পদার্পন এবং না জানি আরও কতকিছু চিত্ত-বিনোদী 'লোমহর্ষক' 'হৈহৈ রৈরৈ' ব্যাপারের এই মহা অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আশ্রম-পুরোহিত নেতাজী জনগণকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ডাকিয়াছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থিত করার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও নিপীড়ন হইতে পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার করার মহান ব্রত সমাধা করার মতলবেই দীনবন্ধুরা লাখ টাকা ব্যয় করিয়া বারোয়ারী উৎসবের এই প্রমোদ-মেলা সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এই মহৎ আয়োজনের পিছনে যে সৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহার সন্ধান লাভ করিয়া দেশের আপামর জনসাধারণ চমৎকৃত ও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের কোন উৎসব-মন্ডপের কোন তোরণ কোন দিন কায়েদে আ'যম জিন্নাহ অথবা কায়েদে মিল্লত লিয়াকত আলীর নামে নির্মিত হইয়াছিল, এরূপ কথা অতিবড় মিথ্যাবাদীও উচ্চারণ করিতে পারিবেনা। কিন্তু নূতন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সবরমতির সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কয়েকটি বিশেষতোরণের সুভাষচন্দ্র ও গান্ধী-তোরণ এমন কি লেনিন গেটও নামকরণ করা হইয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে শুধু ডক্টর শহীদুল্লাহ আর ডক্টর মোয়াজ্জম হোসাইন এই দুই ভাগ্যবান পুরুষ প্রমোদমণ্ডপে বিরাজ করিতেছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। অন্য কোন্ কোন্ সৌভাগ্যবানদের জন্য এ গৌরবের শিকা ছিঁড়িয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নই। কিন্তু পশ্চিম বাংলা হইতে আমদানী করা হইয়াছিল স্বনামধন্য প্রবোধ সন্নাল ও চতুরঙ্গ হুমায়ুন কবীরের দলের। শেষোক্ত ভদ্রলোক পাকিস্তানের বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহিতে না পারিয়া স্বীয় ভদ্রাসন পরিহার করিয়া চিরদিনের জন্য ভারতীয় নাগরিকতার গৌরবে ধন্য হইয়াছেন এবং দেশে দেশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করিয়া বেড়াইতেছেন। আর সন্নাল? ইনি সেই ভদ্রলোক, যিনি পাকিস্তানকে "পতিতার সন্তান" রূপে অভিহিত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন আর পাকিস্তানের জনক কায়েদে আ'যম সম্বন্ধে তাঁহার পদাতিক পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহা লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন যে, "মিঃ জিন্নার নামের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে ঘৃণা ও হিন্দু বিদ্বেষ আর মুছলিম লীগের সঙ্গে মেশানো রয়েছে দাঙ্গা, লুণ্ঠন ও হত্যা"! এই শ্রেণীর কুখ্যাত পাকিস্তান-শত্রুদের লইয়া পূর্বপাকিস্তানে 'সংস্কৃতি বাসর' সজ্জিত করার উদ্দেশ্য কি, তাহা পাকিস্তানের জাগ্রত জনশক্তি বিশেষতঃ যুবশক্তি জানিতে পারিয়াছে। পূর্ববাঙলার মছজিদ-সমূহের হৃতভাগ্য ইমামদিগকে এই ভারত-কম্যুনিষ্টিক ব্যভিচারের মজলিছে ডাকাইয়া আনিয়া দ্বিতীয় সবরমতির সর্বত্যাগী নেতাজী ইছলামী কৃষ্টির যে নূতন মহড়া মছজিদে মছজিদে আরম্ভ করায় ষড়যন্ত্র করিতে চান, পূর্বপাকিস্তানের মুছলিম সমাজ, তাঁহার এ-অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে কি? দীর্ঘদিন ধরিয়া পাকিস্তানের শত্রুদল সমাজের নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করার যে দুরভিসন্ধি পাকাইতেছিল, নূতন সবরমতিতে তাহার ঘোমটা আংশিক উন্মোচিত হইয়াছে, ওয়ার্ধা স্কীমের স্থলাভিষিক্ত কিন্তু তদপেক্ষা মারাত্মক এবং সুচিন্তিত স্কীমের সাহায্যে পাকিস্তানকে, তাহার আদর্শ, ও নীতি নৈতিকতাকে, তাহার সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্বপাকিস্তানকে পুনরায় হিন্দু মহাসভার গোলামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র অবলম্বিত হইতেছে। শরীআতের প্রত্যেক অনুশাসনের মুখ ভেংচাইবার জন্য ইছলামের নামকে বিদ্রূপে পরিণত করার ব্যবস্থা চলিতেছে। যদি পাক-সরকার এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর না হন, জাতিকেই দৃঢ় হস্তে ইহার প্রতিকার কল্পে আগাইয়া আসিতে হইবে।

পাক সীমান্তে রণসজ্জা

মালিক ফিরোয খান নূন স্বস্তি পরিষদে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারত সরকার তাহার ছয় ডিভিজন, চার ব্রিগিয়াড আর এক ব্রিগিয়াড আর্মার্ডসাজোয়া বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তের অদূরবর্তীস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের ওযীরে আ'যমের বাচনিকও এই ধরণের আভাষ আমরা শ্রবণ করিয়াছিলাম। দেশবাসীকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত সৈন্য ও অস্ত্রবল পাকিস্তানের আছে। কিছু দিন পূর্বে পাক বাহিনীর প্রধান সেনাপতিও অনুরূপ আশ্বাস দেশবাসীকে প্রদান করিয়াছেন। পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা, শক্তি ও দক্ষতায় আমরাও আস্থাশীল এবং তজ্জন্য গৌরব বোধ করি। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, শুধু সৈন্যবলেই কি কোন জাতি আত্মরক্ষা করিতে পারে? আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বোধের সংগে সংগে দেশপ্রেম ও ত্যাগের প্রেরণায় যে জাতি উদ্বুদ্ধ হয়না, শুধু সৈন্য ও অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বাধীনতার গৌরবকে সে রক্ষা করিতে পারেকি? জনগণের মধ্যে এই চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে? আমরা অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এরূপ প্রেরণা দেখিতে পাইতেছিনা কেন? আমরা কি পাকিস্তানী নাই? এই দেশের প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকা আমাদের কাছে আমাদের দেহের রক্তবিন্দু অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচিত হওয়া কি উচিত নয়?

www.ahlehadeethbd.org

আমোদ প্রমোদ ও কলহবিবাদ সমস্ত কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ রূপে স্থগিত রাখিয়া সকলকেই আত্মরক্ষার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করা একান্ত ভাবে কর্তব্য।

ঘাট্‌তি না বাড়্‌তি বাজেট ?

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী পাক অর্থ সচিব ১৯৫৭-৫৮ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ৩ লক্ষ টাকার উদ্‌বৃত্ত বাজেট প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার নূতন কর ধার্য করিয়াই এই বাড়্‌তি দেখান হইয়াছে। অতএব পাকিস্তানের বাজেটকে বাড়্‌তি বলার পিছনে কোন যৌক্তিকতাই নাই। আসল আয় হইতেছে একশত একত্রিশ কোটি ৩৯ লক্ষ আর আসল ব্যয় হইতেছে ১ শত ৩৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। সুতরাং ইহাকে ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার ঘাট্‌তি বাজেট বলিয়া স্বীকার করাই সদ্‌বুদ্ধির পরিচায়ক। এই ঘাট্‌তি পুরণ করার জন্য চা, তামাক, পেট্রল, ডিজেল ও জ্বালানী তৈল, এমফল্ট, সিমেণ্ট ও কয়েক প্রকার সুতিবস্ত্রের উপর কর ধার্য করা হইবে। পাটজাত দ্রব্য, সাইকেলের টায়ার ও টিউবের উপরও নূতন কর বসিবে। ইনকমট্যাক্স ধার্যের জন্য সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশের বর্তমান দুর্দিনে এই নূতন কর দরিদ্রদিগকেই পীড়িত করিবে বেশী, কারণ তাহাদেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নূতন করের দরুণ দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে এবং অসন্তোষের মাত্রা বর্ধিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন ও উচ্চহারের বেতন ভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় কমাইয়া দিয়া আয়ের পরিমাণ বর্ধিত করা উচিত ছিল। এখনও পূর্বপাকিস্তানে ৩০ টাকা দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি অধিকতর দুর্মূল্য হইয়া উঠিলে জনসাধারণের অবস্থা হইবে কি ? যাঁহারা চক্ষের নিমিষে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিয়া দিবেন, এইরূপ দাবীতে শাসন কর্তৃত্বের গদ্দীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই ব্যর্থতায় আমরাও দুঃখিত এবং লজ্জিত।

জামালপুর মহকুমায় জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কর্মতৎপরতা

কোরআন ও ছুন্নাহর আন্দোলনকে বলিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি জামালপুর মহকুমার শরিষাবাড়ী, চিনাডুলী ও জামালপুর টাউনে বিগত জানুয়ারী মাসের ২০শে, ও ২১শে, ২৩শে ও ২৫শে তারীখে যথাক্রমে চারিটি জনসভায় সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও ইছলাম এবং পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন সমূহের প্রতিরোধের আবশ্যকতা জনগণকে বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রত্যেক সভায় ৫হাজার হইতে ১০হাজার পর্যন্ত জনসমাবেশ হইয়াছিল। সভার উদ্যোক্তাগণ বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত এই সভাগুলির আয়োজন করিয়াছিলেন। জনসাধারণ দেশের বর্তমান অচল রাজনীতি, খাদ্যসংকট এবং নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মুক্তি ও উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করার জন্য যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। সত্যকার ইছ্‌লামী আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার প্রচার জনগণের মধ্যে আশা ও পুলকের সঞ্চার করিয়াছে। এই সকল তবলীগের সুফল ইন্‌শা-আল্লাহ সুদূর প্রসারী হইবে। শরিষাবাড়ীতে আগামী ১৯শে ও ২০শে মার্চ তারীখে একটি বিরাট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কয়েকটি প্রশ্ন

তর্জুমানুল হাদীছের বর্তমান খসড়ার শেষপৃষ্ঠায় প্রশ্ন-পত্রএকটি সংযোজিত হইল। যাঁহারা "আহ্‌লেহাদীছ" রূপে পরিচিত, শুধু তাঁহাদের উদ্দেশেই প্রশ্নগুলি করা হইয়াছে। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করিতে হইলে প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত জিজ্ঞাসাগুলির জওয়াব একান্ত ভাবে আবশ্যক। আশাকরি তর্জুমানের পাঠক পাঠিকা ও জামাআতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রশ্নগুলির গুরুত্ব অনুভব করিবেন এবং স্বয়ং গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া এবং সহচরবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া জওয়াব লিপিবদ্ধ করিবেন এবং স্বস্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া ২৫শে ফাল্‌গুনের পূর্বেই ডাকযোগে তর্জুমান সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

আদায় মারফত আল্লামা মোহাঃ আবদুলাহেল কাফী আলকোরায়শী

যিলা পাবনা

৫২।মোহাঃ ফহিমুদ্দীন শেখ, শালগাড়িয়া, পাবনা টাউন, যাকাৎ ৬।০। ৫৩। মৌঃ খবিরউদ্দীন আহমদ, কৃষ্ণপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ২০৲। ৫৪। মোঃ মনছুর আলী মিয়া, সাং রাঘবপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ১০০৲ ৫৫। শামছউদ্দিন আহমদ মিয়া, সাং রাঘবপুর, পাবনা টাউন যাকাৎ ৩০৲। ৫৬। মোঃ শেহাবউদ্দিন মিয়া, সাং রাঘবপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ৩০৲। ৪৭। হাজী মোঃ আলেফউদ্দিন, সাং রাঘবপুর পাবনা টাউন, যাকাৎ ৫৲। ৫৮ হাজী মোঃ কেরামুদ্দিন, সাং রাঘবপুর পাবনা টাউন, যাকাৎ ৩০৲।৫৯। মোঃ দওলত আলী মিয়া,সাং রাঘবপুর, পাবনা টাউন,যাকাৎ৫৲। ৬০। মোঃ আবদুল আযিয মিয়া, রাঘবপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ১০৲। ৬১। আলহাজশায়খ আছীরুদ্দীন সাং রাঘবপুর,পাবনা টাউন, যাকাৎ ২০০৲। ৬২। মোঃ হারান আলী প্রামাণিক,সাং শালগাড়িয়া, পাবনা টাউন, ৩৵০। ৬৩। মোঃ তুরাব আলী প্রামাণিক, রাঘবপুর, পাবনা টাউন, যাকাৎ ২৲। ৬৪। মোঃ ফখরুল ইসলাম খান, রাধা নগর, পাবনা টাউন, ফেৎরা ২৲। ৬৫। মোঃ ইজিবর রহমান, শালগাড়িয়া, পাবনা টাউন, যাকাৎ ৬।০। ৬৬। মোঃ রইছউদ্দিন, রাঘবপুর, পাবনা যাকাৎ ২৫৲। ৬৭। মোঃ জছিমউদ্দিন মিয়া, শালগাড়ীয়া, পাবনা, যাকাৎ ২১।০। ৬৮। হাজী বেলায়াৎ আলী খান, আটুয়া, পাবনা, যাকাৎ ৭৫৲। ৬৯। ছেরাজুল হক, রাঘবপুর পাবনা যাকাৎ ১২৷৷০। ৭০। মোঃ শুকুরালী মোল্লা, সাং শিবরামপুর, পাবনা, যাকাৎ ৫৲। ৭১। মোঃ আবদুল করিম রাঘবপুর, পাবনা, যাকাৎ ৩৲। ৭২। মোঃ মোখতার হোছাইন, রাঘবপুর পাবনা, যাকাৎ ৩৲। ৭৩। মোঃ হাবিবুর রহমান মিয়া, রাঘবপুর, পাবনা, যাকাৎ ৫৲। ৭৪। আলহাজ শেয়খ ছোলায়মান, আটুয়া, পাবনা, যাকাৎ ২০৷৷৵০ ফেৎরা ৯৵০। ৭৫। মোঃ আব্বাস আলী জোয়ার্দার, কুঠীবাড়ী, পাবনা, যাকাৎ ২৫৷৵ ৭৬। মোঃ দওলৎ আলী মিয়া, কুঠীবাড়ী পাবনা, যাকাৎ ১২৷৷০। ৭৭। মোঃ আঃ হক, পাবনা টাউন, ফেৎরা ৪৲। ৭৮। আলহাজ শেয়খ আফজাল হোছাইন, পাবনা টাউন, ফেৎরা, ২৪৸০। ৭৯। মোঃ আযিযুর রহমান মিয়া রাঘবপুর, পাবনা, যাকাৎ ১৬৵০। ৮০। মোঃ আঃ মিন্নত মোল্লা, খয়ের সুতী দোগাছী, ফেৎরা ১২৲। ৮১। আলহাজ আখতারুজ্জামান, আটুয়া পাবনা, যাকাৎ ২০০৲। ৮২। মোঃ নওয়াব আলী মিয়া, সাং প্রতাপপুর পাবনা, ফেৎরা ১০৲। ৮৩। হাজী আবদুর রহমান, খয়েরসুতী দোগাছী, যাকাৎ ৫৲ ফেৎরা ১২৲। ৮৪। মোঃ ইব্রাহিম প্রামাণিক, মাং হাজী আবদু রহমান ঐ ফেৎরা ১।০। ৮৫। মৌঃ মোঃ আবুজাফর শালগাড়িয়া পাবনা টাউন ফিৎরা ৫৲। ৮৬। মোঃ মেহের আলী প্রামাণীক খয়েরসুতী দোগাছী ফেৎরা ১৬৲। ৮৭। মোঃ মোবারক আলী সরকার, খয়ের সুতী দোগাছী যাকাৎ, ২৷৷০। ৮৮। মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস, চর ভাড়ারা দোগাছী,ফেৎরা ২০ ৷৷০ ৮৯। মোঃ যাবেদ আলী মিস্ত্রি, কৃষ্ণপুর পাবনা ফেৎরা ২২৲ ৯০। মোঃ আবুল হোছেইন,মিয়া মাঃ যাবেদ আলী মিস্ত্রি,ঐ যাকাৎ ২০৲ ৯১। মোছাম্মাৎ লতিফা খাতুন মাং যাবেদ মিস্ত্রী যাকৎ ১০৲ C/o মাহতাব বিশ্বাসের বাড়ী Rai Road যশোর ৯২। মোঃ যাবেদআলীমিস্ত্রী ঐ যাকাৎ ১।০ ৯৩। আলহাজ মোঃ আবদুছছোবহান,আটুয়া পাবনা ফেৎরা ১৫৲ কুরবানী ১৪৲। ৯৪। মোঃ ইজিবর রহমান জোয়াদ্দার,কুঠিবাড়ী জমাআত হইতে ফেৎরা ৩০৲ ৯৫। মৌঃ খবিরউদ্দীন আহমদ কৃষ্ণপুর জমআত হইতে ফেৎরা ৩০৲ ৯৬। আহমদ আলী প্রামাণীকের জমায়াত হইতে মাং মৌঃ খবির উদ্দীন আহমদ,কৃষ্ণপুর যাকাৎ ৫৲ ৯৭। মাসিমপুর জামায়াত হইতে আহমদ আলী প্রামাণিক ফেৎরা ২৯৵০। ৯৮। আল্লামা অবদুল্লাহেল কাফী আল্-কোরায়াশী নিজ ফেৎরা ৫৷৷০।

৯৯। মৌঃ মোঃ মযহারুল হক, খয়ের সুতী দোগাছী ফিৎরা ১৫৲ ১০০। শিবরামপুর ও রাঘবপুর (দক্ষিণ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাড়া) জামাআতের পক্ষে আলহাজ মোঃ তুরাবআলী সরদার, শিবরামপুর পাবনা টাউন ফিৎরা ৬০৲, কোরবানী ২০৷৷০ ১০১। মোঃ করমালী মুন্সী, রাধানগর পাবনা টাউন এককালীন ৫৶ । ১০২। মোঃ গাধল আলী প্রামাণিক ব্রজনাথপুর জমায়ত হইতে ফিৎরা ১১৲। ১০৩। টুকরারচর জমাআত হইতে মোঃ হাতেম আলী প্রামাণিক পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪০৲ ১০৪। মোঃ ইব্রাহীম মিয়া চরঘোষপুর পোঃ হেমায়েতপুর জমাআত হইতে ফিৎরা ৫০৲। ১০৫। ব্রজনাথপুর জমাআত হইতে মোঃ মধু মিয়া দোগাছি ফিৎরা ১৪৲। ১০৬। কুটিবাড়ী জমাআত হইতে হাজী মোঃ মুছা বিশ্বাস যাকাত ১০৲ ফিৎরা ৪০৲) ১০৭। মোঃ আবদুল হাকীম শেখ সাং আকুরি পোঃ হেমায়তপুর ফিৎরা ৫৲। ১০৮। আবদুল জাব্বার মিয়া ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা কোরবানী ৭৲। ১০৯। আবুল হুছাইন তালুকদার, সাং কর্ণসুতী বৈদ্যজামতৈল কোরবানী ১৫৲ ১১০। কুঠাবাড়ী জমআতের পক্ষে হাজী মোঃ মুছা বিশ্বাস কুরবানী ১০৲ ১১১। মোঃ আমির হোছেন রাঘবপুর দক্ষিন পাড়া এক কালীন ৫৲। ১১২। মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস চরভাড়ারা কুরবানী ৪৲। ১১৩। মোঃ ফজলুর রহমান সাং বোয়াল কান্দি পোঃ স্থল এককালীন ৩৲। ১১৪। হাজী আবু সিদ্দিক, পাবনা টাউন, ফিৎরা ৭৷৷০।

আদায় মারফৎ মওঃ মোঃ যিল্লুর রহমান আনছারী সাহেব

১১৫। মোঃ নাহের উদ্দিন প্রামাণিক, ও মোঃ আকরম আলী প্রামাণিক, সাঃ ভুড়ভুড়িয়া মালঞ্চি, এককালীন ১৫৷৷০। ১১৬। মোঃ মঈনুদ্দিন মিয়া, ভুড়ভুড়িয়া, পাবনা যাকাৎ ৫৲। ১১৭। মোঃ মকবুল হোসেন সরকার, রাধানগর জামাআত হইতে, পাবনা টাউন, ফিৎরা ২৫৲। ১১৮। মোঃ আকরম আলী, সাং ভুড়ভুড়িয়া পাবনা, ফিৎরা ৪০৲। ১১৯। হাজী মোঃ আবদুল কাদের বিশ্বাস, সাঃ আটুয়া, ফিৎরা ২১৲। ১২০। ময়েজ উদ্দিন প্রামাণিক, সাং চুপকোলা, পোঃ দোগাছি, ফিৎরা ২১৲। ১২১। মোঃ ফকিরুদ্দিন প্রামাণিক,পুরানকুটিবাড়ী, ফিৎরা ১৫৲। ১২২। আবেদ আলী প্রামাণিক, সাং কুলুনিয়া। পোঃ দোগাছি ফিৎরা ৪৲। ১২৩। মোঃ ওয়াজেদ আলী পাবনা টাউন ফিৎরা ২৷৵০। ১২৪। মোঃ মেহের আলী মালঞ্চী ফিৎরা ১০৲ ১২৫। সেকেন্দর আলী সেখ, পইলানপুর যাকাত ১০৲। ১২৩। মেঃ রুস্তম আলী সেখ আটুয়া জামাআত হইতে ফিৎরা ৩৫৲। ১২৭। মোঃ সৈয়দ আলী খাঁ আটুয়া জামাআত ফিৎরা ১০৲। ১২৮। শালগাড়িয়া জামাআতের পক্ষে মওঃ যিল্লুর রহমান ফিৎরা ৮৫৲ ১২৯। ডাঃ মোঃ মকবুল হোসেন ছাহেব সাং রাধানগর বুলবালী ৯৲। ১৩০। আহমদ আলী, কৃষ্ণপুর কুরবাণী ৫৲। ১৩১। মোঃ ইজিবর রহমান জোয়ারদার,পুরাণ কুঠিবাড়ী,কুরবানী ৪৲। ১৩২। সৈয়দ আলী খাঁ সাং আটুয়া কুরবানী ৫৲। ১৩৩। মোঃ রুস্তম অলীমিয়া সাং আটুয়া কুরবানী ৫৲। ১৩৪। মোঃ নাহের-উদ্দীন সাং ভূড়ভূড়িয়া পোঃ মালঞ্চী কুরবানী ৫৲। ১৩৫। জমঈয়তের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে মাসিক চাদা আদায় ১৩৷৷০

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৩৬। মোঃ জিনাত সরদার সাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছি ফিৎরা ৭৲। ২৩৭। কৃষ্ণপুর জামাআত হইতে ইউছফ আলী ছরদার ফিৎরা ১৪৬৲। ১৩৮। মোঃ হাফিজুর রহমান খান আটুয়া জামাআত পাবনা টাউন, ফিৎরা ১০৲। ১৩৯। মোঃ আনছার আলী প্রামাণিক সাং গয়ানপুর জামাআত পোঃ মালঞ্চী ফিৎরা ৯৲। ১৪০। মোঃ আবদুল করিম মিয়া সাং নূরগঞ্জ, পোঃ বড়হর ফিৎরা ১১৸০। ১৪১। আবদুল জব্বার প্রামাণিক বি, পি, এম পোঃ জুনাইল, ফিৎরা ২৷৷০। ১৪২। মোঃ আজিজুল হক সাং বৈদ্য জামতৈল কুরবানী ৫৲। ১৪৪। মোঃ রব্বানি সেরখ সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চলুহারা কুরবানী ২৲। ১৪৫। মোঃ আবদুল করিম সাং নূরগঞ্জ পোঃ বরহর কুরবাণী ৮৲। ১৪৬। মোঃ আবদুল মান্নান সাং ও পোঃ নন্দলালপুর আকিকার ৷৷০।

অফিসে হাতে হাতে প্রাপ্ত

১৪৭। শালগাড়িয়া জামাআতের পক্ষে মওঃ যিল্লুররহমান ছাহেব কুরবাণী ৬০৲। ১৪৮। মোঃ আনছার আলী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রশ্নপত্র

১। আপনি কি আহ্‌লেহাদীছ ?

২। আহ্‌লেহাদীছ বলিতে আপনি কি বুঝেন ?

৩। পূর্বপাকিস্তানের সমুদয় আহ্‌লেহাদীছের জন্য কোন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে কি ?

৪। যদি আবশ্যক হয়, তাহাহইলে কেন আবশ্যক ?

৫। যে আদর্শ ও কার্যক্রমের জন্য আপনি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করিতেছেন, সেগুলি কার্যে পরিণত করার নিমিত্ত আপনার বিবেচনায় কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ?

৬। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনকে আংশিক বা পূর্ণভাবে পরিচালিত করার জন্য বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি ?

৭। যদি থাকে তাহাহইলে সেটি কোন্ প্রতিষ্ঠান ?

৮। সে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার উপায় কি ?

৯। সে প্রতিষ্ঠানের সহিত আপনার সম্পর্ক কিরূপ ? আর উহাকে শক্তিশালী করার জন্য আপনি স্বয়ং কি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ?

১০। যদি এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান না থাকে, তাহাহইলে উহা গঠন করার জন্য আপনি কি করিতেছেন ?

১১। যদি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের জন্য কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আপনি প্রয়োজন মনে না করেন, তাহাহইলে এই জামাআতকে রক্ষা করার অন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আপনি আবশ্যক মনে করেন ?

১২। আহ্‌লেহাদীছের কোন রাজনৈতিক আদর্শ থাকা উচিত কিনা ? উচিত হইলে উহা কি ?

১৩। যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শের প্রয়োজন না থাকে, তাহাহইলে আহ্‌লেহাদীছের মধ্যে যাহাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী অথবা এরূপ কোন উচ্চাকাংখা আছে, তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছামত যেকোন দলে ভর্তি হওয়া কর্তব্য কিনা ?

১৪। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে যদি যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভর্তি হইয়া যায়, তাহাতে আহ্‌লেহাদীছ জামাআতের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি ?

১৫। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহাহইলে উহা নিবারণ করার উপায় কি ?

জিজ্ঞাসাকারী—

প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

সদর দফতর, ৮৬নং কাযী আলাউদ্দিন রোড,

পোঃ রমনা, ঢাকা।

দ্রষ্টব্য :—জিজ্ঞাসাগুলির জওয়াব লিখিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিবেন এবং ডাকযোগে উপরিউক্ত ঠিকানায় ২৫শে ফাল্গুনের পূর্বে প্রেরণ করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ

(পাবনা) অফিসে হাতে হাতে প্রাপ্ত :

১৪৮। মোঃ আনছার আলী প্রামাণিক গয়াসপুর, কোরবাণী ৩৲ ১৪৯। মোঃ ইব্রাহিম মিয়া চরঘোষপুর, কোরবানী ৮৲। ১৫০। আহমদ আলী মিয়া, রাঘবপুর জামাতের পক্ষে কুরবানী ৪১৲। ১৫১। মোঃ আইয়ুব আলী মলিথা খয়েরসুতী ফিৎরা ১।০। ১৫২। টুকরাচর জামাআত হইতে মাং মোঃ আবুজাফর ছাহেব শালগাড়িয়া কুরবানী ৪৲।

আদায় মারফত মাওলানা আবদুল হক হক্কানী ছাহেব (মুবাল্লেগ)

১৫৩। মোঃ হোছেন আলী প্রামাণিক, সাং মুকুন্দপুর, দোগাছী যাকাত ২০৲। ১৫৪। মোঃ ইয়াছিন আলী রাঘবপুর, ফিৎরা ১৲। ১৫৫। ছফর আলী সরদার, সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছি, ফিৎরা ৮৲। ১৫৬। মোঃ বছিরুদ্দিন প্রামাণিক, সাং ব্রজনাথপুর দোগাছি, ফিৎরা ১০৲। ১৫৭। মোঃ ইছমাঈল মালিথা, সাং চরকুলুনিয়া দোগাছি ফিৎরা ১৮৲। ১৫৮। মুন্সি মোহাম্মদ আলী সাং কুলুনিয়া, দোগাছি ফিৎরা ৫৫৲। ১৫৯। মুন্সী মোঃ উছমান গণি c/o চান্দ আলী প্রামাণিক দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬১। শাহেদ আলী প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী,দোগাছি ফিৎরা ২৮৲। ১৬১। মোঃ হারাণ আলী খাঁ সাং খয়েরসুতী দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬২। মোঃ বশিরউদ্দিন প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী দোগাছি, ফিৎরা ১০৲। ১৬৩। মোঃ কফিল উদ্দিন খান সাং ব্রজনাথপুর দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬৪। মংগল প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬৫ আবদুল মিন্নাত মোল্লা সাং খয়েরসুতী দোগাছি কুরবানী ৩৲। ১৬৬। চান্দ আলী প্রামাণিক মাঃ মুন্সি মোঃ উছমান গণি দোগাছি কুরবানী ৫৲। ১৬৭। আলহাজ আবদুর রহমান সাং খয়েরসুতী দোগাছি কুরবানী ৩৬ ১৬৮। মোঃ খবিরউদ্দিন আহমদ সাং কৃষ্ণপুর কুরবানী ১৫৲। ১৬৯। দিদার বখশ কুলুনিয়া জামাআত দোগাছি কুরবানী ১১৲। ১৭০। মোঃ আজিমুদ্দিন ফকির সাং খয়েরসুতী দোগাছী কুরবানী ২৲। ১৭১। মোঃ আকবর আলী খাঁ ছাহেবের জমাআত হইতে মাঃ সাহাদাত আলী প্রামাণিক দোগাছী কুরবানী ১০৲। ১৭২। মোঃ নওয়াব আলী খাঁ দোগাছী কুরবানী ২৲। ১৭৩। মোঃ চান্দ আলী মালিথা সাং মুকুন্দপুর দোগাছী কুরবানী ১৫০। ১৭৪। মোঃ গাধল প্রামাণিক সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছী কুরবানী ১/০। ১৭৫। মুন্সি মোঃ মোছলেম আলী মিয়া সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছী কুরবানী ৪৲। ১৭৬। মুঃ মোঃ কফিল উদ্দিন খান ব্রজনাথপুর দোগাছী কুরবানী ৯৲। ১৭৭। মোঃ ঈমান আলী প্রামাণিক সাং মুকুন্দপুর দোগাছী কুরবানী ৪৲। ১৭৮। মোঃ মংগল প্রামাণিকের সমাজ হইতে মাং মোঃ নাছের আলী প্রামাণিক সাং খয়ের সুতী দোগাছী কুরবানী ১২৷৷০।

আদায় মারফৎ দারোগ আলী সরকার

১৭৯। হাজী মোঃ ইছহাক, সাং ধুলাউড়ী পোঃ চাটমোহর ফিৎরা ১০৲। ১৮০। মোঃ একব্বর মোল্লা সাং এনায়েতপুর এককালীন ১৲। ১৮১। মোঃ আহছানউল্লা ব্যাপারী সাং ইসাপাশা ফিৎরা ২৭৲। ১৮২। মোঃ আঃ লতিফ সরকার বোয়ালকান্দিরচর পোঃ স্থল ফিৎরা ৬১।০। ১৮৩। মোঃ মিজানুর রহমান সাং সন্তোশ পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲। ১৮৪। মোঃ আছিরুদ্দিন ব্যাপারী সাং চরমোশা পোঃ চৌহালী ফিৎরা ২৸০। ১৮৫। মোঃ বায়াজউদ্দিন প্রামাণিক সাং খাস উমরপুর ফিৎরা ১২৸০। ১৮৬। মোঃ আবদুস সবুর মণ্ডল সাং খাস ওমরপুর ফিৎরা ৭।০। ১৮৭। মোঃ আবদুল গণি সাং পূর্ব নরসিংহপুর ফিৎরা ৫৲। ১৮৭ (ক) নওশের আলী সাং চর মুসা ফিতরা ৬৲

www.ahlehadeethbd.org

১৮৮। মোঃ জালালুদ্দিন সরকার c/o ডাঃ আঃ লতিফ সেক্রেটারী, ফিংরা ৮৲। ১৮৯। মোঃ জহিম মুন্সী সাং স্থলচর, ফিংরা ১২৷৷০। ১৯০। আনিছুর রহমান, আটবরুহার চর, ফিংরা ১০৷৷০। ১৯১। আবদুল হামীদ ব্যাপারী, ফিংরা ২৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হাকিম মিঞা ছাহেব

১৯২। মোঃ আবদুল জব্বার ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, যাকাত ২৲। ১৯৩। মোঃ আবুল হুছাইন মোল্লা ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, যাকাৎ ১৲। ১৯৪। নোওয়াই বেপারী বর্শাইল চালুহারা যাকাৎ ২৲। ১৯৫। মোঃ ঈমান আলী মোল্লা সাং স্থলচর পোঃ স্থল, যাকাৎ ৫৲। ১৯৬। মোঃ আবদুল বারী সাং বোয়ালকান্দি, স্থল, যাকাৎ ৫৲। ১৯৭। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ মোল্লা সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া এককালিন ১৲। ১৯৮। মোঃ ওছমান গণি সাং সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া এককালিন ১৲। ১৯৯। মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন সরকার সাং সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়াবেড়া এককালিন ১৲। ২০০। বিভিন্ন স্থানের আদায় এককালীন ১০০৲।

জিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত :

২০১। মৌঃ আইয়ুব আলী মিঞা সাং বুরুজ পোঃ তানোর, উশর ১০৲। ২০২। মোঃ নায়েবুল্লা মণ্ডল সাং কোনা পোঃ বীরকুংসা যাকাৎ ৩৲। ২০৩। মৌঃ মোঃ আবদুল কুদ্দুছ সাং টিকরামপুর চাপাই-নবাবগঞ্জ যাকাৎ ৫৲। ২০৪। হাজী মোঃ ঈমান আলী সাং খিদ্দিরাকালিকাপুর পোঃ কাছিমপুর,যাকাৎ ৩৭৲ ২০৫। মওলানা তমিজউদ্দিন আহমদ সাং নয়নগুথা,পোঃ রাজারামপুর, যাকাৎ ১০৲। ২০৬। মোঃ আইয়ুব আলী মিয়া সাং বুরুজ পোঃ তানোরা যাকাৎ ১০৲। ২০৭। মোঃ দাউদহোছাইন সাং চরকুশাবড়ী পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৩৫৲। ২০৮। খোন্দকার শমশের আলী সাং চরবুলাকী পোঃ রাণীনগর ফিংরা ২৲। ২০৯। হাজী মোল্লাজান মোহাম্মদ সাং হাট মাধনগর এককালীন ৩৲। ২১০। খলিলুর রহমান সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর ফিংরা ৫৲। ২১১। মৌঃ মোঃ আবদুল হাফিয রাজশাহী ডি, বি, অফিস, ফিংরা ৫৲। ১১২। হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাং উলশামারী পোঃ দেবীনগর, ফিংরা ১৬৲। ২১৩। মোঃ তমিজ উদ্দীন বিশ্বাস সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর ফিংরা ১৫৲। ১১৪। মোঃ আছিরুদ্দিন মোল্লা সাং কলিয়াঘাটা পোঃ চৌহাদ্দিটোলা ফিংরা ১০৲। ২১৫। মোঃ আবদুল আযিয মাষ্টার সাং এবং পোঃ গমস্তাপুর, ফিংরা ১৫৲। ২১৬। ইসহাকআলী সাং মসিন্দা মাঝপাড়া, পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৫৲। ১১৭। মওলানা আব্বাছ আলী সাহেব সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৩২৲। ২১৮। মোঃ আছমাতুল্লাহ মিয়া সাঃ মসিন্দা শিকারপাড়া জাম্বুআত হইতে পোঃ চাঁচকৈড় ফিংরা ৭৪৲। ২১৯। মোঃ মফিজউদ্দিন চৌধুরী সাং মানিন্দা শিকারপাড়া নাদীপাড় পোঃ চাঁচকৈড় ফিংরা ৩৪৷০। ২২০। সেক্রেটারী ইসলামাবাদ নাসিমুদ্দিন ওলডস্কিম মাদ্রাসা ফিংরা ১০৲। ২২১। মোঃ ইব্রাহিম সরকার সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ বাগমারা যাকাত ২৸৵০। ২২২। মোঃ ছাবের আলী মৃধা সাং সাঁকোয়া পোঃ হাটরা ফিংরা ২৬৲। ২২৩। মৌঃ বাহার উদ্দীন ছাহেব আন্ধারিয়া জামাআত হইতে পোঃ পঁজরভাঙ্গা ফিংরা ২২৲। ২২৪। মোঃ আয়ুব আলী সাং বুরুজ পোঃ তানোর ফিংরা ১০৲। ২২৫। মৌঃ আবদুর রহমান সাং এবং পোঃ মুণ্ডমালা ফিংরা ৫৲। ২২৬। মওলানা সুজাউদ্দিন সাং এবং পোষ্ট বাসুদেবপুর ফিংরা ৪৲। ২১৭। হাজী আবদুল গফুর সাং আধিরা পাড়া পোঃ খাজুর যাকাত ২৫৲। ২২৮। মৌঃ এমরান হোসেন সাং চর চাটাইড়ুবি পোঃ চর আলাতুলী ফিংরা ৩৲। ২২৯। হাজী দানেশ মোহাম্মদ সাং নয়ানপুর পোঃ হাটরা ফিংরা ৫৲। ২৩০ মোঃ বরকতুল্লা মণ্ডল সাং বরিঠা পোঃ হাটরা ফিংরা ১৫৲। ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রামাযানুল মুবারক উপলক্ষে—
পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের
পয়গাম

آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ! فالذين آمنوا منكم
و انفقوا لهم اجر كبير *

ওহে মানব সমাজ,

আল্লাহ এবং তদীয় রছূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আর তোমাদিগকে যেসকল বস্তুতে পূর্ববর্তীগণের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে আল্লাহর পথে দান কর! বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস পোষণ করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে দানের ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জন্য বিরাট পারিতোষিক রহিয়াছে—আল্‌কোরআনুল আযীম, ৫৭ : ৭।

বেরাদরানে মিল্লত,

আছ্‌ছালামো আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

রামাযান শরীফ এবং আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে আপনারা প্রথমে পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেছাদীছের অভিনন্দন ও মুবারকবাদ গ্রহণ করুন।

ইছ্‌লামের নীতি, তাহার মতবাদ, তাহার রূহানী নাজাতের পয়গাম, তাহার আখলাক ও তমদ্দুনের বিশ্ববিমোহন রূপ, তাহার বিধিব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও অর্থনীতির সূত্র পৃথিবীর রুগ্ন ও অত্যাচারিত, লক্ষভ্রষ্ট ও দিশাহারা মানব সমাজে বিঘোষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় করার জন্যই পবিত্র রামাযানের সাধনাকে সার্থকতা দান করিয়া মহিমান্বিত আল্‌কোরআনুল আযীম ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল—

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن، هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان !

দেখ, রামাযান এরূপ মাস, যাহাতে কোরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে, মানুষের জীবন দিশারি রূপে, হিদায়তের নিদর্শন সমূহের পূর্ণ প্রতীক!—আল্ বাকারা : ১৮৫।

কোরআনের জীবন-সঞ্জীবন ও পরমায়ূ-বর্ধক বিশুদ্ধ ও উন্নত আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব এবং উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে অবহেলা ও ঔদাসিন্যের ফলে জনতার হৃদয় ফলকে এবং সমাজদেহের প্রতি রন্ধ্রে অশান্তির প্রলয় শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে ফাছাদ, বিদ্রোহ, শ্রেণী সংগ্রাম, আত্মকলহ, হত্যাকাণ্ড, পাশবিকতা, ও পৈশাচিকতা, শোষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যুর উৎসবে শয়তান এবং তার শিষ্যশাগেরদরা মাতিয়া উঠিয়াছে। যাহারা ঈমানদার বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ স্বীয় আচরণ ও উক্তি দ্বারা কোরআন ও ইছলামের যে বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন, তাহাতে জগদ্বাসীর দুর্ভাগ্য ও বুভুক্ষার যেরূপ অবসান ঘটিতেছেনা, তেমনি "নানা মুণির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নানা মত" অনুসরণ করিতে গিয়া মুছ্‌লিম সমাজ দৈনন্দিন অধিকতর দিশাহারা হইয়া বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ তিনটি : প্রথম, চিন্তার স্বাধীনতা, দ্বিতীয়, জীবনের সকল স্তরে কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়, জাতিভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের নির্বাসন। কিন্তু এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয়ী সংগ্রাম ও জদ্দও জিহাদের উপর। রামাযানের কঠোর আত্মশুদ্ধির সাধনা উক্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি ও সূচনা মাত্র! রামাযান যে বেহেশ্‌তী ছওগাত বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই কোরআন ও তাহার সক্রিয় প্রতীক রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনালেখ্য হাদীছের প্রকৃত ও অবিমিশ্র শিক্ষাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রচারিত এবং মুছলিম-জীবনে উহা বাস্তবায়িত করাই রামাযানুল মুবারকের সাধনার প্রকৃত সফলতা!

পূর্ব পাকিস্তানে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিগত ১০ বৎসর কাল ধরিয়া এই জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। কার্যপ্রণালীকে উন্নততর, কর্মক্ষেত্রকে প্রশস্ততর আর উহার পতাকাবাহী সৈনিকদলকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যেই জমঈয়তের প্রধান কর্মকেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রচারক বাহিনীর সংখ্যা বর্ধিত এবং তবলীগ ও প্রচারণার মাধ্যমকে বলিষ্ঠতর আর সৎসাহিত্যের সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আপনাদের বয়তুলমালে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত ইছ্‌লাম প্রচারের অংশ দাবী করিতেছে।

স্মরণ রাখিবেন, তব্‌লীগে ইছ্‌লামের জন্য আপনাদের যাকাত ও ছাদাকাতুল ফিতরে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের শিকি অংশ নির্ধারিত রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বিগত ১০ বৎসরে দ্বীন ও মিল্লতের যে খিদমত আঞ্জাম দিয়াছে, জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছে প্রকাশিত উহার রিপোর্ট পাঠ করিলেই জানা যাইবে!

আশাকরি ঈদের আনন্দ কোলাহলের ভিতর পূর্ব পাকিস্তানের এই মহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাক আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলনের সমবেত প্রতিশ্রুতির কথা আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না। আল্লাহর কাছেই তাঁহার দ্বীন ও শরীআতের সেবার পুরস্কার আপনারা প্রাপ্ত হইবেন।

فستذكرون ما اقول لكم، و افوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد ::

দ্রষ্টব্য :—সমুদয় টাকা কড়ি জমঈয়তের সদর দফতরে প্রেসিডেন্টের নামে মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং জমঈয়তের নূতন শীলমোহর যুক্ত ও প্রেসিডেন্টের দস্তখত সম্বলিত রসিদ লইয়া আদায়কারীগণের হস্তেও প্রদান করা যাইতে পারে।

সদর দফ্‌তর
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড,
পোঃ রমনা, ঢাকা।
তাং ১৫ই রামাযানুল মোবারক ১৩৭৬ হিঃ।

আদ্‌দায়ী ইলাল খায়ের
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্-কোরায়শী
প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org